জর্জ গ্রস্‌মিথ ও উইডন গ্রস্‌মিথ

ডায়েরি অব এ নোবডি

অনুবাদ। মুঃ শফিউল আলম

বাংলাবুক.অর্গ

জর্জ গ্রস্‌মিথ ১৮৪৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ছিলেন একজন ল' রিপোর্টার ও পেশাদার চিত্তবিনোদনকারী। জর্জ গ্রস্‌মিথ কয়েক বছর সাংবাদিক হিসেবে কাজ করেন এবং ঐ সময় *দ্য টাইমস্* পত্রিকায় পুলিশ কোর্টের কার্যবিবরণী সম্পর্কে তিনি প্রতিবেদন লিখতেন। কিন্তু ১৮৭০ সালে জর্জ গ্রস্‌মিথ একজন পেশাদার গায়ক ও চিত্তবিনোদনকারী হিসেবে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। 'অপেরা কমিক্'-এ গিলবার্ট্ ও সুলিভানের একাঙ্ক গীতিনাটকগুলোর সঙ্গে তাঁর চেনাজানা শুরু হয়, যেগুলোর অনেক প্রধান ভূমিকাই ছিলো তাঁর নিজের 'সৃষ্টি'। ১৮৭৭ সাল থেকে পরবর্তী বছরগুলোতে জর্জ গ্রস্‌মিথ *'স্যাভয়'*-এ ঐসব ভূমিকায় অভিনয় করেন। তাঁর লেখা *রেমিনিসন্‌সেস্ অব এ ক্লাউন্* ১৮৮৮ সালে প্রকাশিত হয় এবং অপর একটি স্মৃতিকথা *পিয়ানো এ্যান্ড্ আই* ১৯১০ সালে প্রকাশিত হয়। তিনি ১৯১২ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

জর্জের ভাই **উইডন্ গ্রস্‌মিথ**। ১৮৫৪ সালে জন্ম। একজন চিত্রকর হিসেবে কর্মজীবন শুরু করার উদ্দেশ্যে উইডন্ গ্রস্‌মিথ্ 'স্লেড্' ও অন্যান্য আর্ট্ স্কুলে শিক্ষা গ্রহণ করেন। গ্রস্‌ভেনর গ্যালারী ও রয়্যাল এ্যাকাডেমীতে তিনি তাঁর চিত্রকর্মের প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। ১৮৮৫ সালে একটি থিয়েটার কোম্পানিতে যোগদান করার পর উইড্ন গ্রস্‌মিথ রাজধানীর বাইরে দেশের সমগ্র এলাকা ও আমেরিকা সফর করেন এবং 'মিঃ পুটার' জাতীয় চরিত্রে অভিনয় করে সুখ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর লেখা উপন্যাস *এ উওম্যান্ উইথ্ এ হিস্ট্রি* ১৮৯৬ সালে প্রকাশিত হয় এবং তাঁর লেখা অনেক নাটকের ভেতর অত্যন্ত সুপরিচিত *দ্য নাইট্ অব্ দ্য পার্টি* ১৯০১ সালে প্রকাশিত হয়। তিনি কালক্রমে লন্ডনের টেরিজ্ থিয়েটারের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এই থিয়েটারে এবং অন্যান্য জায়গায় ১৯১৭ সাল পর্যন্ত তিনি বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেন। ১৯১৯ সালে তিনি লন্ডনে মৃত্যুবরণ করেন।

পরবর্তী ফ্ল্যাপে দেখুন

মিঃ পুটার একজন পরিমিতাকাঙ্খী ব্যক্তি, যিনি মনেপ্রাণে পরিপূর্ণভাবে একজন কেরানি। তাহলে কেন তাঁর মতের বিরোধী দোকানদাররা, অফিসের ধৃষ্ট তরুণ কেরানিরা আর স্বেচ্ছাচারী বন্ধুরা তাঁকে এতো বিরক্ত করে? তাঁর পুত্র লুপিন যখন তার জন্যে একেবারেই বেমানান একটি মেয়েকে বিয়ে করবে বলে নিজে নিজেই ঠিক করে ফেলে, তখন একজন স্নেহময় পিতা হিসেবে তাঁর কী করণীয় হয়ে পড়ে? এসব সমস্যা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে যতোই তিনি চেষ্টা করেন, সমস্যা ততোই তাঁর কাঁধের ওপর স্তূপীকৃত হতে থাকে। কিন্তু মিঃ পুটার কিছুতেই হাল ছাড়ার পাত্র নন্।

উদ্ভট অথচ সবার অত্যন্ত প্রিয় মিঃ পুটার চরিত্রটি ইংরেজি কমিক সাহিত্যের একটি অন্যতম মহান সৃষ্টি। শহরতলিসুলভ দৃষ্টিভঙ্গির এই তীক্ষ্ণ ও আনন্দ-উল্লাসপূর্ণ স্যাটায়ারের দ্যুতি আজ শত বছর পরেও একটুও ম্লান হয়নি, বরং 'দ্য রাইজ এ্যান্ড ফল অব রেজিন্যাল্ড পেরিন' ও 'ওয়ান ফুট ইন দ্য গ্রেভ'-এর মতো অত্যুচ্চমানের কমিক টিভি নাটকগুলোর অগ্রদূত হিসেবে এর ভূমিকা আজও স্বীকৃত।

মুঃ শফিউল আলম

জন্ম ১৯৫৫ সালে চট্টগ্রামে। ছাত্রজীবনেই গল্প ও প্রবন্ধ লিখতেন। বেশ কিছু প্রকাশিত হয়েছে চট্টগ্রামের স্থানীয় পত্রিকায়। 'দ্য ডায়েরি অব এ নোবডি' তাঁর প্রথম প্রকাশিত অনুবাদগ্রন্থ।

কারিগরি বিষয়ে পড়াশোনা করা সত্ত্বেও ভাষা শিক্ষা ও সাহিত্যচর্চার প্রতি তাঁর টান দুর্নিবার। উল্লেখ্য, ১৯৯১ সালে যুক্তরাজ্যের এডিন্‌বরা ল্যাংগুয়েজ্ ফাউন্ডেশনে উচ্চতর ইংরেজি ভাষার ওপর তিনি একটি বিশেষ প্রশিক্ষণ লাভ করেন।

ছাত্রজীবনে তিনি সাংবাদিকতার সঙ্গেও জড়িত ছিলেন। '৭০-এর দশকে চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত ইংরেজী দৈনিক *দ্য পিউপল্‌স ভিউ* পত্রিকায় তিনি সাব্-এডিটর হিসাবে কাজ করেন। একই সময়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত ইংরেজি মাসিক *দ্য ইউনিভার্সিটি টাইম্‌স্* পত্রিকায় তিনি এ্যাসোসিয়েট্ এডিটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ঐ পত্রিকায় তাঁর লেখা 'দ্য এডিটোরিয়াল্' নিবন্ধটি সে সময় চট্টগ্রামের শিক্ষাঙ্গনের খুবই সমাদৃত হয়েছিলো।

কণ্ঠশল্পী হিসেবেও তাঁর সুপরিচিত রয়েছে। '৮০-এর দশকে তিনি বাংলাদেশ বেতার চট্টগ্রাম কেন্দ্র থেকে তালিকাভুক্ত কণ্ঠশিল্পী হিসেবে নিয়মিত সঙ্গীত পরিবেশন করতেন। পেশাগত জীবনে তিনি একজন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার।

দ্য ডায়েরি অব এ নোবডি

দ্য ডায়েরি অব এ নোবডি

জর্জ্ গ্রস্মিথ ও উইডন্ গ্রস্মিথ

অনুবাদ মুঃ শফিউল আলম

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

সন্দেশ

সন্দেশ

ISBN-984-8088-17-2

দ্য ডায়েরি অব এ নোবডি

জর্জ গ্রসমিথ ও উইডন গ্রসমিথ

অনুবাদ : মুঃ শফিউল আলম

© অনুবাদক

প্রথম প্রকাশ : বইমেলা ফেব্রুয়ারি ২০০১

প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ

সন্দেশ, বইপাড়া, ১৬ আজিজ সুপার মার্কেট শাহাবাগ ঢাকা-১০০০ থেকে
লুৎফর রহমান চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত

কম্পোজ : বুক ক্লাব কম্পিউটার ৪৪ আরামবাগ, ঢাকা-১০০০

পানামা প্রিন্টার্স : ৫৯ পশ্চিম মালিবাগ ঢাকা ১২১৭ থেকে মুদ্রিত

পরিবেশক : বুক ক্লাব ৪৪ আরামবাগ, ঢাকা-১০০০।

১২৫.০০ টাকা

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

উৎসর্গ

আমার জান্নাতবাসী আব্বা ও আম্মাকে
যাঁদের সততা, নিষ্ঠা, সত্যবাদিতা
ও
অন্যায়ের প্রতি ঘৃণার
আদর্শই আমার জীবন-পথের পাথেয়

অনুবাদকের কথা

জর্জ্ গ্রস্মিথ ও উইডন্ গ্রস্মিথের ইংরেজি ভাষায় লেখা 'দ্য ডায়েরি অব এ নোবডি' মূল বইখানি ১৮৯২ সালে ইংল্যান্ডে প্রথম প্রকাশিত হয়। এই বইখানি পড়ে আমি এতো আনন্দ পেয়েছি যে, পড়তে পড়তেই এর একটি বাংলা অনুবাদ বাংলা ভাষাভাষী পাঠক সমাজের হাতে তুলে দেয়ার এক অদম্য স্পৃহা আমার মধ্যে জেগে ওঠে। 'মেইল অন সানডে' পত্রিকার উইলিয়াম ট্রেভর এই বই সম্পর্কে যথার্থই বলেছেনঃ "আমার জানা সবচেয়ে মজার বই, ইংরেজি কমিক সাহিত্যের প্রাণকেন্দ্রে যেন একটি রত্ন।"

বইটির কেন্দ্রীয় চরিত্র মিঃ পুটার। অক্সফোর্ডে শিক্ষাপ্রাপ্ত, নগরীর ব্যবসায়কেন্দ্রস্থিত একটি ব্যক্তিমালিকানাধীন ফার্মের একজন কেরানি। শহরতলিতে অবস্থিত তাঁর বাসভবনে প্রিয়তমা স্ত্রী ক্যারী, প্রাণপ্রিয় পুত্র লুপিন আর কাজের মেয়ে সারাহ্—এই নিয়েই তাঁর সংসার। অফিসে অত্যন্ত সৎ, কর্মনিষ্ঠ ও ফার্মের মালিক মিঃ পার্কাপের একান্ত অনুগত মিঃ পুটার মনেপ্রাণে পরিপূর্ণভাবে একজন আদর্শ কেরানি। দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা, বিড়ম্বনা ও বিব্রতকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয় তাঁকে। এসব সমস্যা থেকে বাঁচতে তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। কিন্তু সমস্যা যেন তাঁকে শুধু বারবার আঁকড়েই ধরে। তবু মিঃ পুটার হাল ছাড়ার পাত্র নন্। মিঃ পুটারের দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাবলী বর্ণনার মাধ্যমে লেখকদ্বয় তাঁদের সমকালীন ইংরেজ সমাজের বিভিন্ন প্রথা, রীতি-নীতি ও আচার-আচরণকে কটাক্ষ করেছেন তাঁদের এই তীক্ষ্ণ ও আনন্দ-উল্লাসপূর্ণ ব্যঙ্গরচনায় (স্যাটায়ারে)। বইটি পড়ার সময় যে বিষয়টি আমার কাছে সবচেয়ে আশ্চর্যজনক বলে মনে হয়েছে, সেটি হলো ঃ একটিবারের জন্যেও আমার মনে হয়নি, আমি শত বছর আগের লেখা একটি বই পড়ছি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, কয়েক বছর আগে একটি পেশাগত প্রশিক্ষণের সুবাদে আমার যুক্তরাজ্যে যাওয়ার সুযোগ হয়েছিলো। সাত মাসের এই প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রথম তিনমাস আমাকে এডিনবরায় একটি স্কটিশ্ পরিবারের সঙ্গে বসবাস করতে হয়। ষাটোর্ধ এক শিক্ষিত দম্পতি ববি ও যোসির পিতৃ-মাতৃসুলভ স্নেহের কারণে আমি ঐ পরিবারের একজন সদস্যই হয়ে গিয়েছিলাম। এমনভাবে ওদের সঙ্গে আমি মিশে গিয়েছিলাম যে, বিদায়ের দিন ববি, যোসি কিংবা আমি কেউই আর চোখের পানি আটকে রাখতে পারিনি। তিনটি মাস ঐ পরিবারের সঙ্গে বসবাস করে তাদের যে সামাজিক প্রথা, রীতি-নীতি ও আচার-আচরণ আমি

একেবারেই কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করেছিলাম, উল্লেখিত বইটিতে যেন হুবহু সেই সব কথাই লেখা হয়েছে। বইটি পড়তে পড়তে বারবার মিঃ পুটার ও ক্যারীর জায়গায় ববি আর যোসির চেহারাই শুধু আমার মনশ্চক্ষুতে ভেসে উঠেছে।

বই লেখা আর বইয়ের অনুবাদ করা—এ দু'য়ের মাঝে পার্থক্য অনেক। একটিতে রয়েছে স্বাধীনতা, অপরটি একটি নির্ধারিত গন্ডির ভেতর সীমাবদ্ধ। তাছাড়া প্রত্যেক ভাষারই রয়েছে নিজস্ব একটি বাচনভঙ্গি ও রীতি, যার ভাষান্তর হয়না। এতোসব প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও বইটির বাংলা অনুবাদ করার সময় এর মূল কাহিনী ও বিষয়বস্তু, লেখকদ্বয়ের আবেগ-অনুভূতি ও কাহিনীর অন্তর্নিহিত হাস্যরস যাতে অক্ষুন্ন থাকে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে অনুবাদকে প্রাঞ্জল ও সুখপাঠ্য করার চেষ্টা করেছি যথাসাধ্য।

যাঁদের অনুপ্রেরণায় বইটি লেখার কোনো কষ্টই আমি বুঝতে পারিনি, তাঁরা হলেন আমার সহকর্মী আমিনুল ইসলাম ও আহমদ-আল-মামুন, আমার স্ত্রী আসমা-উল-হুসনা ও আমার দুই স্কুল-পড়ুয়া পুত্র—রাফি ও মিফতাহ্। এদের ভেতর কনিষ্ঠ পুত্র তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র মিফতাহ্রই (যার এই বয়স থেকেই গল্প লেখার সখ অদম্য) তাগিদ ছিলো সবচেয়ে বেশি। আমার কয়েকজন সহকর্মী বইটির কম্পিউটার টাইপিংয়ে সাহায্য করে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। এঁদের সাহায্য না পেলে এতো অল্প সময়ের ভেতর বইটি প্রকাশ করা কখনোই সম্ভব হতোনা। এঁরা হলেন ঃ মোঃ নূর হোসেন, রশিদুল ইসলাম, শফিকুর রহমান, মোঃ কবির আলম ও ক্ষমারানী কর্। সবশেষে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ বইটির প্রকাশক লুৎফর রহমান চৌধুরীর প্রতি, যিনি এই চমৎকার বইটির বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করার উদ্যোগ নিয়েছেন।

এবারের একুশের বইমেলায় বইটি প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে দ্রুত এর অনুবাদ ও প্রকাশনার কাজ সম্পন্ন করতে হয়েছে। যদিও মুদ্রণজনিত ভুল-ত্রুটি এড়ানোর লক্ষ্যে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে, তথাপি তাড়াহুড়োর কারণে বইটিতে কিছু ভুল-ত্রুটি থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। কেউ কোনো ভুল-ত্রুটি ধরিয়ে দিলে বইটির পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধনের লক্ষ্যে কৃতজ্ঞতার সাথে তা গ্রহণ করা হবে।

বইটি বাংলা ভাষাভাষী পাঠক সমাজে সমাদৃত হলে আমার পরিশ্রম সার্থক হবে।

মুঃ শফিউল আলম

ঢাকা
১লা ফেব্রুয়ারি, ২০০১

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

লেখকদ্বয়ের কথা

'দ্য ডায়েরি অব এ নোবডি' শুরুতে একটি মঞ্চে অভিনয়ের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছিলো। এর প্রকাশক মেসার্স্ ব্র্যাড্বারি এ্যান্ড্ এ্যাগ্নিউর অনুমতি নিয়ে এতে আরো অনেক কিছু সংযোজন করে বর্ধিত কলেবরে এখন বই আকারে পুর্নপ্রকাশ করা হলো। বইটির চমৎকার নামকরণ যিনি করেছেন, তিনি আমাদের উভয়ের বন্ধু

এফ, সি, বারনান্দ্,

যাঁর উদ্দেশ্যে এই বইখানি আমরা আনন্দের সাথে উৎসর্গ করলাম।

জর্জ্ গ্রস্মিথ
উইডন্ গ্রস্মিথ

লন্ডন, জুন, ১৮৯২।

মিঃ পুটারের কথা

আমার ডায়েরি কেন আমি প্রকাশ করবোনা? আমি এমনসব মানুষকে তাদের স্মৃতিকথা লিখতে দেখেছি, যাদের নাম পর্যন্ত আমি কোনোদিন শুনিনি। এমনকি, আমি তাদের দেখতেও পাইনা। কারণ ঘটনাক্রমে আমি যে 'কেউ একজন' নই। আর এই কারণেই আমার ডায়েরিও আকর্ষণীয় হবেনা। আমার একমাত্র আক্ষেপ, আমার বয়স যখন কম ছিলো, তখন সময় এই ডায়েরি লেখার কাজ আমি শুরু করিনি।

—চার্লস্ পুটার

দ্য লরেল্স্
ব্রিকফিল্ড টেরেস্
হলোওয়ে।

সূচিপত্র

অধ্যায়-১ ঃ আমরা নতুন বাসায় গোছ-গাছ সম্পন্ন করে বসবাস শুরু করেছি। আমি ডায়েরি লিখবো বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি। দোকানদাররা ও ধাতব পাপোশটি কিছুটা ঝামেলা করছে। গির্জার সহকারী যাজক বাসায় এসে আমাকে অনেক বড়ো সম্মান দেখালেন। ■ ১৩

অধ্যায়-২ ঃ দোকানদাররা ও ধাতব পাপোশটি এখনো ঝামেলা করছে। রঙের ব্যাপারে অভিযোগ করতে করতে গোয়িং বেশ বিরক্তিকর হয়ে পড়েছে। আমি আমার জীবনের অন্যতম সেরা কৌতুকটি শোনালাম। বাগান করার আনন্দ উপভোগ করছি। ষ্টিল্‌ব্রুক, গোয়িং, কামিংস্ ও আমার মধ্যে সামান্য ভুল-বোঝাবুঝির সৃষ্টি হলো। কামিংসের সামনে সারাহ্ আমাকে বোকা বানিয়ে দিলো। ■ ১৮

অধ্যায়-৩ ঃ সমাজ সম্পর্কে মিঃ মার্টনের সঙ্গে কথোপকথন হলো। সাটন থেকে মিঃ ও মিসেস জেম্‌স বেড়াতে এলেন। ট্যাংক থিয়েটারে একটি কষ্টদায়ক সন্ধ্যে পার করতে হলো। এনামেল পেইন্ট নিয়ে আমার পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলতে লাগলো। আমি আরেকটি মজার কৌতুক শোনালাম, কিন্তু এতে গোয়িং ও কামিংস্ বিনা কারণে মনক্ষুন্ন হলো। বাথ-টবের ওপর আমি লাল রং করলাম, যার ফল হলো অপ্রত্যাশিত। ■ ২৫

অধ্যায়-৪ ঃ ম্যানসন হাউসে বল নাচ। ■ ৩২

অধ্যায়-৫ ঃ ম্যানসন হাউসের বল নাচের পর। ক্যারী অসন্তুষ্ট। গোয়িংও অসন্তুষ্ট। কামিংসের বাসায় একটি মনোরম পার্টির আয়োজন। পেক্‌হ্যামের মিঃ ফ্রাঞ্চিং আমাদের বাসায় বেড়াতে এলেন। ■ ৪০

অধ্যায়-৬ ঃ আমাদের পুত্র উইলি লুপিন পুটারের অপ্রত্যাশিত গৃহাগমণ। ■ ৫১

অধ্যায়-৭ ঃ আবার আমরা বাসায়। ক্যারীর ওপর মিসেস জেম্‌সের প্রভাব। লুপিনের জন্যে কোথাও চাকরি পাওয়া যাচ্ছেনা। পাশের বাড়ির প্রতিবেশীরা কিছুটা পীড়াদায়ক। কেউ একজন আমার ডায়েরির

কয়েকটি পৃষ্ঠা ছিঁড়ে নিয়েছে। লুপিনের জন্যে একটি চাকরি পাওয়া গেল। লুপিন একটি ঘোষণা দিয়ে আমাদেরকে চমকিয়ে দিলো। ■ ৫৮

অধ্যায়-৮ ঃ আলোচনার একমাত্র প্রসঙ্গ ডেইজি মাট্‌লার। লুপিনের নতুন চাকরিতে যোগদান। কামিংসের বাড়িতে আতশবাজি ফোটানো। 'হলোওয়ে কমেডিয়ান্‌স্'। ঠিকা-ঝি'য়ের সঙ্গে সারাহ্‌র ঝগড়া। লুপিনের অবাঞ্ছিত নাক-গলানো। ডেইজি মাট্‌লারের সাথে আমাকে পরিচয় করিয়ে দেয়া হলো। তার সম্মানে আমরা একটি পার্টি দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। ■ ৬৫

অধ্যায়-৯ ঃ আমাদের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ পার্টি। পুরনো ও নতুন বন্ধুদের সমাগম। গোয়িং কিছুটা বিরক্তিকর। তবে তার বন্ধু মিঃ ষ্টিল্‌ব্রুককে বেশ আমুদে বলে মনে হলো। মিঃ পার্কাপের অসময়ে আগমন। তবে তিনি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল ও সৌজন্যবোধসম্পন্ন ব্যক্তি। পার্টি বিরাট সফলতার সঙ্গে শেষ হলো। ■ ৭২

অধ্যায়-১০ ঃ ভাবনার প্রতিফলন। আমি আরেকটি ভালো কৌতুক শোনালাম। একনাগাড়ে দুধ-মেশানো জেলি খেতে খেতে আমি বিরক্ত হয়ে পড়েছি। লুপিন বিয়ে সম্পর্কে তার অভিমত ব্যক্ত করলো। ডেইজি মাট্‌লারের সঙ্গে লুপিনের ঝগড়া। ■ ৭৬

অধ্যায়-১১ ঃ আমরা আর্ভিংকে অনুকরণ করে অভিনয় করা দেখলাম। মিঃ প্যাজের সঙ্গে পরিচিত হলাম। তাকে আমাদের পছন্দ হলোনা। মিঃ বারুইন-ফসেল্টন বিড়ম্বনার কারণ হয়ে দাঁড়ালো। ■ ৮০

অধ্যায়-১২ ঃ আমার ডায়েরির ব্যবহার ও মূল্য সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা। বড়োদিন সম্পর্কে লুপিনের ধারণা। লুপিনের দুর্ভাগ্যজনক এংগেজমেন্টের পুনরায় শুরু। ■ ৮৮

অধ্যায়-১৩ ঃ আমি একটি অপমানজনক ক্রিসমাস কার্ড পেলাম। ক্যারীর মায়ের বাসায় আমরা একটি আনন্দদায়ক বড়োদিন উদযাপন করলাম। জনৈক মিঃ মস্ অত্যন্ত খোলামেলা স্বভাবের লোক। আমরা একটি হৈচৈপূর্ণ সন্ধ্যো পার করলাম, যখন আমি অন্ধকারে মাথায় আঘাত পেলাম। লুপিন সম্পর্কে মিঃ মাট্‌লারের কাছ থেকে আমি একটি অসাধারণ চিঠি পেলাম। আমরা পুরনো বছরকে বিদায় জানাতে ভুলে গেলাম। ■ ৯২

অধ্যায়-১৪ ঃ আমাদের নতুন বছর শুরু হলো অফিসে আমার অপ্রত্যাশিত পদোন্নতিলাভের মধ্য দিয়ে। আমি দুটো মজার কৌতুক শোনালাম। আমার বেতন প্রচুর পরিমাণে বেড়ে গেল। ভবিষ্যৎ বাজার-দরের ওঠা-নামা সম্পর্কে লুপিনের সঠিক অনুমান। লুপিন একটি লোক-ঠকানো ব্যবসা শুরু করলো। সারাহ্‌র সাথে আমাকে কথা বলতে হবে। গোয়িংয়ের অস্বাভাবিক আচরণ। ■ ৯৮

অধ্যায়-১৫ ঃ গোয়িং তার অস্বাভাবিক আচরণের কারণ ব্যাখ্যা করলো। লুপিন আমাদেরকে গাড়িতে করে বেড়াতে নিয়ে গেল। কিন্তু আমরা এতে আনন্দ পেলাম না। লুপিন মিঃ মারে পশের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলো। ■ ১০৬

অধ্যায়-১৬ ঃ লুপিনের পরামর্শে অর্থ বিনিয়োগ করে আমাদের লোকসান হলো। কামিংসেরও তাই হলো। ডেইজি মাট্‌লারের সঙ্গে মারে পশের এংগেজমেন্ট হয়ে গেল। ■ ১১০

অধ্যায়-১৭ ঃ ডেইজি মাট্‌লার ও মারে পশের বিয়ে। আমার জীবনের স্বপ্ন পূরণ হলো। মিঃ পার্কাপ্ তাঁর অফিসে লুপিনকে একটি চাকরি দিলেন। ■ ১১৩

অধ্যায়-১৮ ঃ একটি স্টাইলোগ্রাফিক কলম নিয়ে সমস্যায় পড়লাম। আমরা একটি ভলান্‌টিয়ার নৃত্যানুষ্ঠানে গেলাম, যেখানে আমাকে একটি ব্যয়বহুল নৈশভোজে জড়িয়ে পড়তে হলো। একজন গাড়িচালকের হাতে আমি সাংঘাতিকভাবে অপমানিত হলাম। আমি সাউথ্-এন্ড্ যাওয়ার একটি অদ্ভুত আমন্ত্রণ পেলাম। ■ ১১৬

অধ্যায়-১৯ ঃ পুরনো স্কুলফ্রেন্ড্ টেডি ফিন্স্‌ওয়ার্থের সঙ্গে দেখা হলো। তার আঙ্কেলের বাড়িতে আমরা একটি আনন্দদায়ক মধ্যাহ্নভোজ উপভোগ করলাম। কিন্তু কেবল মিঃ ফিন্স্‌ওয়ার্থের ছবিগুলো সম্পর্কে আমার কয়েকটি বেফাঁস মন্তব্যের কারণে সব আনন্দ মাটি হয়ে গেল। স্বপ্ন সম্পর্কে আমরা আলোচনা করলাম। ■ ১২৫

অধ্যায়-২০ ঃ মিঃ হার্ড্‌ফার হাট্‌লের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার উদ্দেশ্যে ফ্রাঞ্চিংয়ের বাড়িতে একটি ডিনার পার্টিতে যোগদান। ■ ১৩০

অধ্যায়-২১ ঃ লুপিনকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হলো। আমরা অনেক বড়ো বিপদে পড়ে গেলাম। অন্য এক জায়গায় ভালো বেতনে আবার লুপিনের চাকরি হলো। ■ ১৩৬

অধ্যায়-২২ ঃ মাস্টার পার্সি এড্‌গার স্মিথ্ জেম্‌স। মিসেস জেম্‌স(সাটনের) আবার আমাদের বাসায় বেড়াতে এলেন এবং 'অধ্যাত্ম-বৈঠক' চালু করলেন। ■ ১৪২

অধ্যায়-২৩ ঃ লুপিন আমাদের কাছ থেকে চলে গেল আমরা তার নতুন ফ্ল্যাটে লাঞ্চ করলাম এবং মিঃ মারে পশের সম্পদের ব্যাপারে অসাধারণ কিছু কথা শুনলাম। মিস্ লিলিয়ান্ পশের সাথে দেখা হলো। মিঃ হার্ড্‌ফার হাট্‌ল্ আমাকে ডেকে পাঠালেন। গুরুত্বপূর্ণ। ■ ১৫২

শেষ অধ্যায় ঃ আমার জীবনের সবচেয়ে সুখের দিনগুলির একটি। ■ ১৫৮

বাংলাবুক.অর্গ ওয়েবসাইটে স্বাগতম

নানারকম নতুন / পুরাতন বাংলা বই এর পিডিএফ ডাউনলোড করার জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে (BANGLABOOK.ORG) আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদেরকে পাবেন :

BANGLABOOK.ORG © COPYRIGHT , ALL RIGHTS RESERVED

আমরা নতুন বাসায় গোছ-গাছ সম্পন্ন করে বসবাস শুরু করেছি। আমি ডায়েরি লিখবো বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি। দোকানদাররা ও ধাতব পাপোশটি কিছুটা ঝামেলা করছে। গির্জার সহকারী যাজক বাসায় এসে আমাকে অনেক বড়ো সম্মান দেখালেন।

অধ্যায়-১

কেবল এক সপ্তাহ হলো আমি আর আমার স্ত্রী ক্যারী আমাদের নতুন বাসায় উঠেছি। হলোওয়ে'র ব্রিক্‌ফিল্ড্ টেরেসে অবস্থিত 'দ্য লরেল্‌স্' নামের এই বাড়িটির ভূগর্ভস্থ অংশ বাদে সুন্দর ছয় রুমের একটি বাসা, যার সামনের দিকে রয়েছে ব্রেক্‌ফাষ্ট-পার্লার। বাড়ির সামনেই একটি ছোট্ট বাগান এবং দশটি সিঁড়ি বেয়ে উঠলেই সামনের দরজা। আমরা শিকল দিয়ে দরজাটি বন্ধ করে রাখি। কামিংস্, গোয়িং এবং আমাদের অন্যান্য ঘনিষ্ট বন্ধুরা সবসময় পাশের ছোট্ট প্রবেশ-পথ দিয়ে ভেতরে আসে, যার ফলে কাজের মেয়েটিকে যখন তখন কাজ ফেলে সামনের দরজায় যেতে হয় না। বাড়ির পেছনেও একটি ছোট্ট সুন্দর বাগান আছে রেল লাইন পর্যন্ত বিস্তৃত। ট্রেনের আওয়াজের কথা ভেবে প্রথমে আমরা ভয়ই পেয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু বাড়িঅলা বললেন: কিছুদিন গেলেই ঐ আওয়াজ আর আমরা ভ্রুক্ষেপই করবো না। এজন্যে বাড়িভাড়াও তিনি দু'পাউণ্ড কমিয়ে দিলেন। আসলে তিনি ঠিকই বলেছিলেন: শুধুমাত্র বাগানের পাঁচিলের নিচের ফাটলটি ছাড়া ওতে আর কোনো অসুবিধেই আমাদের হয়নি।

অফিসের কাজ শেষে বাসায় থাকতেই আমি পছন্দ করি। বাসায় যদি না-ই থাকা হলো, তবে বাসার আর মজা কিসের? 'বাসা মানেই শান্তির নীড়,' এই আদর্শেই আমি বিশ্বাসী। সন্ধ্যেয় রোজ আমি বাসাতেই থাকি। আমাদের পুরনো বন্ধু গোয়িং কোনো উপলক্ষ ছাড়াই চলে আসে। কামিংস্‌ও তাই। ও আবার আমাদের বাসার কাছেই থাকে। ওরা এলে আমি এবং আমার স্ত্রী ক্যারোলীন উভয়েই খুব খুশি হই, যদিও ক্যারী ও আমি কোনো বন্ধু-বান্ধব ছাড়া একাই সন্ধ্যে পার করে দিতে পারি। সবসময় আমাদের কিছু না কিছু করার থাকেই। কোথাও একটি পেরেক বসানো, নয়তো ভেনেশিয়ান ব্লাইন্ডকে সোজা করা, কোনো পাখাকে পেরেক ঠুকে শক্ত করে লাগানো কিংবা কার্পেটের কোনো অংশ পেরেক দিয়ে বসানো---এর সবকিছুই আমি মুখে পাইপ নিয়ে সম্পন্ন করতে পারি। ক্যারীকে অবশ্য শার্টে একটি বোতাম লাগানো, বালিশের কোনো কভার মেরামত করা, কিংবা আমাদের নতুন

BanglaBook.org

কটেজ পিয়ানোতে 'সিলভিয়া গ্যাভোটের' সুর তোলার চেষ্টা করার বাইরে তেমন কিছু করতে হয়না। তিন বছরের জন্যে ভাড়ায় নেয়া পিয়ানোটির গায়ে ইংরেজিতে লেখা এর প্রস্তুতকারকের নাম কলার্ড এ্যাণ্ড কলার্ড (বড়ো অক্ষরে)-এর ডব্লিউ, বিল্কসন্ (ছোট অক্ষরে)। আমাদের পুত্র উইলি ওল্ড্হ্যামে তার ব্যাংকের চাকরিটা খুব ভালোভাবে চালিয়ে যাচ্ছে জেনে আমরা স্বস্তিতে আছি। আমরা চাই, চাকরিতে সে আরও ভালো করুক। এবার আমি ডায়েরি লেখা শুরু করছিঃ

দ্য লরেল্স্

৩রা এপ্রিল। দোকানদাররা বাসায় এসে খোঁজ নিলো কোনোকিছুর প্রয়োজন আছে কিনা লোহার কারবারি ফার্মার্সনকে আমি কথা দিয়েছি, কোনো পেরেক বা যন্ত্রপাতির দরকার হলে তার কাছ থেকেই কিনবো। এপ্রসঙ্গে আমার মনে পড়ে গেল, আমাদের বেড্রুমের দরজার কোনো চাবি নেই এবং কলিং বেলগুলোও দেখানো দরকার। পার্লারের বেলটা ভাঙ্গা। সামনের দরজায় বেল টিপলে কাজের মেয়ের শোবার ঘরে তা বেজে ওঠে, যা রীতিমতো বিস্ময়কর। গোয়িং আজ এসেছিলো, কিন্তু ঘরে রঙের বিশ্রী গন্ধের কারণে বেশিক্ষণ থাকেনি।

৪ঠা এপ্রিল। এখনও দোকানদাররা বাসায় এসে খোঁজ নিচ্ছে। ক্যারী বাসায় না থাকায় পৌর কসাই হর্‌উইনের সাথে আজ আমাকেই কথা বলতে হয়েছে। ওর বেশ পরিষ্কার সুন্দর একটি দোকান আছে। পরীক্ষামূলকভাবে ওকে আগামীকাল

BanglaBook.org

ভেড়ার একটি কাঁধের মাংস সরবরাহ করতে বললাম। ক্যারী এক পাউণ্ড টাটকা মাখন, রান্নার জন্যে দেড় পাউণ্ড লবণ এবং এক শিলিং মূল্যের ডিমের জন্যে মাখনঅলা বর্‌সেটের সঙ্গে ব্যবস্থা করেছে। সন্ধ্যেয় কামিংস্ আসবে, আমরা ধারণাও করতে পারিনি। হঠাৎ করেই সে এসেছিলো তার লাটারীতে পাওয়া সাদা মাটির তৈরি ধূমপানের পাইপটি আমাকে দেখাতে। ভিজা হাতে ধরলে ওটার রং নষ্ট হয়ে যাবে, তাই সতর্কতার সাথে সে আমাকে পাইপটি ধরতে বললো। ঘরের রঙের গন্ধটা তার পছন্দ নয়, তাই সে চলে যাবে-এই কথা বলে ঘর থেকে বের হওয়ামাত্র সে ধাতব পাপোশটির ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। পাপোশটি ওখান থেকে সরাতেই হবে, নইলে আমাকেই একদিন ওটার *ঘষটানি* খেতে হবে। সচরাচর আমি কৌতুক করিনা।

৬ই এপ্রিল। আজ দু'টি ভেড়ার কাঁধের মাংস বাসায় এসেছে। ক্যারী আমার সঙ্গে আলাপ না করেই অপর এক কসাইকে মাংসের জন্যে বলেছিলো। গোয়িং আজ এসেছিলো এবং আসতে গিয়ে সেও ধাতব পাপোশটির ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে গিয়েছিলো। পাপোশটিকে *অবশ্যই* সরাতে হবে।

৬ই এপ্রিল। সকালের নাস্তার ডিমগুলো ছিলো একেবারে বাজে। বর্‌সেটের কাছে ওগুলো ফেরৎ পাঠিয়ে ওকে জানিয়ে দিলাম, কোনোকিছুর অর্ডার নেয়ার জন্যে ওর আর আসার দরকার নেই। ছাতাটা খুঁজে পাওয়া গেলনা। তাই বৃষ্টি সত্ত্বেও ওটা ছাড়াই চালিয়ে নিতে হলো। সারাহ্ বললো, মিঃ গোয়িং নিশ্চয়ই গতরাতে ভুল করে ওটা নিয়ে গেছেন, যেহেতু ঘরে মালিকবিহীন একটি ছড়ি পাওয়া গেছে। সন্ধ্যেয় নিচের হলঘরে কাজের মেয়েটির সঙ্গে কেউ একজন উচ্চস্বরে কথা বলছে শুনে বের হলাম দেখতে। অবাক হলাম মাতাল ও মারমুখো অবস্থায় মাখনঅলা বর্‌সেটকে দেখে। আমাকে দেখেই সে বলে উঠলো, আর যদি কোনোদিন শহরের কেরানিদের কাছে সে কিছু বিক্রি করে তাহলে তাকে যেন ফাঁসিতে ঝোলানো হয়। সামান্য একটা বিষয় নিয়ে এতো হৈ চৈ। আমি রাগ দমন করে শান্ত গলায় তাকে বললাম, আমার বিশ্বাস একজন শহরের কেরানির পক্ষেই *ভদ্রলোক* হওয়া সম্ভব। সে জবাব দিলো, একথা শুনে সে খুব খুশি হয়েছে এবং জানতে চাইলো আমি ও যাবৎ এমন কাউকে দেখেছি কিনা, কেননা *সে* কাউকে দেখেনি। একথা বলেই এমন জোরে দড়াম করে আমার মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে সে চলে গেল যে আর একটু হলেই দরজার ওপরের ছোট্ট জানালাটি ভেঙ্গেই যেতো। যাওয়ার সময় ধাতব পাপোশটির ওপর তার হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাওয়ার শব্দ পাওয়া গেল। মনে মনে আমি খুশিই হলাম পাপোশটি না সরানোর জন্যে। সে চলে যাওয়ার পর আমার মনে হলো তার কথার অনেক জবাবই আমি দিতে পারতাম। যাহোক, ভবিষ্যতের জন্যে সেগুলো রেখে দিলাম।

BanglaBook.org

আমাদের বন্ধু গোয়িং

৭ই এপ্রিল। দিনটি শনিবার হওয়ায় আজ একটু সকাল-সকাল বাসায় ফেরার কথা আমি ভাবছিলাম, যাতে কতকগুলো কাজ শেষ করা যায়। কিন্তু অফিসের দু'জন কর্মকর্তা অসুস্থতার কারণে অনুপস্থিত থাকায় সন্ধ্যে সাতটার আগে আমার বাসায় ফেরা সম্ভব হলো না। বাসায় এসেই দেখি, বর্‌সেট অপেক্ষা করছে। সারাদিনে সে নাকি তিনবার এসেছে তার গতরাতের আচরণের জন্যে আমার কাছে ক্ষমা চাইতে। সে জানালো, গত সোমবার ব্যাংক হলিডের ছুটিটা সে নিতে পারেনি, তার পরিবর্তে সে গতরাতেই সেটা ভোগ করেছে। আমাকে সে অনুনয় করে বললো তাকে ক্ষমা করে দিতে এবং তার নিয়ে-আসা এক পাউণ্ড টাট্‌কা মাখন গ্রহণ করতে। বেশ চমৎকার লোক বলে মনে হলো তাকে। তাই আবারও কিছু টাট্‌কা ডিমের অর্ডার দিয়ে অনুরোধ করে বলে দিলাম, এবারের ডিমগুলো কিন্তু টাটকা *হওয়া চাই।* আমাদের সিঁড়ির জন্যে কিছু কার্পেট কিনতে হবে বলে আশঙ্কা করছি, কারণ পুরনোগুলো এতো ছোট যে সিঁড়ির দু'পাশের রং পর্যন্ত পৌঁছোয়নি। ক্যারী বললো, আমরা নিজেরা বরং দু'পাশের রং-কেই একটু চওড়া করে নিতে পারি। সোমবার আমি দেখবো ঐ (গাঢ় খয়েরি) রঙের সাথে রং মিলিয়ে কার্পেট কেনা যায় কিনা।

৮ই এপ্রিল, রোববার। গির্জার প্রার্থনা শেষে সহকারী যাজক আমাদের সঙ্গে বাসায় এলেন। ক্যারীকে ভেতরে পাঠানোয় বাড়ির সামনের দরজাটি খুলে দেয়ার জন্যে, যেটি বিশেষ কোনো উপলক্ষ ছাড়া আমরা ব্যবহার করি না। ক্যারী দরজাটি খুলতে পারলো না। আমি অনেক চেষ্টা করে ব্যর্থ হলাম। অগত্যা পাশের

BanglaBook.org

প্রবেশপথ দি য়ে সহকারী যাজককে (যার নামটি আমি ঠিক বুঝতে পারিনি) নিয়ে ভেতরে ঢুকলাম। ধাতব পাপোশটিতে পা আটকিয়ে ভদ্রলোকের প্যান্টের নিচটা ছিঁড়ে গেল।

আমাদের বন্ধু কামিংস্

আজ রোববার হওয়া সত্ত্বেও ছেঁড়া প্যান্টটি মেরামত করতে কারো কোনো আগ্রহই দেখালো না এতে আমি খুবই বিরক্ত হলাম। দুপুরের খাওয়া শেষে ঘুমোতে গেলাম ঘুম থেকে উঠে বাগানের চারপাশটা হেঁটে এলাম। হাঁটার এক পর্যায়ে সুন্দর একটি জায়গা আবিষ্কার করে ফেললাম যেখানে সরিষা ও হেলেঞ্চা শাক এবং মূলা লাগানো যায়। সন্ধ্যেয় আবার গির্জায় গেলাম এবং সহকারী যাজককে সঙ্গে করে বাসায় নিয়ে এলাম। ক্যারী লক্ষ্য করলো, তিনি তখনো সেই প্যান্টটিই পরে রয়েছেন, শুধুমাত্র ছেঁড়া জায়গাটি সেলাই করা হয়েছে। আমাকে তিনি গির্জার অর্থ সংগ্রহের দায়িত্ব দিতে চান। আমার ধারণা, আমার প্রতি এটা তাঁর অনেক বড়ো সম্মান প্রদর্শন।

BanglaBook.org

দোকানদাররা ও ধাতব পাপোশটি এখনো ঝামেলা করছে। রঙের ব্যাপারে অভিযোগ করতে করতে গোয়িং বেশ বিরক্তিকর হয়ে পড়েছে। আমি আমার জীবনের অন্যতম সেরা কৌতুকটি শোনালাম। বাগান করার আনন্দ উপভোগ করছি। ষ্টিল্‌ব্রুক, গোয়িং, কামিংস্ ও আমার মধ্যে সামান্য ভুল-বোঝাবুঝির সৃষ্টি হলো। কামিংসের সামনে সারাহ্ আমাকে বোকা বানিয়ে দিলো।

অধ্যায়-২

৯ই এপ্রিল। আজকের সকালটা বিশ্রীভাবে শুরু হয়েছে। যে কসাইয়ের কাছ থেকে আর কোনোদিন কিছু কিনবো *না* বলে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, সে-ই আজ বাসায় এসে অহেতুক আমার সঙ্গে ইতর ও অভদ্রের মতো আচরণ করে গেল। অকথ্য ভাষায় গালাগালি দিয়ে সে আমাকে বললো, সে আর কোনোকিছু আমার কাছে বিক্রি করতে চায়না। আমি শুধু বললাম, "তাহলে এতো হৈ চৈ করছো কেন?" সে উচ্চস্বরে চিৎকার করে পাড়া-পড়শিদের শুনিয়ে মুখ ভেংচিয়ে বলে উঠলো, "বলো, বলে যাও। অ্যাহ্! তোমার মতো 'জিনিস' আমি ডজনে ডজনে কিনতে পারি।"

আমি দরজা বন্ধ করে ক্যারীকে যখন বোঝাতে চেষ্টা করছি এই অপমানজনক দৃশ্যের জন্যে একমাত্র সে-ই দায়ী, ঠিক তখনই দরজায় প্রচণ্ড এক লাথির শব্দ শোনা গেল। লাথির চোটে দরজার প্যানেলগুলো ভেঙ্গে গেল। দরজা খুলতেই দেখি, সেই ইতর ও অভদ্র কসাই। আমাকে দেখেই সে বলে উঠলো, ধাতব পাপোশটির ওপর পড়ে তার পা কেটে গেছে এবং এজন্যে অবিলম্বে সে আমাকে শাস্তি দেয়ার ব্যবস্থা করবে। অফিসে যাওয়ার পথে লোহার কারবারি ফার্মারসনের সঙ্গে দেখা করলাম এবং তাকে পাপোশটি সরানো ও কলিং বেলগুলো মেরামতের দায়িত্ব দিলাম। এই সামান্য কাজের জন্যে বাড়িঅলাকে আর বিরক্ত করলামনা।

ক্লান্ত ও চিন্তিত অবস্থায় বাসায় ফিরে এলাম। পেইন্টার ও ডেকোরেটর মিঃ পাট্‌লী তাঁর ভিজিটিং কার্ড পাঠিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করলেন। তিনি বললেন, সিঁড়ির রঙের জন্যে অর্ধেকটা দিন দোকানে দোকানে ঘুরেও তিনি রং মেলাতে পারেননি। এজন্যে পুরো সিঁড়িটাই রং করার পরামর্শ দিলেন তিনি। তাঁর মতে, এতে খুব অল্পই খরচ হবে; বরং রং মেলানোর চেষ্টা করা হলে তা বৃথা চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই হবেনা। কাজটি ভালোভাবে করা হলে তিনি নিজে যেমন সন্তুষ্ট হবেন,

BanglaBook.org

আমাদের কাছেও তেমনি ভালো লাগবে। আমি রাজি হয়ে গেলাম। তবে বুঝতে পারলাম, অনেক বুঝিয়ে সুজিয়ে আমাকে স্বপক্ষে নিয়ে আসা হলো। সরিষা ও হেলেঞ্চা শাক এবং মূলার বীজ লাগিয়ে রাত ন'টায় শুতে গেলাম।

১০ই এপ্রিল। ফার্মারসন আজ নিজেই পাপোশটি মেরামত করতে এসেছিলো। তাকে বেশ ভদ্রই মনে হলো। সে বললো, এ ধরনের ছোটখাটো কাজ সচরাচর সে নিজহাতে করে না, শুধু *আমার* জন্যেই সে করতে এসেছে। আমি তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে শহরে কাজে চলে গেলাম। অফিসের তরুণ কয়েকজন কেরানি এতো বেশি দেরি করে অফিসে আসে যে আমারই লজ্জা লাগে। এদের তিনজনকে আমি বলেছি, বড়োসাহেব মিঃ পার্কাপ্ জানতে পারলে তাদের চাকরি আর থাকবে না।

সতেরো বছর বয়স্ক পিট্ মাত্র ছয় সপ্তাহ হলো আমাদের অফিসে চাকরি নিয়েছে। একটা আস্ত বাঁদর! আমাকে সে 'আমার মাথা ঠাণ্ডা রাখতে' বললো। আমি তাকে অবহিত করে বললাম, দীর্ঘ বিশ বছর যাবৎ এই ফার্মে সম্মানের সাথে আমি চাকরি করছি। এর জবাবে উদ্ধতভাবে সে বলে উঠলো, আমাকে 'তেমনই দেখাচ্ছে'। আমি ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বললাম, "আমি তোমার কাছ থেকে খানিকটা সম্মান পেতে চাচ্ছি, মশাই।" সে জবাব দিলো, "বেশ তো, চাইতেই থাকুন"। এর পর ওর সাথে আমি আর তর্ক করিনি। এ ধরনের লোকের সাথে তর্ক করার মানেই হয়না। সন্ধ্যেয় গোয়িং এলো এবং আবার রঙের সেই বিশ্রী গন্ধের ব্যাপারে অভিযোগ করলো। গোয়িং কোনো বিষয় নিয়ে মন্তব্য করতে গেলে কখনো কখনো খুবই বিরক্তিকর হয়ে পড়ে। সবসময় সতর্কতা অবলম্বন করতে পারে না। ক্যারী একবার খুব ভালোভাবে তাকে মনে করিয়ে দিলো, সে সেখানে উপস্থিত রয়েছে।

১১ই এপ্রিল। সরিষা-হেলেঞ্চার শাক ও মূলার চারা এখনো গজায়নি। আজকের দিনটা ছিলো বিরক্তিকর সব ঘটনায় ভরা। সকালে মুদি দোকানের ছেলেটার সঙ্গে কথা বলতে বলতে শহরে যাওয়ার পৌনে ন'টার বাসটি ধরতে পারিনি। ছেলেটির কী সাহস সে দ্বিতীয়বারের মতো আজ আবার বুড়ি নিয়ে হল ঘরের দরজা পর্যন্ত এসেছে এবং এতে সদ্য পরিষ্কার করা সিঁড়িগুলোর ওপর তার ময়লা জুতোর চাপ পড়ে গেছে। সে বলছিলো, তার আঙুলের গাঁট দিয়ে প্রায় পনেরো মিনিট ধরে পাশের দরজায় সে টোকা দিয়েছে। আমি জানতাম, আমাদের কাজের মেয়ে সারাহ্'র এই শব্দ শোনার কথা নয়, কেননা, সে ঐ সময় ওপরের বেড্রুমগুলো গুছাচ্ছিলো। তাই ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করলাম, সে কলিং বেল বাজায়নি কেন। সে জবাব দিলো, বেল বাজানোর জন্যে সে তার হ্যাণ্ডেল ধরে টান ঠিকই দিয়েছিলো, কিন্তু হ্যান্ডেলটি ছুটে তার হাতেই চলে এসেছে।

BanglaBook.org

আজ আমার অফিস যেতে আধঘন্টা দেরি হয়ে গেছে। আগে কখনোই আমার এমনটি হয়নি। ইদানীং কেরানিদের অফিস হাজিরায় খুব অনিয়ম দেখা যাচ্ছে। কিন্তু বড়োসাহেব মিঃ পার্কাপ্ দুর্ভাগ্যজনকভাবে আজকের সকালটিকেই বেছে নিয়েছেন আমাদের ধরার জন্যে। কেউ একজন আগেভাগেই অন্যদের এব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছিলো। ফলে এতোজনের ভেতর আজ শুধু আমিই একা দেরি করে অফিসে এসেছি। আমাদের সিনিয়র ক্লার্কদের অন্যতম বাক্‌লিং একজন মহৎপ্রাণ ব্যক্তি। তাঁর হস্তক্ষেপে এযাত্রায় রক্ষা পেলাম। পিটের টেবিলের পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় তার পাশের সহকর্মীর উদ্দেশ্যে তাকে বলতে শুনলাম, "কিছু কিছু হেডক্লার্ক এতো দেরি করে অফিসে আসে যে আমার খুব লজ্জা লাগে।" কথাটা সে আমাকেই শুনিয়ে বললো। আমি কিছু না বলে শুধু তার দিকে তাকালাম। এতে ওরা দু'জনেই হো হো করে হেসে উঠলো। পরে চিন্তা করলাম, কিছু না শোনার ভান করে চলে এলেই ভালো হতো। সন্ধ্যেয় কামিংস্ বেড়াতে এলো। তাকে নিয়ে আমরা একসঙ্গে ডমিনোজ্ খেললাম।

১২ই এপ্রিল। সরিষা-হেলেঞ্চার শাক ও মূলার চারা এখনো গজায়নি। ফার্মার্‌সনকে ধাতব পাপোশটি মেরামতরত অবস্থায় বাসায় রেখে আমি বাইরে গেলাম এবং ফিরে এসে দেখতে পেলাম তিনজন লোক সেখানে কাজ করছে। এর অর্থ কী, জানতে চাইলে ফার্মার্‌সন আমাকে বললো, নতুন একটি ছিদ্র করার সময় সে গ্যাসের পাইপ ফুটো করে ফেলেছে। সে আরও বললো, গ্যাসের পাইপ বসানোর জন্যে এটা অত্যন্ত উদ্ভট একটি জায়গা এবং যে লোকটি এই কাজ করেছে সে স্পষ্টতই তার কাজ সম্পর্কে কিছুই জানেনা। আমি বুঝতে পারলাম, যে ক্ষতিপুরণ আমাকে দিতে হবে, তার জন্যে এটা কোনো সান্ত্বনাই নয়।

সন্ধ্যেয় চায়ের পর গোয়িং বাসায় এলো। ব্রেকফাস্ট-পার্লারে আমরা দু'জনে বসে ধূমপান করতে লাগলাম। ক্যারী একটু পরে এসে যোগ দিলো, কিন্তু অতিরিক্ত ধোঁয়ার কারণ দেখিয়ে সে বেশিক্ষণ থাকলো না। আমার কাছেও ধোঁয়াটা খুব বেশি বলে মনে হলো। গোয়িংয়ের দেয়া এই সবুজ চুরুট তার বন্ধু শুম্যাক্ সদ্য আমেরিকা থেকে নিয়ে এসেছে। চুরুটটির রং সবুজ না হলেও আমার ধারণা, এতে টান দেয়ার ফলে আমি নিজেই সবুজ হয়ে গেছি। কারণ, অর্ধেকটার সামান্য বেশি শেষ হতেই ধূমপান থামাতে বাধ্য হলাম সারাহ্‌কে চশমা আনতে বলার ছুতো খোঁজে।

বিশুদ্ধ হাওয়া সেবনের জন্যে বাগানটার চারিদিকে তিন-চার বার হাঁটলাম। ফিরে আসার সময় গোয়িং লক্ষ্য করলো আমার হাতে চুরুট নেই। সে আরেকটি চুরুট আমাকে দিতে চাইলো। আমি ভদ্রভাবে সেটি নিতে অসম্মতি জানালাম। গোয়িং তার চিরদিনের অভ্যাসবশত কিসের যেন গন্ধ শুঁকতে লাগলো। আমি বললাম, "নিশ্চয়ই তুমি আবার রঙের অভিযোগ করবে না?" সে বললো, "না, এই মুহূর্তে তা করবোনা; তবে দাঁড়াও, আমি বলছি ওটা কী। আমি পরিষ্কার একটা শুকনো পচা গন্ধ পাচ্ছি।" সচরাচর আমি কৌতুক করিনা। তবু জবাব দিলাম, "তুমি

BanglaBook.org

নিজেইতো অনেক *শুকনো পচা* কথা বলছো।" আমি হো হো করে না হেসে পারলামনা। ক্যারী বললো, হাসতে হাসতে তার দুই পাশে ব্যথা হয়ে গেছে। এর আগে আমার নিজের কোনো কথায় আমি এতো বেশি মজা পাইনি। রাত্রে দু'বার আমি ঘুম থেকে জেগে উঠেছি এবং হাসতে হাসতে বিছানা পর্যন্ত কেঁপে উঠেছে।

১৩ই এপ্রিল। একটি অসাধারণ আকস্মিক যোগাযোগ ঘটে গেল। আমাদের ড্রয়িং রুমের সোফা ও চেয়ারগুলির সবুজ রং যাতে রোদে পুড়ে নষ্ট হতে না পারে সেজন্যে ছিটকাপড় দিয়ে এদের কভার তৈরির জন্যে ক্যারী একটি মহিলাকে বাসায় নিয়ে এলো। আমি তাকে দেখেই চিনতে পারলাম, সে বহু বছর আগে ক্ল্যাপহ্যামে আমার এক বৃদ্ধা আন্টির ঘরে কাজ করতো। ভেবে অবাক হই, কতো ছোট এই পৃথিবী।

১৪ই এপ্রিল। সারাটা বিকেল আজ বাগানেই কাটিয়ে দিলাম। সকালটা শুরু হয়েছিলো একটি বইয়ের দোকানে। সেখান থেকে পাঁচ পেন্স দিয়ে *গার্ডেনিং* –এর ওপর ভালো অবস্থায় চমৎকার একটি বই কিনেছি। কিছু শক্ত বর্ষজীবি উদ্ভিদের বীজ কিনে বাগানে লাগালাম। আমার বিশ্বাস, গাছ জন্মানোর পর এখানে সজীব প্রাণবন্ত গাছের বর্ডার তৈরি হয়ে যাবে। একটি কৌতুক মনে পড়ে গেল। চিৎকার করে ক্যারীকে ডাকলাম। ক্যারী বেরিয়ে এলো, তবে চটে আছে বলে মনে হলো। আমি বললাম, "এইমাত্র আবিষ্কার করলাম, আমাদের একটি লজিং ঘর আছে।" সে বললো, "কিভাবে?" গাছের বীজ লাগানো বর্ডারগুলোকে দেখিয়ে বললাম, "*বোর্ডারগুলোকে* দ্যাখো।" ক্যারী বললো, "তুমি কি এই কথা বলতেই আমাকে ডেকেছিলে?" আমি বললাম, "অন্য কোনো সময়ে হলে আমার এই সামান্য কৌতুককে তুমি উপহাস করে উড়িয়ে দিতে।" ক্যারী বললো, "নিশ্চয়ই *অন্য কোনো সময়ে*, তবে এখন নয় যখন আমি কাজে ব্যস্ত।" সিঁড়িগুলোকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। গোয়িং বাসায় এলো। সে বললো, সিঁড়িগুলো *ঠিক আছে*, তবে এর দু'পাশের রেলিংগুলো *মোটেও ঠিক নেই*। এগুলোকে সে আরেকবার রং করার পরামর্শ দিলো। ক্যারী এতে রাজিও হয়ে গেল। আমি পাট্‌লীর কাছে গেলাম। কিন্তু ভাগ্য ভালো সে বাসায় ছিলো না। রেলিংগুলোর ব্যাপারে আর মাথা না ঘামানোর একটা ভালো ওজুহাত পাওয়া গেল। ভালো কথা, ব্যাপারটা কিন্তু বেশ হাস্যকর!

১৬ই এপ্রিল, রোববার। বিকেল ৩টায় কামিংস ও গোয়িং বাসায় এলো। সঙ্গে স্টিল্‌ব্রুক্ নামের একজন বন্ধুকে নিয়ে এলো। উদ্দেশ্য, আমরা হ্যাম্‌স্টেড্ ও ফিঞ্চলীর ওপর দিয়ে দীর্ঘ পথ পায়ে হেঁটে অতিক্রম করবো। আমরা একসঙ্গে কথা বলতে বলতে হাঁটতে লাগলাম, শুধুমাত্র স্টিল্‌ব্রুক্ ছাড়া। সে সবসময় আমাদের কয়েক গজ পেছনে মাটির দিকে তাকিয়ে ছড়ি দিয়ে ঘাসের ওপর আঘাত করতে করতে হেঁটে আসতে লাগলো।

BanglaBook.org

যেহেতু ঘড়িতে তখন পাঁচটা বাজতে যাচ্ছে, আমরা চারজন মিলে পরামর্শ করলাম। গোয়িং প্রস্তাব দিলো, আমরা 'কাউ এ্যাণ্ড হেজ্'-এ গিয়ে চা খেতে পারি। ষ্টিল্‌ব্রুক্ বললো, ওর জন্যে ব্র্যাণ্ডি আর সোডা হলেই চলবে। আমি সবাইকে মনে করিয়ে দিলাম, সন্ধ্যে ছ'টা নাগাদ সব পানশালা বন্ধ হয়ে যায়। ষ্টিল্‌ব্রুক্ বললো, "ওটা কোনো সমস্যা নয়, *খাঁটি* ভ্রমণকারীরা।"

আমরা এসে পৌঁছে গেলাম। গেট দিয়ে ঢোকার চেষ্টা করতেই গেটের দায়িত্বে নিয়োজিত লোকটি আমাকে জিজ্ঞেস করলো, "কোথা থেকে আসছেন?" আমি জবাব দিলাম, "হলোওয়ে থেকে।" সে সঙ্গে সঙ্গে হাত তুলে আমাকে ঢুকতে নিষেধ করলো। কিছুক্ষণের জন্যে আমি পেছন ফিরে তাকালাম। দেখলাম, ষ্টিল্‌ব্রুক্ ও তার পিছে পিছে কামিংস্ ও গোয়িং গেট দিয়ে ঢুকতে যাচ্ছে। ওদেরকে ভালো করে দেখলাম এবং মনে মনে ভাবলাম, ওদেরকে ঢুকতে নিষেধ করা হলে বেশ উপহাস করা যাবে। দারোয়ানকে ওদের উদ্দেশ্যে বলতে শুনলাম, "কোথা থেকে আসছেন?" ষ্টিল্‌ব্রুক্ জবাব দিলো, "ব্ল্যাকহীথ্ থেকে।" শুনে অবাক হলাম, বিরক্তও হলাম খুব। তিনজনকে সঙ্গে সঙ্গেই ঢুকতে দেয়া হলো।

ষ্টিল্‌ব্রুক্ সবার পেছনে পড়ে আছে। আমরা পাহাড়ে উঠছি।

গোয়িং গেটের ওপাশ থেকে আমাকে ডাক দিয়ে বললো, "আমরা এক মিনিটের মধ্যেই ফিরে আসছি।" আমি পুরো একটি ঘন্টাই প্রায় ওদের জন্যে অপেক্ষা করলাম। যখন তারা বেরিয়ে এলো, তাদের সবাইকেই দারুণ উৎফুল্ল দেখাচ্ছিলো। ওদের ভেতর একমাত্র ষ্টিল্‌ব্রুক্‌ই অপরাধ স্বীকার করার খানিকটা চেষ্টা করলো। সে আমাকে বললো, "কী নির্দয়ের মতো আমরা তোমাকে এতোক্ষণ দাঁড় করিয়ে রেখেছি। আসলে আমরা আরেকদফা সোডা-ব্র্যাণ্ডি পান করাতেই দেরিটা হয়ে গেল।" আমি নীরবে বাসায় ফিরে এলাম। আসার সময় ওদের কারো সঙ্গে কোনো কথা বলতে পারিনি। সারাটা সন্ধ্যে খুব একঘেয়ে মনে হলো। তবে ক্যারীকে এ বিষয়ে কিছু না বলাই যুক্তিযুক্ত বলে আমি মনে করলাম।

BanglaBook.org

১৬ই এপ্রিল। অফিসের কাজ শেষে বাগানে কাজ করতে লেগে গেলাম। যখন সন্ধ্যে হয়ে এলো, 'কাউ এ্যান্ড হেজ্'-এ গতকালের দুঃসাহসিক অভিযানের কথা উল্লেখ করে কামিংস্ ও গোয়িংয়ের কাছে আমি চিঠি লিখলাম (আশ্চর্যের বিষয়, এখন পর্যন্ত ওরা কেউই আমাদের বাসায় আসেনি, সম্ভবত লজ্জায়)। পরক্ষণেই স্থির করলাম, এই মুহূর্তে কোনো চিঠি লিখবোনা।

আমরা পাহাড় বেয়ে নিচে নামছি।

১৭ই এপ্রিল। ভাবলাম, গত রোববারের ঘটনা নিয়ে গোয়িং ও কামিংস্কে স্নেহভরে ছোট্ট একটি চিরকুট লিখবো এবং ষ্টিল্ব্রুকের ব্যাপারে তাদের সতর্ক করে দেবো। পরক্ষণেই বিষয়টি নিয়ে একটু চিন্তা করে চিঠিটা ছিঁড়ে ফেললাম এবং সিদ্ধান্ত নিলাম, এ ব্যাপারে কোনো চিঠিই আর *লিখবোনা* বরং চুপেচাপে ওদের সঙ্গে *কথা বলবো*। হঠাৎ কামিংসের একটি কড়া চিঠি পেয়ে হতবাক হয়ে গেলাম। রোববার কারো সঙ্গে কোনো কথা না বলে নীরবে আমার বাসায় ফিরে আসার ঘটনা উল্লেখ করে সে লিখেছে, সে নিজে এবং গোয়িং উভয়েই *আমার* (মনে রাখবেন **আমার**) এই অস্বাভাবিক আচরণের কারণ জানার জন্যে অপেক্ষা করে রয়েছে। অবশেষে আমি লিখলাম, "আমি ভেবেছিলাম, কেবলমাত্র আমারই ক্ষোভ রয়েছে। কিন্তু যেহেতু আমি তোমাদেরকে খুব সহজেই ক্ষমা করে দিতে পারি, তাই তোমাদের নিজেদেরই ক্ষোভ রয়েছে ভেবে তোমাদের উচিত আমাকে ক্ষমা করে দেয়া।" এই কথাগুলো হুবহু আমার ডায়েরিতে উঠিয়ে নিলাম। কারণ, আমার মনে হয়, এগুলো আমার লেখা সবচেয়ে উপযুক্ত ও চিন্তাপূর্ণ কথাগুলোর অন্যতম। চিঠিটি ডাকে পাঠিয়ে দিলাম। কিন্তু নিজের অন্তরে উপলব্ধি করলাম, প্রকৃতপক্ষে আমি যেন নিজে অপমানিত হয়ে নিজেই ক্ষমা চাচ্ছি।

BanglaBook.org

১৮ই এপ্রিল। আমার ঠাণ্ডা লেগেছে। অফিসে সারাটা দিন হাঁচি দিয়েই কাটিয়েছি। সন্ধ্যেয় সর্দিটা অসহনীয় মনে হলে সারাহ্‌কে এক বোতল কিনাহান আনতে বাইরে পাঠালাম। এরপর আর্মচেয়ারে বসে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। হঠাৎ শিউরে উঠে ঘুম ভেঙ্গে গেল। সামনের দরজায় সজোরে আঘাত করার শব্দে চমকিয়ে উঠলাম। ক্যারী ভীষণ ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠলো। সারাহ্‌ তখনো বাসায় ফেরেনি। তাই নিজেই ওপরে গিয়ে দরজা খুললাম। দরজা খুলতেই দেখি, ও আর কেউ নয়, কামিংস্‌। মনে পড়লো, মুদি দোকানের ছেলেটি আবারও পাশের কলিং বেলটি ভেঙ্গে দিয়ে গেছে। কামিংস্‌ আমার হাতটি চেপে ধরে বললো, "এইমাত্র আমি গোয়িংকে দেখলাম। ঠিক আছে, এব্যাপারে তোমাকে আর কিছু বলতে হবেনা।" আমি অপরাধ স্বীকার করে নিয়েছি বলে ওরা দু'জনেই যে ধারণা করছে, এতে আর কোনো সন্দেহই রইলোনা।

পার্লারে বসে কামিংসের সঙ্গে যখন ডমিনোজ্‌ খেলছিলাম, তখন সে আমাকে বললো, "ভালো কথা, তুমি কি মদ বা স্পিরিট কিছু কিনতে চাও? আমার কাজিন মার্টন চার বছর ধরে মদের ব্যবসা করছে, সম্প্রতি এ ব্যবসায় সে খুব নাম করেছে। ওর কাছে চমৎকার হুইস্কি আছে, আটত্রিশ শিলিং দরে। তুমি চাইলে এ সময় কয়েক ডজন কিনে জমিয়ে রাখতে পারো।" আমি বললাম, আমার মদের ভান্ডারটি এতো ছোট যে একেবারে ভর্তি হয়ে রয়েছে। ঠিক সেই মুহূর্তে এক বোতল হুইস্কি নিয়ে সারাহ্‌ ঘরে ঢুকলো। আমি আতঙ্কে লাফ দিয়ে উঠলাম। ময়লা এক টুকরো খবরের কাগজে মোড়ানো হুইস্কির বোতলটি আমাদের সামনে টেবিলের ওপর রেখে সে বললো, "স্যার, দোকানদার বলেছে, ওর কাছে আর কিনাহান নেই, তবে দুই শিলিং ছয় পেন্স দামের এটা আপনার খুব ভালো লাগবে। খালি বোতল ফেরৎ দিলে দুই পেন্স ফেরতও পাওয়া যাবে। স্যার, আপনি চাইলে আরও সাদা মদ নিতে পারেন। ওর কাছে এক শিলিং তিন পেন্স দামের বেশ কিছু আছে, একেবারে বাদামের মতো ড্রাই।"

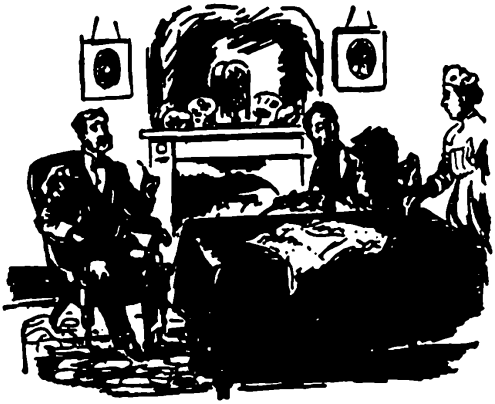

স্যার, দোকানদার বলেছে, ওর কাছে আর কিনাহান নেই, তবে দুই শিলিং ছয় পেন্স দামের এটা আপনার খুব ভালো লাগবে।

সমাজ সম্পর্কে মিঃ মার্টনের সঙ্গে কথোপকথন হলো। সাটন থেকে মিষ্টার ও মিসেস জেম্‌স বেড়াতে এলেন। ট্যাংক থিয়েটারে একটি কষ্টদায়ক সন্ধ্যে পার করতে হলো। এনামেল পেইন্ট নিয়ে আমার পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলতে লাগলো। আমি আরেকটি মজার কৌতুক শোনালাম, কিন্তু এতে গোয়িং ও কামিংস্ বিনাকারণে মনক্ষুণ্ন হলো। বাথ-টবের ওপর আমি লাল রং করলাম, যার ফল হলো অপ্রত্যাশিত।

অধ্যায়-৩

১৯শে এপ্রিল। আজ কামিংস্ এসেছিলো। সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলো তার বন্ধু মার্টনকে, যিনি মদের ব্যবসা করছেন। গোয়িংও এসেছিলো। মিঃ মার্টন খুব তাড়াতাড়ি আমাদের সঙ্গে মিশে গিয়ে আমাদেরই একজন হয়ে গেলেন। ক্যারী ও আমি উভয়েই তাঁর ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে তাঁর আবেগ-অনুভূতির সঙ্গে পুরোপুরি একাত্ম হয়ে গেলাম।

মিঃ মার্টন চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে বললেন, "আমি যেরকম, ঠিক সেভাবেই আপনারা আমাকে দেখবেন।" আমি জবাব দিলাম, "হ্যাঁ, এবং আমরা যেরকম, আপনিও ঠিক সেভাবেই আমাদের দেখবেন। আমরা মিশুক প্রকৃতির লোক, অহঙ্কারী নই।"

তিনি জবাব দিলেন, "না, তা আমি দেখতেই পাচ্ছি।" গোয়িং হো হো করে হেসে উঠলো। কিন্তু মার্টন অত্যন্ত ভদ্রভাবে গোয়িংকে বললেন, "আমার মনে হচ্ছেনা আপনি ঠিকমতো আমার কথা বুঝতে পেরেছেন। আমি এটাই বলতে চেয়েছি যে, আমরা আজ যাঁদের আতিথেয়তা গ্রহণ করেছি সেই চমৎকার দু'জন মানুষ ফ্যাশনের মূর্খতাপূর্ণ জীবনের অনেক উর্দ্ধে থেকে, আয়-বহির্ভূত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের পিছে ছুটোছুটি পরিহার করে কতো সহজ-সরল রুচিশীল জীবনযাপন করছেন।"

মার্টনের এই সুচিন্তিত মন্তব্য শুনে আমি খুব খুশি হলাম। তাঁকে বললাম "না, সত্যি বলছি মিঃ মার্টন, আমরা শৌখিন সমাজের সাথে মিশিনা। কারণ, আমরা এর ধার ধারিনা। বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদিতে যাতায়াতের জন্যে গাড়ি ভাড়া, সাদা গ্লাভস্, সাদা টাই, ইত্যাদিকে আমরা অর্থহীন বলেই মনে করি।" এই কথা বলেই আমি বিষয়টির ওপর আলোচনার পরিসমাপ্তি ঘটালাম।

বন্ধু-বান্ধব প্রসঙ্গে মার্টন বললেন, "আমার নীতি হচ্ছে 'অল্প ও প্রকৃত'। ভালো কথা, মদের ব্যাপারেও কিন্তু আমার ঐ একই নীতি 'সামান্য ও ভালো'।" গোয়িং বললো, "হ্যাঁ, শুধু তাই নয়, কখনো কখনো 'সস্তা ও সুস্বাদু', তাইনা, বন্ধু?" মার্টন

BanglaBook.org

তখনো বলেই চলেছেন। তিনি বললেন, তাঁর উচিত আমাকে বন্ধু হিসেবে গণ্য করা এবং তাঁর ডজন খানেক 'লকানবার' হুইস্কির গ্রাহক হিসেবে তাঁর খাতায় আমার নাম লিপিবদ্ধ করা। যেহেতু আমি গোয়িংয়ের একজন পুরনো বন্ধু, তাই তিনি ৩৬ শিলিং দরে এই হুইস্কি আমাকে দিতে চান, যা তাঁর কেনা-দামের তুলনায় অনেক কম।

তিনি নিজের জন্যেও এই হুইস্কির অর্ডার বুক করেছেন বলে জানালেন। আরও বললেন,কখনো কোনো থিয়েটারের পাশের প্রয়োজন হলে আমি যেন তাঁকে জানাই, যেহেতু লন্ডনের যেকোনো থিয়েটারে তাঁর নাম খুবই প্রসিদ্ধ।

২০ শে এপ্রিল। ক্যারী আমাকে স্মরণ করিয়ে দিলো, যেহেতু তার পুরনো স্কুলের বান্ধবী এ্যানি ফুলারস্ (বর্তমানে মিসেস জেম্‌স) ও তাঁর স্বামী কয়েকদিনের জন্যে সাটন থেকে বেড়াতে এসেছেন, কাজেই তাঁদেরকে থিয়েটারে নিয়ে যাওয়া হলে খুবই ভালো হয়। সেই সঙ্গে মিঃ মার্টনকে ইটালিয়ান অপেরা, হেইমার্কেট, স্যাভয় অথবা লাইসিয়ামের চারটি পাশ পাঠানোর অনুরোধ জানিয়ে একখানি চিঠি লেখার কথাও সে আমাকে মনে করিয়ে দিলো। আমি মার্টনকে এ ব্যাপারে চিঠি দিলাম।

২১ শে এপ্রিল। মার্টনের কাছ থেকে চিঠির জবাব পেলাম। তিনি লিখেছেন, তিনি খুব ব্যস্ত থাকায় ইটালিয়ান অপেরা, হেইমার্কেট, স্যাভয় কিংবা লাইসিয়ামের পাশ তিনি যোগাড় করতে পারেননি। তবে লন্ডনে সবার সেরা নাটক *দ্য ব্রাউন বুশেস্* যে থিয়েটারে চলছে, সেই ইজলিংটনের ট্যাংক থিয়েটারের চারটি টিকেট এবং হুইস্কির বিল এই চিঠির সঙ্গে তিনি পাঠাচ্ছেন।

২৩ শে এপ্রিল। মিঃ ও মিসেস জেম্‌স (পূর্বে যিনি মিস ফুলার নামে পরিচিত ছিলেন) চা-নাস্তা খাওয়া শেষ করতেই আমরা সোজা ট্যাংক থিয়েটারের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। আমরা একটি বাস ধরলাম, যেটি আমাদেরকে কিংস্ ক্রসে নিয়ে এলো। এরপর বাস বদল করে আমরা 'এ্যাঞ্জেল'-এ এসে পৌছুলাম। প্রত্যেকবার মিঃ জেম্‌স জোর করে সবার বাসভাড়া দিলেন। তিনি বললেন, আমি যে থিয়েটারের টিকেটগুলোর দাম পরিশোধ করেছি, এটাই তো যথেষ্ট হয়েছে।

আমরা থিয়েটারে এসে পৌছুলাম। অবাক হয়ে দেখলাম, কেবলমাত্র বুড়ি হাতে একজন বৃদ্ধা ছাড়া বাসের সব যাত্রীই থিয়েটারে যাচ্ছে। আমি সামনে গিয়ে টিকেটগুলো দেখালাম। লোকটি টিকেটগুলো হাতে নিয়ে ওগুলোর দিকে তাকিয়ে হাত উঁচু করে ধরে চিৎকার করে বলে উঠলো, "মিঃ উইলোবি। আপনি কি এগুলোর ব্যাপারে কিছু জানেন?" ভদ্রলোক এগিয়ে এসে টিকেটগুলো পরীক্ষা করে আমাকে বললো, "এগুলো আপনাকে কে দিয়েছে?" আমি ঘৃণামিশ্রিত রাগে জবাব দিলাম, "মিঃ মার্টন।" সে বললো, "মিঃ মার্টন?" আমি পাল্টা জবাব দিলাম, "আপনার তো চেনার কথা। তার নাম লন্ডনের যেকোনো থিয়েটারেই সবাই জানে।" সে জবাব দিলো, "ও তাই নাকি? কিন্তু এখানে তো কেউ তাকে চেনেনা। এই টিকেটগুলোতে

BanglaBook.org

কোনো তারিখ বসানো নেই। এগুলো মিঃ সুইন্‌ষ্টেডের আমলে ইস্যু করা হয়েছে। সম্প্রতি এর মালিকানার হাত-বদল হয়েছে।" লোকটির সঙ্গে যখন আমার অপ্রীতিকর কথাবার্তা চলছে, ঠিক তখনই দোতলার ওপর থেকে জেম্‌স চিৎকার করে আমাকে ডাক দিলেন, "ওপরে আসুন।" জেম্‌স মহিলাদের নিয়ে এরই মধ্যে দোতলায় চলে গেছেন। আমিও ওদের পিছে পিছে ওপরে গেলাম। একজন অত্যন্ত ভদ্র এ্যাটেনডেন্ট্ বললো, "দয়া করে এদিকে যান, এদিকেই বক্স 'এইচ্'।" আমি জেম্‌সকে বললাম, "কেন? কিভাবে এই অসাধ্য সাধন করলেন?" এর জবাবে যে কথাটি শুনতে হবে বলে আমি ভয় পাচ্ছিলাম, তিনি সেটিই বললেন, "কেন, আমি কিনেছি।"

ব্যাপারটা খুবই অপমানজনক। আমি নাটকের দিকে মোটেও মনোনিবেশ করতে পারলাম না। কিন্তু ভাগ্যে যে আরও অপমান লেখা ছিলো, তখনো তা বুঝিনি। আমি বক্সের বাইরের দিকে ঝোঁকার চেষ্টা করছি, এমন সময় আমার গলার ছোট্ট কালো রঙের বো-টাইখানি শার্টের কলারের ঘুন্টির সঙ্গে আটকিয়ে গিয়ে নিচের তলার দর্শকদের বসার জায়গায় পড়ে গেল। একজন কদাকার ধরনের লোক কোনোকিছু না দেখেই সেটির ওপর পা রাখলো এবং যতোক্ষণ না তার চোখে পড়লো, পা দিয়ে সে চেপে ধরেই রইলো। হঠাৎ চোখ পড়তেই হাত দিয়ে সে টাইটিকে উঠিয়ে নিলো এবং সবশেষে ঘৃণাভরে পরবর্তী সিটের তলায় ছুঁড়ে মারলো। সাটনের মিঃ জেম্‌স খুব ভালো মানুষ। তিনি বললেন, "চিন্তা করবেন না, আপনার দাড়ির কারণে কেউ ওটা লক্ষ্যই করবে না। দাড়ি রাখার এই একটাই সুবিধে আমি দেখতে পাচ্ছি।" এ ধরনের মন্তব্য করার উপযুক্ত কোনো ঘটনাই ঘটেনি। কারণ, ক্যারী আমার দাড়ি নিয়ে খুব গর্ব করে।

সেদিন পুরোটা সন্ধ্যেই টাইয়ের অনুপস্থিতিকে আড়াল করতে আমাকে থুতনি নামিয়ে রাখতে হয়েছে। এতে ঘাড়ের পেছনদিকটায় ব্যথা হয়ে গেছে।

২৪ শে এপ্রিল। একটি মুহূর্তের জন্যেও চোখে ঘুম এলোনা। শুয়ে শুয়ে শুধু ভাবতেই লাগলাম, মিঃ ও মিসেস জেম্‌সকে গ্রাম থেকে নিয়ে এসে গতরাতে থিয়েটারে নিয়ে গিয়েছিলাম। আমাদের টিকেটগুলো গ্রহণযোগ্য না হওয়ায় মিঃ জেম্‌সকে বক্সের টিকেট কাটতে হয়েছে। ওদিকে নাটকটাও ভালো হয়নি। আমি মদের ব্যবসায়ী মার্টনকে খুব ব্যঙ্গাত্মক একটি চিঠি লিখলাম। সে-ই আমাদেরকে থিয়েটারে যাওয়ার অচল টিকেটগুলো দিয়েছিলো। তাকে লিখলাম, "যেহেতু আমাদেরকে *পয়সা দিয়ে* টিকেট কাটতে হয়েছিলো, তাই আমরা *যথাসাধ্য* চেষ্টা করেছি নাটকটির প্রশংসা করতে।" লেখার পর মনে হলো, কথাগুলো বেশ মর্মস্পর্শীই হয়েছে। ইংরেজিতে লিখতে গিয়ে প্রশংসা করার প্রতিশব্দ হিসেবে যে appreciate শব্দটি ব্যবহার করেছি, এতে কয়টি 'পি' রয়েছে ক্যারীকে জিজ্ঞেস করতেই সে জবাব দিলো, "একটি।" চিঠিটি পাঠানোর পর ডিক্‌শনারি খুলে দেখতে পেলাম, প্রকৃতপক্ষে 'পি' রয়েছে দু'টি। এতে ভীষণ বিরক্ত হলাম।

BanglaBook.org

সিদ্ধান্ত নিলাম, জেম্‌স পরিবারকে নিয়ে আর দুশ্চিন্তা করবো না। কারণ, ক্যারী বিচক্ষণতার সাথে বললো, "আমরা সব ঠিক করে ফেলবো। আগামী সপ্তাহে কোনো এক সন্ধ্যেয় বেইজিক্-এ নাটক দেখার জন্যে ওদেরকে সাটন থেকে আমন্ত্রণ জানালেই সব ঠিক হয়ে যাবে।"

২৫ শে এপ্রিল। ব্রিক্‌ওয়েল আমাকে বললো, তার স্ত্রী অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে পিংক্‌ফোর্ডের জন্যে নতুন একটি এনামেল পেইন্ট তৈরি করেছে। কথাটি শুনে আমি ঠিক করলাম, একবার পরীক্ষা করে দেখা দরকার। বাসায় ফেরার পথে দুই কৌটা লাল রং কিনে নিলাম। দ্রুত চা-পর্ব শেষ করে বাগানে গেলাম। কয়েকটি ফুলের টব রং করলাম। চিৎকার করে ক্যারীকে ডাকলাম। কাছে এসে সে বললো, "সবসময় একটা-না-একটা নতুন বিষয় নিয়ে তোমার পাগলামি আর গেলনা।" তবে সে স্বীকার করতে বাধ্য হলো, ফুলের টবগুলোকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। ওপরের তলায় কাজের মেয়ের শোবার ঘরে গিয়ে তার হাত-মুখ ধোয়ার স্ট্যান্ড, কাঠের আলনা এবং চেষ্ট অব ড্রয়ার রং করলাম। আমার মতে ওগুলোর অসাধারণ শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে। কিন্তু নিম্নশ্রেণীর মানুষদের সঠিক রুচিবোধের অভাবেই বোধ করি আমাদের কাজের মেয়ে সারাহ্ ওগুলো দেখে খুশি হতে পারলো না। সে শুধু বললো, "আমি ভেবেছিলাম, ওগুলো নিশ্চয়ই আগের মতোই সুন্দর দেখাচ্ছে।"

২৬শে এপ্রিল। আরও কিছু লাল এনামেল পেইন্ট কিনলাম। আমার মতে, লাল রং-ই সবচেয়ে ভালো রং। কয়লার ঝুড়িটা এবং *শেক্‌সপীয়ারের* বাঁধানো ছবিটার পেছনদিকটা রং করলাম। ছবিটার বাইন্ডিং ঘুণে ধরে একেবারেই নষ্ট হয়ে গেছে।

২৭শে এপ্রিল। বাথ-টবটি লাল রং করলাম। সুন্দর লাগছে দেখে আনন্দিত হলাম। তবে দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে, ক্যারী মোটেও খুশি হলো না। এব্যাপারে তার সঙ্গে আমার কিছু কথা কাটাকাটি হয়ে গেল। সে বললো, রং করার আগে অবশ্যই তার সঙ্গে আমার আলাপ করা উচিত ছিলো। সে আরও বললো, বাথ-টবকে লাল রং করার কথা সে জীবনে কোনোদিন শোনেনি। আমি জবাব দিলাম, "এটা কেবলই রুচির ব্যাপার।"

ভাগ্য ভালো, এ ব্যাপারে তর্কের এখানেই পরিসমাপ্তি ঘটে গেল একটি কণ্ঠস্বর শুনে, "ভেতরে আসতে পারি?" ও আর কেউ নয়, কামিংস্। ভেতরে ঢুকেই সে বললো, "তোমাদের কাজের মেয়ে দরজা খুলে দিয়েছে। ও নিজা মোজা নিংড়াচ্ছে, তাই আমাকে সঙ্গে করে ভেতরে নিয়ে আসতে পারেনি, এজন্যে আমার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছে।" ওকে দেখে আনন্দিত হলাম এবং বললাম, আমরা এখন একজনকে ডামি বানিয়ে হুইস্ট্ খেলা খেলতে পারি। একটু মজা করে বললাম, "*তুমিই* সেই ডামি হতে পারো।" কামিংস্ (আমার কাছে মনে হলো, বেশ বদমেজাজের সঙ্গে) জবাব দিলো, "আবারও সেই তামাশা?" সে জানালো, সে

BanglaBook.org

থাকতে পারবে না: শুধুমাত্র *বাইসাইকেল নিউজ* পত্রিকাটি তার পড়া শেষ হওয়ায় আমাকে সেটি দেয়ার জন্যে সে বাসায় এসেছে।

কাজের মেয়ের শোবার ঘরে গিয়ে তার হাত-মুখ ধোয়ার স্ট্যান্ডখানি আমি রং করলাম

আবার কলিং বেল বেজে উঠলো এবার এলো গোয়িং এসেই সে বললো, তার এতো ঘনঘন আসার অপরাধ সে স্বীকার করছে এবং *আমাদেরকে* খুব সহসা একদিন *তার বাসায়* বেড়াতে যেতে হবে আমি বললাম, "একটা খুব অসাধারণ জিনিস আমার মাথায় এসেছে।" "যথারীতি কিছু একটা হাসির, বললো কামিংস্। "হ্যাঁ," আমি জবাব দিলাম, "আমার ধারণা, এবার *তুমিও* একই কথা বলবে। ব্যাপারটা তোমাদের দু'জনকে নিয়েই। এটা কি খারাপ দেখাচ্ছে না যে, গোয়িং সবসময় শুধু *আসছে* আর কামিংস্ সবসময় শুধু *যাচ্ছে?*" ক্যারী ততোক্ষণে বাথ-টবের প্রসঙ্গ ভুলে গেছে। এই কথা শুনে সে উচ্চ হাসিতে ফেটে পড়লো আর আমি নিজেও হাসতে হাসতে চেয়ারের পেছনে এমনভাবে চাপ দিলাম যে চেয়ারের পেছনটা ফেটে গেল। আমার বিশ্বাস, এটা ছিলো আমার জীবনের সেরা কৌতুকগুলোর একটি।

কামিংস্ ও গোয়িং উভয়েই একেবারে চুপ হয়ে গেল কারো মুখে হাসির রেশ পর্যন্ত নেই। একবার ভাবুন তো, এ অবস্থায় ওদের দেখে আমি কতোখানি বিস্মিত

BanglaBook.org

হতে পারি। একটি অস্বস্তিকর বিরতির পর কামিংস্ তার চুরুটের বাক্সের খোলা ঢাকনাটা লাগিয়ে আমাকে বললো, "হ্যাঁ, আমার মনে হয় এরপর আমাকে যেতে হবে। আমি দুঃখিত, তোমার কৌতুকের ভেতর কোনো মজাই আমি খুঁজে পেলামনা।" গোয়িং বললো, কোনো কৌতুকই তার কাছে খারাপ লাগেনা যদি তা অমার্জিত না হয়। তবে, তার মতে, কারো নাম নিয়ে রসিকতা করা নিশ্চয়ই খানিকটা রুচিবোধের অভাব ঘটলেই কেবল সম্ভব। কামিংস্ তাকে অনুসরণ করে বললো, আমি ছাড়া আর কেউ এ কথা বললে সে আর কোনোদিন এ বাড়িতেই ঢুকতোনা। এইসব অপ্রীতিকর কথা-বার্তা আজকের মনোরম সন্ধ্যেটাকেই মাটি করে দিলো। যাই হোক, তারা চলে যাওয়ার পরেও অবস্থা একই থেকে গেল। কারণ, ঠিকা-ঝি শুকরের ঠান্ডা হয়ে-যাওয়া মাংসের অবশিষ্টাংশ খেয়ে সাবাড় করে ফেলেছে।

২৮শে এপ্রিল। অফিসে পিট্ নামের যে নতুন এবং তরুণ কেরানিটি সপ্তাহ খানেক আগে আমার সঙ্গে ধৃষ্টতাপূর্ণ আচরণ করেছিল, আজ আবার সে দেরি করে অফিসে এসেছে। আমি তাকে বললাম, এটা বড়োসাহেব মিঃ পার্কাপ্‌কে জানানো আমার কর্তব্য। আমি অবাক হলাম, পিট্ অত্যন্ত বিনীত ও ভদ্রভাবে তার অপরাধের জন্যে দুঃখপ্রকাশ করলো। আমার প্রতি তার ব্যবহারের এই উন্নতি দেখে আমি অকপটে খুশি হলাম এবং তাকে বললাম, আবারও দেরি করে অফিসে আসো কিনা আমি কিন্তু লক্ষ্য রাখবো। ঘন্টাখানেক পর আমি যখন এক রুম থেকে অন্য রুমে যাচ্ছিলাম, ঠিক তখনই শক্ত ফুলস্ক্যাপ কাগজের একটি রোল ক্ষিপ্রগতিতে গড়াতে গড়াতে এসে আমার মুখের ওপর সজোরে আঘাত করলো। সঙ্গে সঙ্গে আমি ঘুরে তাকালাম। কেরানিদের সবাইকে তাদের নিজ নিজ কাজে খুব ব্যস্ত মনে হলো। আমি ধনী লোক নই। তবু এটা নিছক একটি দুর্ঘটনা, নাকি কেউ ইচ্ছে করে আমার দিকে কাগজের রোলটি ছুঁড়ে দিয়েছে, তা উদ্ঘাটন করতে আমি অর্ধেক রাজত্ব পর্যন্ত দিতে পারি। আজ সকাল-সকাল বাসায় ফিরে এলাম। আসার পথে আরও কিছু এনামেল পেইন্ট কিনলাম, তবে এবার নিলাম কালো রং। সারাটা সন্ধ্যে কাটিয়ে দিলাম রং করে। উনুনের চারপাশের ধাতব ঘের, ছবির ফ্রেম ও একজোড়া পুরনো বুটজুতো রং করলাম। ওগুলো নতুনের মতো দেখাচ্ছে। গোয়িংয়ের ফেলে-যাওয়া ছড়িটিও রং করলাম, যাতে ওটাকে দেখে কালো আবলুস কাঠের তৈরি বলে মনে হয়।

২৯শে এপ্রিল, রোববার। সকালে ঘুম থেকে উঠতেই দেখি মাথায় প্রচণ্ড ব্যথা, ঠান্ডা লাগার সুস্পষ্ট লক্ষণ। ক্যারী তার স্বভাব-সুলভ ব্যঙ্গ করে বললো, এ রোগের নাম 'রংমিস্ত্রির পেটব্যথা' এবং এটা হয়েছে গত কয়েকদিনযাবৎ রঙের কৌটার ওপর আমার নাক রাখার কারণে। আমি তাকে দৃঢ়তার সাথে বললাম, তার চেয়ে আমি অনেক ভালো জানি আমার কী হয়েছে। শীতে শরীরে কাঁপনি দিচ্ছে।

BanglaBook.org

তাই ঠিক করলাম, গরম পানিতে গোসল করবো। যতোখানি গরম সহ্য করতে পারি। বাথ-টবে গোসলের পানি প্রস্তুত। এতো গরম হবে ধারণাও করিনি। মনোযোগটাকে স্থির রেখে আমি পানিতে নামলাম। খুব গরম, তবে সহ্য করার মতো। আমি স্থির হয়ে কিছুক্ষণ শুয়ে থাকলাম। অতঃপর পানির ওপরে হাত ওঠাতেই ভয়ে আঁতকে উঠলাম। আমার সারা জীবনে এতো ভয় আর কোনোদিন আমি পাইনি। আমার মনে হলো, পুরো হাতটিই যেন রক্তমাখা। ভাবুনতো, আমার জন্যে কী সাংঘাতিক ভয়ের ব্যাপার! প্রথমেই চিন্তা করলাম, আমার কোনো শিরা বোধহয় ছিঁড়ে গেছে এবং এভাবে রক্তক্ষরণের ফলে আমি নিশ্চয়ই মরে যাবো। পরে কেউ আমাকে খুঁজে পাবে মৃতাবস্থায়, ঠিক যেমনটি দেখেছি মাদাম তুসাউদের কাহিনীতে দ্বিতীয় মরতের বেলায়। এরপর চিন্তা করলাম, কলিং বেল্ বাজাবো। কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়লো, কোনো কলিং বেলই নেই বাজানোর মতো। সবশেষে চিন্তা করলাম, এটা এনামেল পেইন্ট ছাড়া আর কিছু নয়, যা ফুটন্ত পানির সঙ্গে গলে মিশে গেছে। বাথ-টব থেকে বেরিয়ে এলাম। সারা শরীর একেবারে লাল, যেন ঈস্ট্-এন্ডের একটি থিয়েটারে আমার দেখা রেড্ ইন্ডিয়ানদের মতো। আমি ঠিক করলাম, ক্যারীকে এ ব্যাপারে কিছুই বলবো না: তবে ফার্মার্সনকে বলবো, সোমবার সে যেন এসে বাথ্-টবটিকে সাদা রং করে দেয়

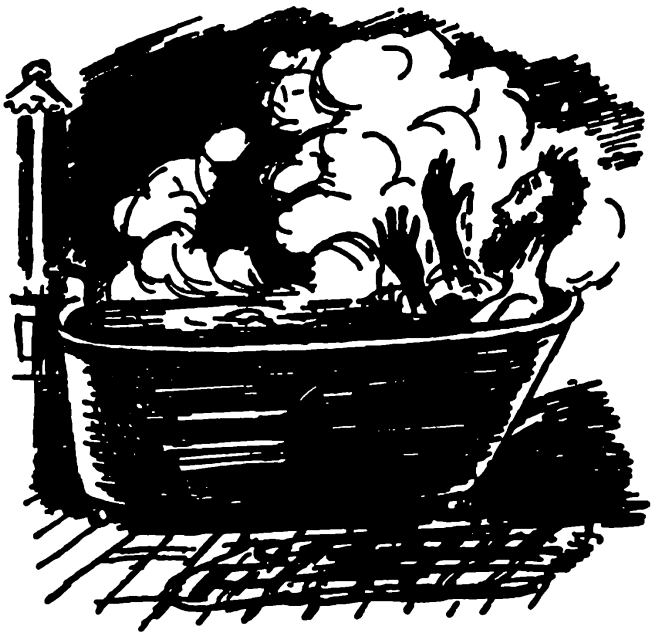

আমাকে দেখে মনে হচ্ছিলো মাদাম তুসাউদের মরত যেন বাথ-টবে।

ম্যানসন হাউসে বল নাচ।

অধ্যায়-৪

৩০ শে এপ্রিল। লর্ড এবং লেডি মেয়রের কাছ থেকে ম্যানসন হাউসে যাওয়ার আমন্ত্রণ পেয়ে আমি এবং ক্যারী বিস্ময়ে একেবারে অভিভূত হয়ে গেলাম। আমন্ত্রণলিপিতে বলা হয়েছে, 'ব্যবসা-বাণিজ্য মহলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ'-এর জন্যেই আমাদের দু'জনকে এই আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। স্কুলের ছাত্রের মতো আমার হৃৎকম্পন শুরু হয়ে গেল। আমি এবং ক্যারী দু'-তিন বারেরও বেশি আমন্ত্রণলিপিখানি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পড়লাম। সকালের নাস্তা বলতে গেলে আমার খাওয়াই হলোনা। আমি অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে উপলব্ধি করে ক্যারীকে বললাম, "ক্যারী ডার্লিং, আমাদের বিয়ের দিনে যখন গির্জার ভেতরের সরু পথ ধরে তোমার আগে-আগে আমি হাঁটছিলাম, তখন নিজেকে বড়োই গর্বিত বলে মনে হচ্ছিলো। সেই গর্বের তুলনায় বেশি না হলেও সমান গর্ব আমি অনুভব করবো যখন আমি আমার প্রিয়তমা সুন্দরী স্ত্রীকে নিয়ে তার আগে-আগে হেঁটে যাবো ম্যানসন হাউসে লর্ড এবং লেডি মেয়রের কাছে।" লক্ষ্য করলাম, ক্যারীর চোখ অশ্রুসিক্ত। সে বললো, "চার্লি ডিয়ার, *আমারই* উচিত তোমাকে নিয়ে গর্ববোধ করা এবং আমি সত্যিই তোমাকে নিয়ে খুব গর্ববোধ করি। তুমি আমাকে সুন্দরী বলেছো। যতোদিন তোমার চোখে আমি সুন্দরী থাকবো ততোদিনই আমি সুখী। ডিয়ার চার্লি, তুমি দেখতে সুন্দর *নও*। তবে মানুষ হিসেবে তুমি *ভালো*, এবং এটাই একজন মানুষের সবচেয়ে বড়ো সৌন্দর্য।" আমি তাকে চুমু খেলাম। সে বললো, "কী ভালোই না হতো যদি ওখানে নাচের আয়োজন থাকতো। কতো বছর তোমার সঙ্গে আমার নাচা হয়নি।"

আমি বলতে পারবোনা কিসের টানে এমনটি করলাম, আমি তার কোমর পেঁচিয়ে ধরে তাকে কাছে টেনে নিলাম এবং দু'জনে মিলে বোকার মতো জংলি 'পল্‌কা' নাচ শুরু করলাম। হঠাৎ সেই মুহূর্তে সারাহ্ দাঁত বের করে হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকলো। সে বললো, "মা, দরজায় একজন লোক এসে জানতে চাচ্ছে আপনাদের ভালো কয়লা লাগবে কিনা।" খুব বিরক্ত হলাম। ম্যানসন হাউসের আমন্ত্রণলিপির একটি জবাব তৈরি করতে গিয়ে একবার জবাব তৈরি করি, পরক্ষণেই তা ছিঁড়ে ফেলি, এইভাবে সারাটা সন্ধ্যে পার করে দিলাম। সেই সঙ্গে আমাদের বাসায় না-থাকার সময়ে গোয়িং অথবা কামিংস্ কেউ এলে সারাহ্ তাকে

BanglaBook.org

কী বললে ভালো হয়, সেটা নিয়েও অনেক ভাবলাম। লর্ড মেয়রের আমন্ত্রণলিপির জবাব কিভাবে দেবো, এ ব্যাপারে মিঃ পার্কাপের সঙ্গে অবশ্যই আলাপ করতে হবে।

আমি তার কোমর পেঁচিয়ে ধরে তাকে কাছে টেনে নিলাম এবং দু'জনে মিলে বোকার মতো জংলি 'পল্‌কা' নাচ শুরু করলাম হঠাৎ সেই মুহূর্তে সারাহ্ ঘরে ঢুকলো

১লা মে। ক্যারী বললো, "আমি আমন্ত্রণলিপিটি মায়ের কাছে পাঠাতে চাই তাঁর একনজর দেখার জন্যে।" আমি তাকে এর জবাব দেয়ার পরই পাঠানোর অনুমতি দিলাম। অফিসে মিঃ পার্কাপ্‌কে গর্ব করে আমি বললাম, আমরা ম্যানসন হাউসে যাওয়ার আমন্ত্রণ পেয়েছি। আমাকে অবাক করে দিয়ে তিনি বললেন, তিনি নিজেই লর্ড মেয়রের সেক্রেটারীর কাছে আমার নাম দিয়েছিলেন। আমার মনে হলো, আমন্ত্রণের মূল্যটাই যেন এতে কমে গেল। তবুও তাঁকে ধন্যবাদ জানালাম। জবাবে তিনি আমাকে বলে দিলেন কিভাবে আমন্ত্রণলিপিটির জবাব দিতে হবে। আমার মনে হলো, জবাবটা খুবই সোজা তবে মিঃ পার্কাপ্‌ই এ ব্যাপারে সবচেয়ে ভালো জানেন।

BanglaBook.org

২রা মে। আমার কোট আর প্যান্টের কুঁচকানো দাগগুলোকে ওঠানোর জন্যে রাস্তার মোড়ের দর্জির দোকানে সেগুলো পাঠিয়ে দিলাম। গোয়িংকে বললাম সোমবার বাসায় না আসার জন্যে, যেহেতু ঐদিন আমরা ম্যানসন হাউসে যাবো। কামিংস্‌কেও একই কথা লিখে একটি চিরকুট পাঠালাম।

৩রা মে। ক্যারী সাটনে মিসেস জেম্‌সের কাছে গেল সোমবারের অনুষ্ঠানে সে কী ধরনের পোষাক পরবে সে ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করতে। আমাদের একজন ক্লার্ক স্পচের সঙ্গে ঘটনাক্রমে ম্যানসন হাউস প্রসঙ্গে আলাপ করতেই সে বিরক্তির সাথে বললো, "আমিও আমন্ত্রণ পেয়েছি, তবে মনে হয়না যাবো।" স্পচের মতো একজন অতি সাধারণ ব্যক্তি আমন্ত্রণ পেয়েছে জেনে আমার মনে হলো, আমার আমন্ত্রণ পাওয়ার মূল্যটা অনেকখানিই কমে গেছে। সন্ধ্যেয় আমি যখন বাসায় ছিলামনা, সেসময় আমার কোট আর প্যান্ট নিয়ে দর্জি বাসায় এসেছিলো। কিন্তু ইস্ত্রি করার চার্জবাবদ তাকে দেয়ার মতো একটি শিলিংও সারাহ্‌র কাছে না থাকায় কাপড়গুলো সে আবার ফিরিয়ে নিয়ে গেছে।

৪ঠা মে। ক্যারীর মা লর্ড মেয়রের আমন্ত্রণলিপিটি ফেরৎ পাঠিয়েছেন, যেটি তাঁর কাছে পাঠানো হয়েছিলো একনজর দেখার জন্যে। সঙ্গে তিনি দুঃখ প্রকাশ করেছেন এর ওপর মদের গ্লাস উল্টিয়ে দাগ লেগে যাওয়ার কারণে। আমি রাগে কোনো কথাই বলতে পারিনি।

৬ই মে। সোমবারের অনুষ্ঠানের জন্যে ছাগলের চামড়ার তৈরি হাল্কা বেগুনি রঙের একজোড়া গ্লাভ্‌স্ কিনলাম। দুটো সাদা টাইও কিনলাম, টাই-বাঁধার সময় একটি নষ্ট হয়ে গেলে অপরটি যাতে পরা যায়।

৬ই মে, রোববার। আজকের গির্জার ধর্মোপদেশ খুব নীরস ও একঘেয়ে মনে হচ্ছিলো। এই সময় কেবলই আমি ভাবছিলাম, ম্যানসন হাউসের আগামীকালের অভ্যর্থনায় আমরা আদৌ যাবো কিনা।

৭ই মে। একটি বিরাট গুরুত্বপূর্ণ দিন। আজ লর্ড মেয়রের অভ্যর্থনা। সারা ঘর তোলপাড়। আমাকে সাড়ে ছ'টার ভেতর কাপড়-পরা শেষ করতে হলো যেহেতু ক্যারী এসময় রুমটি তাকে ছেড়ে দিতে বলেছে। সাটন থেকে মিসেস জেম্‌স এসেছেন ক্যারীকে সাজগোজে সাহায্য করতে। কাজেই এটা আমার পক্ষে চিন্তা করা মোটেও অযৌক্তিক নয় যে, তার জন্যে কাজের মেয়ে সারাহ্'র আর সার্বক্ষণিক মনোযোগের কোনো প্রয়োজন নেই। তারপরও সারাহ্‌কে একটু পরপর শুধু বাইরে যেতে হয়েছে তার গৃহকর্ত্রীর জন্যে কিছু-না-কিছু আনতে। আর আমাকে তার অবর্তমানে বার বার পেছনের দরজায় কেউ এলে তার ডাকে সাড়া দিতে হয়েছে সান্ধ্যকালীন আনুষ্ঠানিক পোষাক পরিহিত অবস্থায়।

BanglaBook.org

সবশেষে যার ডাকে আমাকে সাড়া দিতে হয়েছে, সে ছিলো তরকারিঅলার ছেলেটা। সারাহ্ তখনো গ্যাস-বাতি জ্বালায়নি। তাই অন্ধকারে সে আমাকে চিনতে না পেরে জোর করে দুটো বাঁধাকপি ও আধা ডজন কয়লার টুকরো আমার হাতে গুঁজে দিলো। আমি রাগে সেগুলোকে মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম এবং এমন বিরক্ত হলাম যে নিজের অজান্তেই তার কানে একটি চড় বসিয়ে দিলাম। সে কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল এবং যাওয়ার সময় বলে গেল, সে আমার বিচার করাবে। বিচারের সম্মুখীন হওয়া এমন একটি বিষয় যা কিছুতেই আমি ঘটতে দিতে পারি না। অন্ধকারে বাঁধাকপির একটি টুকরোর ওপর আমার পা পড়তেই অকস্মাৎ পা পিছলিয়ে সবজির ওপর পড়ে গেলাম। কিছুক্ষণের জন্যে আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। সম্বিৎ ফিরে পাওয়ামাত্র হামাগুড়ি দিয়ে ওপরের তলায় এসে ড্রয়িং রুমে প্রবেশ করলাম। চিমনির কাচের ওপর চোখ রাখতেই দেখতে পেলাম, আমার থুত্‌নি দিয়ে রক্ত ঝরছে, শার্টে কয়লার কালো দাগ লেগে গেছে এবং প্যান্টের বাঁ পাটি হাঁটুর কাছে ছিঁড়ে গেছে।

যাই হোক, মিসেস জেম্‌স আমাকে আরেকটি শার্ট এনে দিলেন। আমি ড্রয়িং রুমে বসেই সেটি পাল্টে নিলাম। থুত্‌নিতে এক টুকরো প্লাষ্টার লাগালাম। সারাহ্ খুব নিখুঁতভাবে হাঁটুর কাছে প্যান্টের ছেঁড়া জায়গাটা সেলাই করে দিলো। রাত ন'টায় ক্যারী রুমে এসে ঢুকলো। একেবারে রানীর মতো দেখাচ্ছিলো ওকে। এর আগে এতো সুন্দর, এমন স্বতন্ত্র ওকে আর কখনো লাগেনি। আমার প্রিয় যে রং, সেই আকাশী নীল রঙের পোষাক পরেছিলো সে। সেই সঙ্গে কাঁধের চারপাশ ঘিরে বাঁধা ছিলো একটি ফিতা, যেটি মিসেস জেম্‌স তাকে ধার দিয়েছিলেন। তার পোষাকের পেছনদিকটা একটু বেশিই লম্বা বলে আমার কাছে মনে হচ্ছিলো, যদিও সামনের দিকটা ছিলো সন্দেহাতীতভাবেই খুব ছোট। তবে মিসেস জেম্‌স বললেন, *এটাই বর্তমান সময়ের ফ্যাশন*। মিসেস জেম্‌স খুবই সদয়চিত্ত মহিলা। তিনি ক্যারীকে তাঁর লাল পাখির পালকযুক্ত হাতির দাঁতের হাতপাখাটি ধার দিয়েছিলেন। তিনি বললেন, এই হাতপাখাটি একটি অমূল্য জিনিস কেননা, এর পালকগুলি 'কাচু' নামের এক বিশেষ শ্রেণীর অধুনালুপ্ত ঈগল পাখির। আমার কাছে অবশ্য ক্যারীর তিন শিলিং ছয় পেন্স দামে শুল্‌ব্রেড্‌ থেকে কেনা সাদা রঙের হাতপাখাটিই বেশি ভালো লাগলো। তবে এ ব্যাপারে উভয় মহিলার পছন্দই খুব ভালো বলে তাৎক্ষণিক [illegible]র মনে হলো।

আমরা নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগেই ম্যানসন হাউসে পৌঁছে গেলাম। এটা সৌভাগ্যই বলতে হবে কেননা, সময়ের আগে পৌঁছানোর কারণে লর্ডের সাথে আমি কথা বলার সুযোগ পেয়ে গেলাম। লর্ড আমার সাথে কয়েকমিনিট কথা বলার জন্যে দয়া করে তাঁর আসন ছেড়ে আমার কাছে নেমে এলেন। তবে আমাকে বলতেই হচ্ছে, আমাদের বড়োসাহেব মিঃ পার্কাপ্‌কে তিনি যে চেনেনই না, সেটা জেনে আমি হতাশ হলাম।

আমার মনে হলো, এমন একজন ব্যক্তি আমাদেরকে ম্যানসন হাউসে আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন যিনি নিজেই লর্ড মেয়রকে চেনেননা। অনেক লোক-সমাগম হলো। এমন চমৎকার দৃশ্যের কথা আমি কোনোদিন ভুলবো না। আমার এই সামান্য কলম দিয়ে এর বর্ণনা লিপিবদ্ধ করা কখনোই সম্ভব নয়। ক্যারীর ওপর আমি খানিকটা বিরক্ত হলাম। বারবার সে শুধু বলেই চলেছে, "এটা কি দুর্ভাগ্যজনক নয় আমরা এখানে কাউকে চিনিনা?"

তরকারিঅলার ছেলেটা জোর করে বাঁধাকপি ও আধা ডজন কয়লার টুকরো আমার হাতে গুঁজে দিলো।

একবার যেন তার মাথাটাই খারাপ হয়ে গেল। ভিড়ের মধ্যে একজনকে দেখে আমার মনে হলো পেক্‌হ্যামের ফ্রাঞ্চিংয়ের মতো দেখতে। তার দিকে এগিয়ে যেতেই ক্যারী আমার কোটের পেছনটা ধরে টান দিয়ে চিৎকার করে বলে উঠলো, "আমাকে ছেড়ে যেয়োনা।" এতে চেইন-পেঁচানো স্যুট্ পরিহিত একজন বয়স্ক

ভদ্রলোক হাসিতে ফেটে পড়লো। খাওয়ার রুমে প্রচন্ড ভিড়। আমার সৌভাগ্যই বলতে হবে, খাওয়ার সেকি জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজন! যতোখুশি শ্যাম্পেইন পান করো!

ক্যারী আজ অত্যন্ত তৃপ্তিসহকারে খেয়েছে। এজন্যে আমি খুব খুশি। কারণ কখনো কখনো আমার মনে হয়, সে তেমন সবল নয়। এমন কোনো ডিশ্ ছিলো না যা সে স্পর্শ করেনি। আমার এতো পিপাশা লেগেছিলো যে খুব বেশি খেতে পারিনি। হঠাৎ কাঁধের ওপর জোরে একটি থাপ্পড় খেয়ে ঘুরে দাঁড়ালাম এবং অবাক হলাম লোহার কারবারি ফার্মার্সনকে দেখে। চিরাচরিত ভঙ্গিতে সে বললো, "এই জায়গাটা ব্রিক্‌ফিল্ড্ টেরেসের চেয়ে ভালো, কী বলেন?" আমি কেবল তার দিকে তাকিয়ে শান্ত গলায় বললাম, "আমি কখনো আশা করিনি তোমাকে এখানে দেখতে পাবো।" সে উচ্চস্বরে কর্কশ হাসি দিয়ে বললো, "ভালোই বলেছেন। *আপনার* মতো *আমিও* তো একই কথা বলতে পারি।' আমি জবাব দিলাম, "অবশ্যই।" মনে মনে আফসোস করলাম, যদি এর চেয়ে ভালো কোনো জবাব মাথায় আসতো। সে বললো, "আমি কি আপনার বেগম সাহেবাকে কিছু এনে দিতে পারি?" ক্যারী জবাব দিলো, "না, আপনাকে ধন্যবাদ।" আমি এতে খুশি হলাম। তিরস্কারের ভঙ্গিতে আমি ওকে বললাম, "বাথ-টবটা তোমাকে রং করতে বলেছিলাম, আজ পর্যন্ত কাউকে পাঠালেনা।" ফার্মার্সন বললো, "মাফ করবেন, মিঃ পুটার। আমরা এখন একসঙ্গে একটি অনুষ্ঠানে আছি। এখন ব্যবসার কথা তুলবেন না দয়া করে।"

এই কথার জবাব দেয়ার আগেই প্রধান শহর নির্বাহী কর্মকর্তাদের একজন তাঁর আনুষ্ঠানিক পোষাক পরিহিত অবস্থায় ফার্মার্সনের পিঠে একটি চড় মেরে পুরনো বন্ধুর মতো তাকে সম্ভাষণ জানালেন এবং তাঁর বাসায় তাঁর সঙ্গে খাওয়ার দাওয়াত দিলেন। আমি অবাক হয়ে গেলাম। পুরো পাঁচটা মিনিট ধরে দাঁড়িয়ে তারা ভীষণ শব্দ করে হাসাহাসি করলো এবং পরস্পর পরস্পরকে খোঁচা মেরে মেরে কথা বলতে লাগলো। তারা একজন আরেকজনকে বললো, দেখে মনে হয় না একটা দিন তাদের কারো বয়স বেড়েছে। অতঃপর পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে আলিঙ্গন করে শ্যাম্পেইন পান করতে লাগলো।

যে লোকটি আমাদের ধাতব পাপোশ মেরামত করে, সে আমাদের অভিজাত শ্রেণীর কাউকে চিনতে পারে একথা বিস্ময়ের সাথে ভাবতে ভাবতে ক্যারীকে সঙ্গে নিয়ে আমি সবে পায়চারি করছি এমন সময় ফার্মার্সন একেবারে অভদ্রের মতো আমার কলার চেপে ধরে আমাকে দাঁড় করিয়ে প্রধান শহর নির্বাহী কর্মকর্তাকে উদ্দেশ্য করে বললো, "আমার প্রতিবেশী পুটারের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিই।" সে আমার নামের আগে 'মিষ্টার' পর্যন্ত বললোনা। শহর নির্বাহী কর্মকর্তা আমার হাতে একগ্লাস শ্যাম্পেইন ধরিয়ে দিলেন। আমার মনে হলো, যতোই হোক তাঁর সঙ্গে একগ্লাস মদ পান করা অনেক বড়ো সম্মানের ব্যাপার এবং কথাটি আমি তাঁকে বললামও। আমরা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে কথা বললাম। সবশেষে আমি বললাম,

BanglaBook.org

"আপনারা নিশ্চয়ই এখন আমাকে ক্ষমা করবেন আমি যদি মিসেস পুটারের কাছে যাই।" ক্যারীর কাছে যেতেই সে বললো, "তোমার বন্ধুদের কাছ থেকে আমি তোমাকে সরিয়ে নিতে চাইনা। আমি ভিড়ের মধ্যে একা এখানে দাঁড়িয়ে আছি, কাউকে চিনিনা–বেশ মজা লাগছে!"

যেহেতু ঝগড়া করতে দু'জন মানুষের দরকার হয় এবং এটা ঝগড়ার উপযুক্ত সময়ও নয় স্থানও নয়, তাই আমি ক্যারীর দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললাম, "আমি আশা করছি আমার প্রিয়তমা স্ত্রী এখন আমার সঙ্গে নাচবে। অন্তত আমরা যেন বলতে পারি, লর্ড মেয়রের আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে আমরা ম্যানসন হাউসে নেচেছি।" নৈশভোজের পর নাচের এই আয়োজন তেমন আনুষ্ঠানিক বলে মনে হলোনা। অতীতের দিনগুলোতে ক্যারী আমার নাচের যে কতো প্রশংসা করতো, তাও আমি জানি। তাই আমি হাত দিয়ে ওর কোমর জড়িয়ে ধরলাম এবং দু'জনে মিলে একটি জায়গার চতুর্দিকে ঘুরে ঘুরে নাচতে শুরু করলাম।

অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক একটি ঘটনা ঘটে গেল। আমি একজোড়া বুট-জুতো পরেছিলাম। বোকার মতো ক্যারীর একটি উপদেশ আমি গ্রাহ্য করিনি। সে বলেছিলো, কাঁচির ধারালো মাথা দিয়ে জুতোর সোল্‌গুলোতে দাগকেটে দিতে নতুবা সোল্‌গুলো একটু পানি দিয়ে ভিজিয়ে নিতে। আমি সবেমাত্র নাচ শুরু করতে যাবো এমন সময় বিজলি চমকানোর মতো চোখের নিমেষে আমার বাঁ পা-খানি পিছলিয়ে গেল এবং আমি মেঝেতে পড়ে গেলাম। আমার মাথার পাশটা এমন জোরে মেঝেতে ধাক্কা খেলো যে, দু'-এক সেকেণ্ড আমি বুঝতেই পারিনি কী ঘটেছে। বলা বাহুল্য, ক্যারীও আমার সঙ্গে সমান জোরে মেঝেতে পড়ে গেল। ওর মাথার চুলের সঙ্গে গেঁথে-রাখা চিরুণীটি ভেঙ্গে গেল এবং কনুইটা মেঝেতে ঘষা খেলো।

সবাই সশব্দে হেসে উঠলো। কিন্তু পরক্ষণেই হাসি থেমে গেল যখন সবাই দেখতে পেলো আমরা সত্যিই আহত হয়েছি। একজন ভদ্রলোক ক্যারীকে সিটে গিয়ে বসতে সাহায্য করলেন, আর আমি কোনোপ্রকার কার্পেট বা আচ্ছাদন ছাড়া একটি সমতল মসৃণ মেঝের ওপর ওভাবে নাচার জন্যে যে যথেষ্ট শক্ত-সবল, সেটাই সবাইকে বোঝাবার চেষ্টা করতে লাগলাম। ভদ্রলোক তাঁর নিজের নাম বললেন ডারউইট্‌স। তিনি ক্যারীকে একগ্লাস মদপানের জন্যে সঙ্গে করে টেবিল পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইলেন। আমি সানন্দে ক্যারীকে ইঙ্গিত দিলাম এই প্রস্তাবে রাজি হয়ে যেতে।

একটু এগিয়ে যেতেই আমার সঙ্গে ফার্মার্‌সনের দেখা হয়ে গেল। সে তাৎক্ষণিক বিস্ময়ের সাথে উচ্চস্বরে বলে উঠলো, "আপনিই কি মেঝেতে পড়ে গিয়েছিলেন?"

আমি ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে এর জবাব দিলাম।

সে তার জঘন্য রুচিবোধের পরিচয় দিয়ে বললো, "দেখুন ওল্ড্‌ম্যান, এই খেলা করার মতো বয়স এখন আর আমাদের নেই। এসব এখন তরুণদের জন্যেই আমাদের ছেড়ে দেয়া উচিত। আসুন, আমরা আরেক গ্লাস পান করি। এটাই এখন আমাদের বেশি মানায়।"

BanglaBook.org

যদিও আমার মনে হলো ওর মুখ থেকে আর কিছু শোনার ভয়ে ওর সব কথাই আমাকে চুপচাপ মেনে নিতে হচ্ছে, তথাপি ওকে সঙ্গে নিয়ে আমি অন্যদের পিছু পিছু খাওয়ার রুমে গিয়ে ঢুকলাম।

আমাদের দুর্ভাগ্যজনক বিপত্তির পর ক্যারী বা আমি কেউই আর বেশিক্ষণ ওখানে থাকতে আগ্রহী ছিলামনা। আমরা যখন বিদায় নিচ্ছি, ঠিক সেই মুহূর্তে ফার্মার্‌সন বললো, "আপনারা কি চলে যাচ্ছেন? তাহলে তো আপনাদের সঙ্গে একই গাড়িতে আমিও যেতে পারি।"

আমি চিন্তা করে দেখলাম, ওর প্রস্তাবে রাজি হয়ে যাওয়াই ভালো। তবে ক্যারীর সঙ্গে এ ব্যাপারে আগে আলাপ করা দরকার।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

ম্যানসন হাউসে বল নাচের পর।
ক্যারী অসন্তুষ্ট। গোয়িংও অসন্তুষ্ট।
কামিংসের বাসায় একটি মনোরম পার্টির আয়োজন।
পেক্‌হ্যামের মিঃ ফ্রাঞ্চিং আমাদের বাসায়
বেড়াতে এলেন।

অধ্যায়-৫

৮ই মে। ভীষণ মাথা-ব্যথা নিয়ে ঘুম থেকে উঠলাম। চোখে কিছু দেখতেই পাচ্ছিলামনা। ঘাড়ে মনে হচ্ছিলো যেন ব্যথা পেয়েছি। প্রথমে ডাক্তার ডাকার কথা চিন্তা করেছিলাম; কিন্তু পরে আর দরকার মনে করিনি। বিছানা ছেড়ে উঠতেই মনে হলো, যেন অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবো। কেমিষ্টের দোকান 'ব্রাউনিশ্'-এ গেলাম। সেখানে আমাকে ঘুমের ওষুধ দেয়া হলো। অফিসে এতো খারাপ লাগছিলো যে, ছুটি নিয়ে বাসায় আসতে হলো। শহরে আরেক কেমিস্টের কাছে গিয়েছিলাম। তারাও আমাকে ঘুমের ওষুধ দিয়েছে। ব্রাউনিশের ওষুধ খেয়ে আমার মনে হচ্ছিলো অবস্থা আরও খারাপের দিকে যাচ্ছে। সারাদিন কিছুই খাইনি। এই অবস্থায় ক্যারীকে যখনই আমি কিছু বলতে গেছি, প্রত্যেকবারই হয় সে কোনো জবাব দেয়নি, নতুবা কড়াভাবে জবাব দিয়েছে। এতে গোটা পরিস্থিতিটাকে সে আরও খারাপ করে দিয়েছে।

সন্ধ্যেয় আবারও খুব বেশি খারাপ লাগতে শুরু করলো। আমি ক্যারীকে বললাম, "আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, ম্যানসন হাউসের গতরাতের ম্যায়োনেজ দেয়া গল্‌দা চিংড়িই এই বিষক্রিয়া ঘটিয়েছে।" সে সেলাই থেকে মাথা না উঠিয়েই সহজভাবে জবাব দিলো, "শ্যাম্পেইন্ কোনোদিন তোমার পেটে সহ্য হয়নি।" আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, "কী সব বাজে বকছো, আমি কেবল দেড় গ্লাস পান করেছি। আর আমি যেমন জানি, তুমিও তেমনি জানো–" কথা শেষ না করতেই সে ক্ষিপ্রগতিতে রুম থেকে বেরিয়ে গেল। আমি একঘন্টার ওপর তার ফিরে আসার অপেক্ষায় বসে রইলাম। কিন্তু সে ফিরে না আসায় আমি শুয়ে পড়বো বলে মনস্থির করলাম। পরে দেখলাম, ক্যারী শুয়ে পড়েছে আমাকে 'গুড্ নাইট' না জানিয়েই। এমনকি, হাঁড়ি-বাসন ধোয়ার ঘরের দরজাটাও সে বন্ধ করেনি, বিড়ালটাকেও খাওয়ায়নি; আমার জন্যে সব ফেলে রেখেছে। সকালে অবশ্যই এ ব্যাপারে ওর সঙ্গে আমাকে কথা বলতে হবে।

BanglaBook.org

৯ই মে। এখনো খানিকটা দুর্বল লাগছে। গায়ে আঘাতের দাগগুলো কালো হয়ে গেছে। *ব্ল্যাক্‌ফ্রায়ার্‌স বাই-উইক্‌লি নিউজ* পত্রিকায় ম্যানসন হাউসের বল নাচের অনুষ্ঠানে আগত অতিথিদের নামের দীর্ঘ তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। এই তালিকা থেকে আমাদের নাম বাদ পড়ায় আমি হতাশ হলাম। ফার্মার্‌সনের নামের শেষে বেশ সুস্পষ্টভাবে এম. এল. এল. অক্ষর তিনটি লেখা রয়েছে, এর অর্থ যা-ই হোক না কেন। আরও বেশি খারাপ লাগলো এজন্যে যে, বন্ধু-বান্ধবদের কাছে পাঠানোর জন্যে আমরা এই পত্রিকার প্রায় ডজনখানেক কপির অর্ডার দিয়েছিলাম। *ব্ল্যাক্‌ফ্রায়ার্‌স বাই-উইক্‌লি নিউজ* কর্তৃপক্ষের কাছে চিঠি দিলাম তাদের এই ভুলের কথা জানিয়ে।

আমি পার্লারে ঢোকার সময় ক্যারী তার সকালের নাস্তা খাওয়া শুরু করলো। আমি নিজহাতে এককাপ চা বানিয়ে একেবারে শান্ত ও নিচু গলায় বললাম, "ক্যারী, আমি তোমার গতরাতের ব্যবহারের সামান্য একটু ব্যাখ্যা আশা করছি।"

সে জবাব দিলো, "সত্যি? আর আমি চাচ্ছি তার আগের রাতে তুমি যে আচরণ দেখিয়েছিলে তার *সামান্য একটুর* চেয়ে কিছুটা বেশি ব্যাখ্যা।"

আমি সহজভাবে বললাম, "সত্যি, কী বলছো আমি ঠিক বুঝতে পারছিনা।"

ক্যারী বিদ্রূপের সাথে বললো, "খুব সম্ভব তা ঠিক নয়। কোনোকিছু বোঝার ক্ষমতাই তখন তোমার ছিলোনা।"

এই কটাক্ষে বিস্মিত হয়ে আমি শুধু উচ্চারণ করলাম, "ক্যারোলীন!"

সে বললো, "নাটক কোরোনা। এতে আমার মন গলেনা। এই নাটক রেখে দাও তোমার নতুন বন্ধু লোহার কারবারি *মিষ্টার* ফার্মার্‌সনের জন্যে।"

আমি কিছু বলতে উদ্যত হতেই ক্যারী আমাকে এমন মেজাজের সঙ্গে চুপ করতে বললো, যা আমি আগে কখনো ওর মধ্যে দেখিনি। সে বললো, "এখন *আমি* তোমাকে বলছি শোনো। তুমি প্রথমে ফার্মার্‌সনকে অবজ্ঞা করতে চেয়েছিলে। কিন্তু পরে তাকেই আবার সুযোগ দিয়েছিলে আমার সামনে *তোমাকে* ছোট করতে। এরপর আবার তোমার সঙ্গে সে একগ্লাস শ্যাম্পেইন পান করতে চাইলে তাতেও তুমি রাজি হয়ে গিয়েছিলে এবং শুধুমাত্র একগ্লাস পান করেই তুমি ক্ষান্ত হওনি। তারপর বাসায় ফিরে আসার সময় এই ইতর লোকটাকে, যে আমাদের ধাতব পাপোশটি মেরামত করতে কী আনাড়ির পরিচয়টাই না দিয়েছে, তাকে আমাদের সঙ্গে একই গাড়িতে বসার প্রস্তাবও তুমি দিয়েছিলে। গাড়িতে উঠতে গিয়ে সে আমার কাপড় ছিঁড়ে ফেলেছে, সে ব্যাপারে আমি কিছু বলছিনা। এমনকি মিসেস জেম্‌সের দামি হাতপাখাটি, যেটিকে তুমি ধাক্কা দিয়ে আমার হাত থেকে মাটিতে ফেলে দিয়েছিলে, সেটিকে তার পা দিয়ে মাড়ানো এবং এজন্যে একবারও তার দুঃখ প্রকাশ না করার ব্যাপারেও আমি কিছু বলছিনা। তুমি সারাটা পথ ধূমপান করেছো, অথচ একটিবারও আমার অনুমতি নেয়ার সৌজন্যের কথা ভাবোনি। এতেই শেষ নয়। গন্তব্যে পৌঁছানোর পর সে তার ভাগের গাড়িভাড়া বাবদ একটি ফার্দিংও

BanglaBook.org

তোমাকে সাধেনি, অথচ তুমি তাকে বাসার ভেতরে আসতে বলেছো। সৌভাগ্যক্রমে সে যথেষ্ট হুঁশিয়ার প্রকৃতির লোক হওয়ায় আমার আচার-আচরণ দেখেই টের পেয়েছে তার সঙ্গ আমার ভালো লাগছেনা।"

ওপরঅলা জানেন, আমি খুবই অপমানিত বোধ করছিলাম। ঠিক সেই মুহূর্তে দরজায় টোকা না দিয়ে গোয়িং এসে ঘরে ঢুকে পড়ায় পরিস্থিতি আরও বিব্রতকর মনে হলো। মাথায় দুটো টুপি, হাতে বাগানের আঁক্শি আর গলায় জড়ানো লোমশ চামড়া দিয়ে তৈরি ক্যারীর দোপাট্টা (যেটা সে নিচতলার হলরুমের পেরেকের ওপর থেকে টেনে নিয়েছিলো) নিয়ে সে ঘরে ঢুকেই উচ্চস্বরে মোটা গলায় নিজের আগমনবার্তা ঘোষণা করলো, "মহামান্য লর্ড মেয়র!" সে ভাঁড়ের মতো রুমের চারিদিকে দু'বার মার্চ করে হাঁটলো এবং আমরা কেউ তাকে লক্ষ্য করিনি ভেবে বললো, "কী হে, কী হচ্ছে? প্রেমিক-প্রেমিকার ঝগড়া নাকি?"

মিঃ ফার্মার্সন গাড়িতে বসে সারাটা পথ ধূমপান করলো।

কিছুক্ষণের জন্যে সব নীরব হয়ে গেল। এই সুযোগে শান্ত গলায় বললাম, 'দ্যাখো গোয়িং, আমার শরীরটা খুব ভালো নেই, কৌতুক করার মতো মানসিক অবস্থাও নেই। বিশেষ করে তোমার দরজায় টোকা না দিয়ে ঘরে ঢোকার মধ্যে কোনো কৌতুকই আমি খুঁজে পাইনা।"

গোয়িং বললো, "আমি খুবই দুঃখিত। আসলে আমি আমার ছড়িটি নিতে এসেছিলাম। আমি ভেবেছিলাম, ওটা তুমি পাঠিয়ে দেবে।" ছড়িটি ওর হাতে দিলাম। আমার মনে পড়লো, আমি ওটাকে এনামেল পেইন্ট দিয়ে কালো রং করেছিলাম দেখতে আরও সুন্দর লাগার জন্যে। গোয়িং ছড়িটির দিকে মিনিট খানেক তাকিয়ে হতভম্বের মতো বললো, "এটা কে করেছে?"

আমি বিস্ময়ের সাথে বললাম, "কী করেছে?"

সে বললো, "কী করেছে? কেন, আমার ছড়িটিকে নষ্ট করে দিয়েছে! এটা আমার আঙ্কেলের, এবং আমার কাছে দুনিয়াতে আমার সবকিছুর চেয়ে দামি। আমাকে জানতেই হবে, কে একাজ করেছে।" আমি বললাম, "আমি খুব দুঃখিত। তবে আমার বিশ্বাস, এটা অবশ্যই জানা যাবে। একাজ আমিই করেছি একটি মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে।"

গোয়িং বললো, "তাহলে তো দেখছি, এ এক মস্ত স্বাধীনতা। আমাকে বলতেই হচ্ছে, তোমাকে দেখে যতোখানি বোকা বলে মনে হয়, তুমি তার চেয়ে অনেক বেশি বোকা, কেবল *এটাই* একেবারে অসম্ভব।"

১২ই মে। *ব্ল্যাক্‌ফ্রায়ার্স বাই-উইক্‌লি নিউজ*-এর একটি মাত্র কপি পেলাম। যেসব নাম বাদ পড়েছিলো, সেগুলোর একটি ছোট্ট তালিকা ছাপা হয়েছে। কিন্তু বোকা লোকগুলো আমাদের নাম 'মিঃ ও মিসেস সি. পোর্টার' বলে তাতে উল্লেখ করেছে। অত্যন্ত বিরক্তিকর! আবার চিঠি দিলাম এবং এবার বিশেষ যত্নের সাথে ইংরেজি বড়োহাতের অক্ষরে পরিষ্কার করে লিখলাম 'পুটার,' যাতে এবার আর কোনোপ্রকার ভুল না হয়।

১৬ই মে। আজকের *ব্ল্যাক্‌ফ্রায়ার্স বাই-উইক্‌লি নিউজ* পত্রিকা খুলে সাংঘাতিক বিরক্ত হলাম। ওতে লেখা হয়েছেঃ "আমরা মিঃ ও মিসেস চার্ল্‌স পিউটারের কাছ থেকে দুটো চিঠি পেয়েছি, যার মাধ্যমে আমাদেরকে অনুরোধ করা হয়েছে ম্যানসন হাউসের বল নাচের অনুষ্ঠানে তাঁদের উপস্থিত থাকার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি যেন আমরা পত্রিকায় প্রকাশ করি।" আমি পত্রিকাটি ছিঁড়ে পরিত্যক্ত কাগজের ঝুড়িতে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। এসব সামান্য বিষয় নিয়ে ভাবার চাইতে আমার সময়ের মূল্য অনেক বেশি।

২১শে মে। শেষের সপ্তাহ-দশদিন ভয়ানক একঘেয়ে লাগছে। ক্যারী সাটনে মিসেস জেম্‌সের বাসায় বেড়াতে গেছে। কামিংস্‌ও নেই। গোয়িং আমার মনে হয় এখনো আমার ওপর রেগে আছে তাকে না বলে তার ছড়িটিকে কালো রং করার কারণে।

২২শে মে। রূপা খচিত একটি নতুন ছড়ি কিনলাম। দাম নিলো সাত শিলিং ছয় পেন্স (ক্যারীকে বলবো পাঁচ শিলিং)। একটি চিরকুটে চমৎকার কিছু কথা লিখে তার সঙ্গে ছড়িটিকে গোয়িংয়ের কাছে পাঠিয়ে দিলাম।

BanglaBook.org

২৩শে মে। গোয়িংয়ের কাছ থেকে অদ্ভুত ধরনের কথা-লেখা একখানি চিরকুট পেলাম। সে লিখেছে, "আমি অসন্তুষ্ট? একটুও না, বৎস। আমি ভেবেছিলাম, সেদিন আমি রেগে যাওয়ায় তুমিই আমার ওপর অসন্তুষ্ট হয়েছো। তাছাড়া পরে দেখা গেছে, যে-ছড়িটিকে তুমি রং করেছিলে সেটি আদৌ আমার আঙ্কেলের নয়। মাত্র এক শিলিং দামে এক তামাক-অলার কাছ থেকে আমি ওটা কিনেছিলাম। যাইহোক, তবু তোমার এই হাত-ভরা উপহার পেয়ে আমি খুবই বাধিত হলাম।"

২৪শে মে। ক্যারী ফিরে এলো। ওকে স্বাগতম। আজ ওকে দারুণ সুন্দর দেখাচ্ছে, রোদে কেবল ওর নাকটা লাল হয়ে যাওয়া ছাড়া।

২৬শে মে। ক্যারী আমার কয়েকটি শার্ট নামিয়ে সেগুলোকে মেরামতের জন্যে আমাকে মোড়ের দর্জির দোকান 'ট্রিলিপ'-এ নিয়ে যেতে বললো। সে বললো, "এগুলোর সামনের দিক ও আস্তিন অনেকখানি ক্ষয় হয়ে গেছে।" 'ক্ষয় হয়ে গেছে' (frayed) কথাটি শুনে এক মুহূর্ত চিন্তা না করে কৌতুকের ছলে আমি বললাম, "I am *'fraid* they are *frayed*" । সৃষ্টিকর্তা জানেন, কী শব্দ করেই না আমরা হাসলাম। আমার মনে হচ্ছিলো, আমাদের সেই হাসি বোধহয় আর কোনোদিনই থামবেনা। যেহেতু বাসে চড়ে শহরে যাওয়ার সময় ঘটনাক্রমে ড্রাইভারের পাশের সিটেই আমি বসেছিলাম, তাই আমি তাকেও 'frayed' কৌতুকটি শোনালাম। আমার মনে হলো, সে হাসতে হাসতে সিট থেকে গড়িয়ে পড়বে। তারা অফিসেও এই কৌতুক শুনে খুব হেসেছে।

২৬শে মে। শার্টগুলো মেরামতের জন্যে ট্রিলিপে দিলাম। দোকানের লোকটাকে আমি বললাম, "I am *'fraid* they are *frayed*"। সে একটুও না হেসে বললো, "ওগুলো তো এমন হবেই, স্যার।" কোনো কোনো লোকের রসবোধ একেবারেই নেই।

১লা জুন। গত সপ্তাহটা পুরনো দিনগুলোর মতোই কেটে গেল। ক্যারী বেড়ানো থেকে ফিরেছে। গোয়িং ও কামিংস্ প্রায় প্রত্যেকদিন সন্ধ্যেয় বাসায় এসেছে। দু'দিন আমরা বাগানে অনেক রাত পর্যন্ত কাটিয়েছি। আজ সন্ধ্যেয় আমাদেরকে দেখে মনে হচ্ছিলো যেন একদল শিশু খেলা করছে। আমরা 'কন্‌সিকোয়েন্সেস্' খেললাম। এটা একটা ভালো খেলা।

২রা জুন। আজ সন্ধ্যেয় আবারও আমরা 'কনসিকোয়েন্সেস্' খেললাম। তবে গতরাতের মতো আজ তেমন জমলো না। কেননা, গোয়িং অনেকবার সীমা ছাড়িয়ে যাওয়ায় খেলার মজাটাই নষ্ট হয়ে গেছে।

BanglaBook.org

৪ঠা জুন। সন্ধ্যেয় ক্যারী ও আমি মিঃ ও মিসেস কামিংসের সঙ্গে নিরিবিলি কিছু সময় কাটানোর জন্যে তাদের বাসায় গেলাম। গোয়িং সেখানেই ছিলো। মিঃ ষ্টিল্‌ব্রুক্‌ও সেখানে উপস্থিত। পরিবেশটা শান্তই মনে হলো, সেই সঙ্গে আনন্দদায়কও। মিসেস কামিংস্ পাঁচ-ছয়টা গান গাইলেন। আমার ক্ষুদ্র বিচারে তাঁর গাওয়া 'না বাবু' ও 'ঘুমের বাগানে' গানদু'টিই ছিলো সবার সেরা। তবে যে গানটি আমার সবচেয়ে বেশি ভালো লেগেছে, সেটি ছিলো ক্যারীর সঙ্গে তাঁর দ্বৈতকণ্ঠে গাওয়া একটি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত। যদ্দুর মনে পড়ে, গানটি ছিলো 'আমি তাই হবো, প্রিয়'। চমৎকার গান। ক্যারীর গলা ভালো হলে আমার মনে হয় পেশাদার শিল্পীদের গাওয়াও এর চেয়ে ভালো হতোনা। রাতের খাওয়ার পর ওদেরকে দিয়ে গানটি আরেকবার গাওয়ালাম। মিঃ ষ্টিল্‌ব্রুক্‌কে কখনোই আমার পছন্দ হয়নি। রোববারের পায়ে-হেঁটে 'কাউ এ্যাণ্ড হেজ্'-এ যাওয়ার পর থেকেই। তবে আমাকে বলতেই হচ্ছে, হাসির গান সে ভালোই গায়। তার গাওয়া গান 'আমরা এখন বুড়োদের চাইনা,' বিশেষ করে এর ভেতর মিঃ গ্ল্যাড্‌স্টোন সম্পর্কে একটি পংক্তি শুনে আমরা হাসিতে চেঁচিয়ে উঠেছি। তবে আমার মনে হয়, এর ভেতর আরেকটি পংক্তি ছিলো যেটি সম্ভবত সে বাদ দিয়ে গেছে। আমি কথাটা বললাম। কিন্তু গোয়িংয়ের মতে এটিই ছিলো সেদিনের সেরা গান।

৬ই জুন। ট্রিলিপ আমার শার্টগুলো নিয়ে এলো। কিন্তু মেরামতের চার্জ শুনে খুবই বিরক্ত হলাম। নতুন কেনার সময় যে দাম দিয়েছিলাম, তার চেয়েও বেশি। লোকটাকে আমি তাই বললাম। সে ধৃষ্টতার সঙ্গে জবাব দিলো, "তা ঠিক আছে, কিন্তু ওগুলোতো এখন নতুনের চেয়েও ভালো।" আমি দাম পরিশোধ করলাম এবং বললাম, এটা রীতিমতো ডাকাতি। সে বললো, "আপনি যদি আপনার শার্টের সামনের দিকটা মালামাল-প্যাকিং কিংবা বই-বাঁধাইয়ের নিকৃষ্টতম মানের লিনিন সুতো দিয়ে মেরামত করাতে চেয়েছিলেন, তাহলে সে কথা আগে বলেননি কেন?"

৭ই জুন। ভীষণ বিরক্তিকর লাগছে। মিঃ ফ্রাঞ্চিংয়ের সাথে দেখা করলাম। ভদ্রলোক পেক্‌হ্যামে থাকেন এবং তাঁর পরিচিত মহলে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি হিসেবে পরিগণিত। আমি সাহস করে তাঁকে চা-নাস্তা ও উপস্থিত মতো যা জোটে তাই খাওয়ার জন্যে বাসায় আসতে বললাম। আমি চিন্তাও করিনি তিনি আমার এই সামান্য দাওয়াত গ্রহণ করবেন। তিনি আমার দাওয়াত গ্রহণ করলেন এবং অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে বললেন, তিনি কিছু খাবেননা; কেবল আমাদের সঙ্গে বসে সামান্য একটু 'মুখে' দেবেন। আমি বললাম, "আমরা এই ব্লু রঙের বাসটা ধরলেই ভালো হয়।" তিনি জবাব দিলেন "আর ব্লু বাস নয়, 'ব্লু'র ('বিষণ্ণতার অনুভূতি' অর্থে) যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আমার হয়ে গেছে। কপার স্কেয়ারে পুরো 'একহাজার পাউণ্ড' আমি হেরেছি। আপনি একদিন আসুন না ওখানে।"

BanglaBook.org

আমরা সুন্দর একটি ট্যাক্সিতে চড়ে বাসায় এসে পৌঁছুলাম। সামনের দরজায় তিনবার টোকা দিয়েও কারো সাড়া পাওয়া গেলনা। আমি (তারকার নকশাযুক্ত) অস্বচ্ছ কাচের প্যানেলের ফাঁক দিয়ে ক্যারীকে দেখলাম, সে দ্রুত ওপরে উঠছে। আমি মিঃ ফ্রাঞ্চিংকে দরজায় অপেক্ষা করতে বলে ঘুরে বাড়ির পাশের দরজায় গেলাম। সেখানে গিয়ে দেখলাম, মুদি দোকানের ছেলেটা আঙ্গুলের নখ দিয়ে দরজার রং খুঁটছে। রঙের আস্তর উঠে উঠে দরজার গায়ে ফোস্কার মতো দাগ হয়ে গেছে। ওকে বকা দেয়ার সময় তখন নয়; তাই ঘুরে গিয়ে রান্নাঘরের জানালা দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করার একটি পথ বের করলাম। মিঃ ফ্রাঞ্চিংকে ঐ পথ দিয়ে ভেতরে ঢোকালাম এবং ড্রইং রুমে যাওয়ার পথ দেখিয়ে দিলাম। আমি ওপরের তলায় ক্যারীর কাছে গিয়ে দেখলাম, সে কাপড় পাল্টাচ্ছে। তাকে বললাম, মিঃ ফ্রাঞ্চিংকে অনেক বুঝিয়ে বাসায় নিয়ে এসেছি। সে জবাব দিলো, "এ রকম একটি কাজ তুমি করলে কিভাবে? তুমি জানো, সারাহ্ এখন ছুটিতে। বাসায় কিচ্ছু নেই। ভেড়ার ঠাণ্ডা হয়ে-যাওয়া মাংসটাও গরমে নষ্ট হয়ে গেছে।"

পেক্হ্যামের মিঃ ফ্রাঞ্চিং

যাইহোক, শেষ পর্যন্ত ক্যারী তার স্বভাব-সুলভ ভালো মানুষটির মতো সবকিছু মেনে নিলো। চায়ের কাপগুলো ধুয়ে কাপড় বিছিয়ে দিলো। ফ্রাঞ্চিংকে আমি জাপান

দেখতে কেমন সে সম্পর্কে আমাদের ধারণার কথা বললাম। এক সময় আমি কসাইয়ের কাছে দৌড়ে গেলাম মাংসের তিনটি ফালি আনার জন্যে।

মুদি দোকানের ছেলেটা আঙ্গুলের নখ দিয়ে দরজার রং খুঁটছে রঙের আস্তর উঠে উঠে দরজার গায়ে ফোস্কার মতো দাগ হয়ে গেছে

৩০শে জুলাই। দুর্বিষহ ঠাণ্ডা আবহাওয়া হয় আমার, নয়তো ক্যারীর, নয়তো আমাদের দু'জনেরই মেজাজকে এমনভাবে বিগড়িয়ে দিচ্ছে যে, আমরা একেবারে বিনাকারণেই তর্কে লিপ্ত হচ্ছি এবং এই অপ্রীতিকর ব্যাপারটি প্রায়ই ঘটছে খাওয়ার সময়।

আজ সকালে কোনো ব্যাখ্যাতীত কারণে আমরা বেলুন নিয়ে কথা বলছিলাম। যতোটা সম্ভব আমরা হাসিখুশিই ছিলাম। কিন্তু হঠাৎ করেই আমাদের আলাপে পারিবারিক প্রসঙ্গ চলে আসে। এক পর্যায়ে ক্যারী সামান্যতম কোনো কারণ ছাড়াই অত্যন্ত অশ্রদ্ধার সাথে আমার হতভাগ্য পিতার আর্থিক সমস্যার প্রসঙ্গ টেনে আনলো। আমি এর প্রতিবাদ করে বললাম, "সে যা-ই হোক না কেন, বাবা একজন ভদ্রলোক ছিলেন।" ক্যারী এতে হঠাৎ কাঁদতে শুরু করলো। আমি সকালের নাস্তা আর খেতেই পারলামনা।

BanglaBook.org

অফিসে মিঃ পার্কাপ্ আমাকে ডেকে পাঠালেন। তিনি বললেন, আগামী শনিবার থেকে আমাকে বার্ষিক ছুটি নিতে হবে যদিও এভাবে আমাকে ছুটিতে পাঠানোর জন্যে তিনি খুব দুঃখিত। ফ্রাঞ্চিং অফিসে এলেন। তিনি তাঁর ক্লাব 'কন্‌স্টিটিউশনাল'-এ আমাকে খেতে বললেন। বাসায় আজ সকালের ঝগড়ার পর যে অস্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ করছে, তার ভয়ে ক্যারীর কাছে একটি টেলিগ্রাম পাঠালাম। তাতে বললাম, আমি বাইরে খেতে যাচ্ছি; আমার জন্যে তার জেগে বসে থাকার দরকার নেই। ক্যারীর জন্যে একটি রূপোর চুড়ি কিনলাম।

৩১শে জুলাই। চুড়ি পেয়ে ক্যারী মহাখুশি। গতরাতে শুতে যাওয়ার আগে চুড়িটি কিছু স্নেহমাখা কথা-লেখা একটি চিরকুটের সাথে তার ড্রেসিং টেবিলের ওপর আমি রেখে দিয়েছিলাম। ক্যারীকে আমি বললাম, আগামী শনিবার থেকে আমাদের ছুটিতে যেতে হবে। সে বেশ আনন্দের সাথে জবাব দিলো, এতে তার কোনো আপত্তি নেই; শুধু আবহাওয়াটা খারাপ, এটাই চিন্তা। সেই সঙ্গে তার ভয়, মিস্ জিবন্‌স্ হয়তো সময়মতো তার জন্যে সমুদ্রতীরে ব্যবহারোপযোগী পোষাক যোগাড় করতে পারবেনা। আমি ক্যারীকে বললাম, আমার মনে হয় ধনুকাকৃতির গোলাপী ডোরা-কাটা মেটে রঙের পোষাকটা তাকে যথেষ্ট ভালো দেখাবে। ক্যারী বললো, ওটা পরার কথা সে ভাবতেও পারেনা। এ ব্যাপারে ওর সঙ্গে আমি আলোচনা করতে যাচ্ছিলাম, এমন সময় গতকালের তর্কাতর্কির কথা মনে পড়ে যাওয়ায় আর কোনো কথা না বলার সিদ্ধান্ত নিলাম।

আমি ক্যারীকে বললাম, "আমার মনে হয়না সেই 'গুড্ ওল্ড্ ব্রড্‌স্টেয়ারস্'-এর চাইতে ভালো কোনো জায়গা আমরা খুঁজে পাবো।" ক্যারী শুধু যে এই প্রথমবারের মতো আমাকে অবাক করে দিয়ে ব্রড্‌স্টেয়ারসে যেতে আপত্তি জানালো তাই নয়, সে ব্রড্‌স্টেয়ারস্ সম্পর্কে 'গুড্ ওল্ড্' বিশেষণ দু'টি ব্যবহার না করতেও আমাকে অনুরোধ করলো। সে বললো, এ ধরনের মন্তব্য কেবল মিঃ স্টিল্‌ব্রুক্ ও তার মতো অন্যান্য *ভদ্রলোকরাই* করতে পারে। জানালার পাশ দিয়ে আমার বাস চলে যাওয়ার শব্দ শুনে আমি খুশি হয়ে দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। তাড়াহুড়োর ভেতর ক্যারীকে চুমু খেতেও ভুলে গেলাম। বাইরে এসে চিৎকার করে তাকে বললাম, "এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার দায়িত্ব কিন্তু এখন তোমার।" সন্ধ্যেয় বাসায় ফিরে আসার পর ক্যারী বললো, হাতে সময় কম থাকায় অনেক ভেবে-চিন্তে সে ব্রড্‌স্টেয়ারসে যাওয়ারই সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং হার্বার ভিউ টেরেসের মিসেস বেক্‌কে এ্যাপার্টমেন্টের জন্যে সে চিঠিও দিয়েছে।

১লা আগস্ট। এড্‌ওয়ার্ড্‌সে একটি নতুন ফ্লানেল্ প্যান্ট তৈরির অর্ডার দিলাম। ওদেরকে বলে দিলাম, পায়ের নিচের ঘেরটা অতো বড়ো না দিতে। কেননা, এর আগের প্যান্টে পায়ের নিচটা এতো ঢিলা আর হাঁটুর জায়গাটা এতো চিপা ছিলো যে দেখে নাবিকের প্যান্টের মতো মনে হতো। একদিন তো অফিসে সেই বিরক্তিকর

BanglaBook.org

যুবক পিট্‌কে তার টেবিলের পাশ দিয়ে আমি হেঁটে যাওয়ার সময় চিৎকার করে বলে উঠতে শুনেছি "নাবিকের নাচ"। ক্যারী মিসেস জিবন্‌স্‌কে অর্ডার দিয়েছে একটি গোলাপী রঙের গ্যারিবাল্ডি ও নীল রঙের স্কার্ট সরবরাহের জন্যে। সবসময় আমি ভাবি, সমুদ্রতীরে এই পোষাকটি এতো সুন্দর দেখায়! সন্ধ্যেয় ক্যারী সুন্দর একটি নাবিকের হ্যাট মাথায় দিয়ে সাজ-গোজ করলো, আর আমি *বিনিময় ও বাজার* বইটি তাকে পড়ে শোনালাম। হ্যাটটি তার পরা শেষ হলে আমি মাথায় দিতে চেষ্টা করলাম। এতে আমরা উভয়েই খুব হাসলাম। ক্যারী বললো, আমার দাড়ির সাথে ওটা এমনই হাস্যকর দেখাচ্ছে যে এভাবে আমি মঞ্চে উঠলে লোকজন চিৎকার করে হাসবে।

তরুণ পিটের টেবিলের পাশ দিয়ে আমি হেঁটে যাওয়ার সময়
সে চিৎকার করে বলে উঠলো, "নাবিকের নাচ"।

২রা আগষ্ট। মিসেস বেক্ চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন, আমরা ব্রড্‌স্টেয়ারসে গিয়ে সবসময় যে কক্ষে থাকি, এখন সেই কক্ষই পাওয়া যাবে। এটা আমরা ভাবতেও পারিনি। একটি রঙিন শার্ট ও তামাটে রঙের একজোড়া বুটজুতো কিনলাম, যা শহরের বিশিষ্ট ক্লার্কদেরকে পরতে দেখা যায় এবং বর্তমান সময়ের 'অত্যন্ত জনপ্রিয় ফ্যাশন' বলে লোকমুখে শোনা যায়।

৩রা আগস্ট। একটি চমৎকার দিন। আমরা আগামীকালের অপেক্ষায় রয়েছি। ক্যারী প্রায় পাঁচ ফুট লম্বা একটি রোদ নিবারক ছাতা কিনেছে। আমি তাকে বললাম, এটা হাস্যকর। সে বললো, সাটনের মিসেস জেম্‌সেরটা এর দ্বিগুণ লম্বা। কাজেই এ ব্যাপারে আলাপ এখানেই বাদ দিতে হলো। আমি গরম আবহাওয়ায় সমুদ্রতীরে ব্যবহারের জন্যে চমৎকার একটি হ্যাট কিনলাম। এর নাম আমার জানা নেই। তবে ভারতে যে হেলমেট ব্যবহার করা হয়, এর আকারটা অনেকটা তার মতোই, শুধু খড় দিয়ে তৈরি। পোপ্ ব্রাদার্স থেকে তিনটি নতুন টাই, দু'টি রঙিন রুমাল এবং নেভি-ব্লু রঙের একজোড়া মোজা কিনলাম। সন্ধ্যেটা গোছগাছ করতেই কেটে গেল। ক্যারী আমাকে বললো, মিঃ হিগ্‌সওয়ার্থের কাছ থেকে তাঁর দূরবিনটা যেন আমি চেয়ে নিতে না ভুলি। মিঃ হিগ্‌সওয়ার্থ তাঁর দূরবিনটা প্রায়ই আমাকে ধার দেন। কেননা, তিনি জানেন আমি খুব ভালোভাবে ওটার যত্ন নিতে পারি। সারাহ্‌কে ওটা আনার জন্যে পাঠলাম। যখন সবকিছুই খুব ভালোভাবে চলে যাচ্ছে, ঠিক তখনই দিনের শেষ ডাকে মিসেস বেকের একটি চিঠি এলো। তিনি লিখেছেন, "আমি আমার পুরো বাড়িটা একটি পার্টির কাছে ভাড়া দিয়ে ফেলেছি। আমি দুঃখিত, আমার কথা আমাকে ফিরিয়ে নিতে হচ্ছে বলে এবং আপনাদেরকে কষ্ট করে অন্য ব্যবস্থা করতে হবে বলে। তবে আমার পাশের বাড়ির মিসেস ওমিং খুবই খুশি হবেন আপনারা তাঁর বাড়িতে উঠলে, যদিও ব্যাংক হলিডে উইক উপলক্ষে তাঁর রুমগুলো সব ভর্তি থাকার কারণে সোমবারের আগে তিনি আপনাদেরকে জায়গা দিতে পারবেন না।"

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

আমাদের পুত্র উইলি লুপিন পুটারের
অপ্রত্যাশিত গৃহাগমন।

অধ্যায়-৬

৪ঠা আগস্ট। আজকের প্রথম ডাকে আমাদের পুত্র উইলির একটি চমৎকার চিঠি এলো। গত পরশু ছিলো তার বিশতম জন্মদিন। এ উপলক্ষে ক্যারীর পাঠানো উপহারের প্রাপ্তি স্বীকার করে সে লিখেছে এই চিঠিখানি। বিকেলে আমাদেরকে দারুণভাবে অবাক করে দিয়ে সে নিজেই বাসায় এসে উপস্থিত হলো। ওল্ড্হ্যাম থেকে সারাটা পথ তাকে ভ্রমণ করে আসতে হয়েছে। সে বললো, ব্যাংক থেকে সে ছুটি নিয়েছে। সেই সঙ্গে সোমবার ছুটির দিন হওয়ায় সে আমাদেরকে একটি চমক দিতে চেয়েছে।

৬ই আগস্ট, রোববার। গত বড়োদিনের পর থেকে আমরা উইলিকে দেখিনি এতো সুন্দর এক যুবকে সে পরিণত হয়েছে দেখে আমরা আনন্দিত হলাম। সে যে ক্যারীর ছেলে, তাকে দেখে কেউ বিশ্বাসই করবেনা। সবাই তাকে ক্যারীর ছোট ভাই বলেই মনে করবে। আমি রোববারে তার চেক্ কাপড়ের স্যুট্ পরা একদম পছন্দ করিনা এবং আমার মনে হয় আজ সকালে অবশ্যই তার গির্জায় যাওয়া উচিত। কিন্তু যেহেতু সে বলছিলো গতকালের ভ্রমণের পর সে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, তাই এ ব্যাপারে কোনো মন্তব্য করা থেকে আমি বিরত থাকলাম। ডিনারের জন্যে আমাদের এক বোতল মদ ছিলো। উইলির সুস্বাস্থ্য কামনা করে আমরা তা পান করলাম।

সে বললো, "ও হ্যাঁ, আমি কি তোমাদের বলেছি আমি আমার নাম থেকে 'উইলিয়াম' বাদ দিয়ে শুধু 'লুপিন' রেখেছি? আসলে ওল্ড্হ্যামে সবাই আমাকে শুধু 'লুপিন পুটার' নামেই চেনে। তোমরা যদি ওখানে আমাকে 'উইলি' বানাতে চাও, ওরা বুঝবেই না তোমরা কী বলছো।"

যাইহোক, 'লুপিন' সম্পূর্ণরূপে একটি পারিবারিক নাম। তাওয়ায় ক্যারী সত্যিই খুব খুশি হলো এবং 'লুপিন' পরিবারের সদস্যদের দীর্ঘ ইতিহাস বর্ণনা করতে লাগলো। আমি সাহস করে বলতে চেষ্টা করলাম, আমি ভেবেছিলাম 'উইলিয়াম' একটি সুন্দর ও সাধারণ নাম এবং ওকে আমি মনে করিয়ে দিতে চেয়েছিলাম যে, তার আঙ্কেল উইলিয়ামের নামের সাথে মিলিয়ে তার নামকরণ করা হয়েছিলো, যিনি একসময় শহরে একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি ছিলেন। উইলি তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললো, "হ্যাঁ, আমি

BanglaBook.org

ওসব জানি-গুড্ ওল্ড্ বিল্।" এই বলে সে তৃতীয় বারের মতো হাতে মদের গ্লাস উঠিয়ে নিলো

আমি একসময় 'গুড্ ওল্ড্' বলাতে ক্যারী জোরালোভাবে আপত্তি করেছিলো। কিন্তু উইলির মুখ থেকে এই বিশেষণ দু'টি শুনে সে কোনো মন্তব্যই করলোনা আমি কিছু না বলে শুধু তার দিকে তাকালাম, যা ছিলো কিছু বলার চেয়ে অনেক বেশি অর্থবহ আমি বললাম, "বাবা উইলি, আমার বিশ্বাস ব্যাংকে তোমার সহকর্মীদের নিয়ে তোমার দিন আনন্দেই কাটছে সে জবাব দিলো, "খুশি হবো যদি 'লুপিন' বলে ডাকো আর ব্যাংক প্রসঙ্গে বলতে গেলে বলতে হয়, ওখানে একটিও ক্লার্ক নেই যাকে ভদ্রলোক বলা যায় আর বসতে। একটা ইতর আমি এতোই মর্মাহত হলাম যে একটা কথাও বলতে পারলামনা আমার সহজাত বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারলাম, কিছু একটা অঘটন নিশ্চয়ই ঘটেছে

লুপিন

৬ই আগষ্ট, ব্যাংক হলিডে। সকাল ৯টায় লুপিনের নড়াচড়ার কোনো লক্ষণ না দেখে আমি তার দরজায় গিয়ে টোকা দিলাম এবং বললাম, আমরা সচরাচর সাড়ে আটটায় নাস্তা করি। আর কতোক্ষণ শুয়ে থাকবে জিজ্ঞেস করতেই সে জবাব দিলো, সারারাত তার ঘুম হয়নি কারণ, রাতভর ট্রেনের আওয়াজে পুরো বাড়িটা কেঁপেছে এবং সকাল হওয়ার পর জানালার ফাঁক দিয়ে সূর্যের রশ্মি এসে চোখে পড়ার দরুন তার প্রচণ্ড মাথাব্যথা করছে। ক্যারী ওপরে উঠে এসে জিজ্ঞেস করলো, নাস্তা ওপরে পাঠিয়ে দিতে হবে কিনা সে জবাব দিলো, শুধু এককাপ চা হলেই চলবে, নাস্তার দরকার নেই।

BanglaBook.org

বেলা দেড়টা পর্যন্ত লুপিন নিচে না নামায় আমি আবার ওপরে গিয়ে তাকে বললাম, আমরা বেলা দুটোয় খাই। সে বললো, ঠিক সময়ে সে টেবিলে পৌছে যাবে। কিন্তু সে পৌনে তিনটার আগে নিচে নামলোনা। আমি বললাম, "আমরা তোমাকে ভালো করে কাছেও পাইনি। তাছাড়া তোমাকে সাড়ে পাঁচটার ট্রেনে ফিরতে হবে। কাজেই, আর এক ঘন্টার মধ্যে তোমাকে রওনা করতে হবে, যদি মাঝরাতের মেইল ট্রেনে যেতে না চাও।" সে বললো, "দ্যাখো বাবা, অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়ে লাভ নেই। আমি ব্যাংকের চাকরিটা ছেড়ে দিয়েছি।"

কিছুক্ষণের জন্যে আমি স্তব্ধ হয়ে গেলাম। সম্বিৎ ফিরে পেয়ে বললাম,, "কিভাবে? কিভাবে তুমি আমার সাথে আলাপ না করে এতোবড়ো কাজ করলে? আমি কিচ্ছু শুনতে চাইনা। এক্ষুনি বসে আমি যা বলি লেখ। রেজিগনেশন প্রত্যাহারের আবেদন। তোমার চিন্তাহীনতার জন্যে ভালোভাবে দোষ স্বীকার করে লিখবে

ভাবুনতো, আমি কী পরিমাণ হতাশ হতে পারি যখন সে জোরে অট্টহাসি দিয়ে জবাব দিলো, "কোনো লাভ হবে না। খাঁটি সত্য কথাটি যদি শুনতে চাও তবে শোনো, আমার চাকরি চলে গেছে।"

৭ই আগষ্ট। আমরা ছুটি কাটানোর জন্যে কোনো রুম না পাওয়ায় মিঃ পার্কাপ্ আমাকে এক সপ্তাহের জন্যে ছুটি পেছানোর অনুমতি দিলেন। এতে আমাদের ছুটিতে যাওয়ার আগে উইলির জন্যে একটি চাকরির সন্ধান করার সুযোগ পাওয়া গেল। আমার জীবনের স্বপ্ন মিঃ পার্কাপের ফার্মেই তাকে ঢোকানো।

১১ই আগষ্ট। যদিও আমাদের সঙ্গে আমাদের ছেলে লুপিনের থাকাটা একটা সাংঘাতিক ব্যাপার, তথাপি এটা জেনে ভালো লাগলো, শুধুমাত্র 'তার কাজে মন না লাগানো ও রোজ একঘন্টা (কখনো কখনো দু'ঘন্টা) দেরি করে অফিসে আসার কারণে তাকে পদত্যাগ করতে বলা হয়েছিলো। আমরা সবাই নিশ্চিন্তমনে সোমবার ব্রড্স্টেয়ারসের উদ্দেশ্যে রওনা হতে পারি। এতে গত কয়েকদিনের দুশ্চিন্তা থেকে মনটাকে দূরে সরিয়ে রাখা যাবে। ওল্ড্হ্যামের ব্যাংক ম্যানেজারের সাথে অনর্থক চিঠি লেখালেখি করে বৃথাই এ-সময়টা নষ্ট করলাম।

১৩ই আগষ্ট। কী মজা, আমরা ব্রড্স্টেয়ারসে এসে গেছি। স্টেশনের কাছে চমৎকার এ্যাপার্টমেন্ট। পাহাড়ের ওপরে হলে এর ভাড়া দ্বিগুণ হতো। বাড়িঅলা বিকেল পাঁচটায় আমাদের জন্যে মধ্যাহ্নভোজ ও চায়ের চমৎকার একটি আয়োজন করেছিলো। আমরা সবাই তৃপ্তিসহকারে খেলাম। কেবল লুপিন মাখনের ভেতর একটি মাছি পড়ে থাকতে দেখে খুঁত্খুঁত্ করছিলো। সন্ধ্যেয় চারিদিক খুবই ভিজা ছিলো। এতে সকাল-সকাল শুয়ে পড়ার ভালো একটি ওজুহাত পাওয়া গেল। লুপিন বললো, সে বসে কিছুক্ষণ পড়বে।

BanglaBook.org

১৪ই আগস্ট। লুপিনের ওপর আমি খানিকটা বিরক্তই হলাম। গতরাতে সে পড়া বাদ দিয়ে এ্যাসেম্বলি রুমে আয়োজিত অতি সাধারণ একটি মনোরঞ্জনের অনুষ্ঠানে গিয়ে যোগ দিয়েছিলো। আমি তাকে আমার মতামত জানিয়ে দিলাম, এধরনের অনুষ্ঠানে যাওয়া কোনো ভদ্রলোক সমর্থন করতে পারে না। সে জবাব দিলো, "ওটাতো ছিলো 'কেবল একরাতের জন্যে'। ওদের চমৎকার মিউজিক শুনে আমি অবাক হয়ে গেছি। আমি ঠিক করেছি, ইংল্যাণ্ডের বিশিষ্ট স্পার্ক্ পলি প্রেস্ওয়েলের সঙ্গে গিয়ে দেখা করবো।" আমি তাকে বললাম, আমি গর্বের সঙ্গে বলছি ঐ মহিলার নাম আমি কোনোদিন শুনিনি। ক্যারী বললো, "ছেলেটাকে একটু একা থাকতে দাও নিজের প্রতি খেয়াল রাখার মতো যথেষ্ট বয়স ওর হয়েছে ভুলে যেওনা, ও কিন্তু একজন ভদ্রলোক, আর মনে রেখো, তুমি নিজেও একদিন তরুণ ছিলে।" সারাদিন বৃষ্টি হলো। কিন্তু লুপিন বাইরে যাবেই।

১৫ই আগস্ট। আকাশটা কিছুটা পরিষ্কার হলো। তাই আমরা সবাই মার্গেট যাওয়ার ট্রেন ধরলাম। জেটিতে প্রথমে যে মানুষটির সঙ্গে আমাদের দেখা হলো, সে ছিলো গোয়িং। আমি বললাম, "কী হে, আমি ভেবেছিলাম তুমি তোমার বার্মিংহামের বন্ধুদের নিয়ে বারমাউথ্ গেছ।" সে বললো, "হ্যাঁ, তবে তরুণ পিটার লরেন্স এমনই অসুস্থ হয়ে পড়লো যে, তারা তাদের বেড়ানো স্থগিত করে দিলো। আর তাই আমি এখানে চলে এলাম। জানো, কামিংস্রাও কিন্তু এখানে?" ক্যারী বললো, "ইস্! কী মজাটাই না হবে! কয়েকটি সন্ধ্যে আমরা একসঙ্গে থেকে খেলা করতে পারবো

আমি লম্বা কোটের সাথে আমার নতুন ঘড়ের তৈরি হেলমেট মাথায় দেয়ায় লুপিন আমার সঙ্গে রাস্তায় হাঁটতে পরিস্কার অস্বীকৃতি জানালো।

আমি লুপিনের সঙ্গে গোয়িংয়ের পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললাম, "তুমি শুনে আনন্দিত হবে, আমাদের ছেলে এখন আমাদের সঙ্গে বাড়িতেই থাকে।" গোয়িং বললো, সেটা আবার কেমন কথা? তুমি কি এটাই বলতে চাচ্ছো যে, সে ব্যাংকের চাকরিটা ছেড়ে দিয়েছে?"

আমি তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ পাল্টিয়ে গোয়িংয়ের বিব্রতকর প্রশ্নের সম্মুখীন হওয়া থেকে নিজেকে রক্ষা করলাম। এধরনের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে সে খুবই পছন্দ করে।

১৬ই আগষ্ট। আমি লম্বা কোটের সাথে আমার নতুন খড়ের তৈরি হেলমেট মাথায় দেয়ায় লুপিন আমার সঙ্গে রাস্তায় হাঁটতে পরিষ্কার অস্বীকৃতি জানালো। আমি বুঝিনা, ছেলেটা যে কী হচ্ছে।

১৭ই আগষ্ট। লুপিনের সঙ্গে আমাদের মতের মিল না হওয়ায় ওকে বাদ দিয়ে ক্যারী ও আমি দু'জনে সমুদ্রে নৌকা বাইতে চলে গেলাম। ক্যারীর সঙ্গে কিছুক্ষণ একা থাকতে পেরে যেন স্বস্তি ফিরে পেলাম। কারণ, লুপিন যখন আমাকে বিরক্ত করে, ক্যারী সবসময় ওর পক্ষ নিয়ে কথা বলে। আমরা ফিরে আসার পর বিস্ময়ের সাথে লুপিন বললো, "বাবা, তুমি নাকি আজকাল 'টাকা বমি করানোর ওষুধ খাচ্ছো, সত্যি? এরপর 'লিভার ঝাঁকুনির ওষুধ' খেলে তোমার রোগ আট-আনাও থাকবেনা।" আমি অনুমান করলাম, সে তিনচাকাঅলা সাইকেল কেনার কথা বলতে চাচ্ছে। তবে তার কথা আমি না বোঝার ভান করলাম।

১৮ই আগষ্ট। মার্গেটে একটি উপভোগ্য সন্ধ্যের আয়োজন করার ব্যাপারে গোয়িং ও কামিংসেরই জিত হলো। বৃষ্টিতে চারিদিক ভিজা থাকায় গোয়িং কামিংস্‌কে বললো তার সঙ্গে হোটেলে গিয়ে বিলিয়ার্ড্‌স খেলতে। সে জানে, আমি কখনো বিলিয়ার্ড্‌স খেলিনা এবং কারো এই খেলা আমি সমর্থনও করিনা। কামিংস্ বললো, তাকে খুব তাড়াতাড়ি মার্গেটে ফিরতে হবে। এই কথা শোনামাত্র আমাকে চমকে দিয়ে লুপিন বলে উঠলো, "আমি তোমাকে হারিয়ে দেবো গোয়িং, কমপক্ষে একশ'র ব্যবধানে। এক-রাউণ্ড খেল্‌লে ডিনারের জন্যে পেটটা বেশ খালি হয়ে যাবে।" আমি বললাম, "*মিষ্টার* গোয়িং বোধহয় বাচ্চাদের সঙ্গে খেলাকে তেমন পাত্তাই দেয়না।" গোয়িং আমাকে অবাক করে দিয়ে জবাব দিলো, "হ্যাঁ দেই, যদি তারা ভালো খেলে।" অতঃপর ওরা দু'জনে একসঙ্গে চলে গেল।

১৯শে আগষ্ট, রোববার। আমি লুপিনকে তার ধূমপান করা (যা দিয়ে প্রচণ্ডভাবে সে তৃপ্তি মেটায়) ও বিলিয়ার্ড্‌স খেলার ব্যাপারে কিছু হিতোপদেশ পড়ে শোনাতে যাচ্ছিলাম, এমন সময় সে মাথায় হ্যাট পরে বেরিয়ে গেল। এরপর ক্যারী লুপিনকে কেবলই একটি শিশু হিসেবে আমার গণ্য করার সহজবোধ্য অযৌক্তিকতা সম্পর্কে দীর্ঘ একটি হিতোপদেশ *আমাকে* পড়ে শোনালো। আমার মনে হলো, ক্যারী ঠিকই বলছে। তাই সন্ধ্যেয় লুপিনকে আমি একটি চুরুট এগিয়ে দিলাম।

BanglaBook.org

তাকে খুব খুশিই মনে হলো। তবে কয়েকটি টান দেয়ার পর সে বললো, "এটা দু'পয়সা দামের সস্তা জিনিস। আমার একটা নিয়ে দ্যাখো।" এই বলে সে আমাকে একটি কড়া স্বাদের চুরুট বের করে দিলো। এ থেকে অনেক কিছুই বোঝা গেল।

২০শে আগস্ট। আকাশটা মেঘাচ্ছন্ন থাকা সত্ত্বেও সমুদ্রতীরে আমাদের শেষদিনটি ভালোই কাটলো। এজন্যে আমি আনন্দিত। সন্ধ্যেয় আমরা (মার্গেটে) কামিংস্‌দের ওখানে গেলাম এবং শীতের কারণে রাত্রে ওখানে থেকে আমরা খেলা করলাম, যদিও গোয়িং তার চিরদিনের স্বভাবমতো সীমা লঙ্ঘন করে ফেললো। তার পরামর্শে আমরা 'কাটলেটস' নামক একটি খেলা খেলতে লাগলাম। এটি এমন একটি খেলা, যার নাম আমরা কোনোদিনই শুনিনি। সে একটি চেয়ারে বসে ক্যারীকে তার কোলের ওপর বসতে বললো। ক্যারী তার প্রস্তাব ন্যায়সঙ্গতভাবেই প্রত্যাখ্যান করে দিলো

আমরা 'কাটলেটস' খেলা খেলছি আমরা যখন একজন আরেকজনের কোলের ওপর বসলাম, গোয়িং বললো, "তোমরা কি গ্রেট মোগলদের কথা বিশ্বাস করো?"

কয়েকদফা উচ্চস্বরে ঝগড়া ও তর্কাতর্কি করার পর আমি গোয়িংয়ের হাঁটুর ওপর বসলাম এবং ক্যারী বসলো আমার হাঁটুর কিনারে লুপিন কারোর কোলের এক-পাশে বসলো অতঃপর কামিংস্ বসলো লুপিনের কোলে, আর মিসেস কামিংস্ তার স্বামীর কোলে। আমাদেরকে দেখে খুবই হাস্যকর মনে হচ্ছিলো। আমরা খুব হাসলাম।

এরপর গোয়িং বললো, "তোমরা কি গ্রেট মোগলদের কথা বিশ্বাস করো?" আমরা সবাই একসঙ্গে জবাব দিলাম,"হ্যাঁ, করি (তিন বার)। গোয়িং বললো, "আমিও করি।" এই বলেই অকস্মাৎ সে উঠে দাঁড়ালো। এই নির্বোধ কৌতুকের

BanglaBook.org

ফল দাঁড়ালো এই যে, আমরা সবাই হুড়মুড় করে মাটিতে পড়ে গেলাম এবং ক্যারী উনুনের চারপাশের ধাতব ঘেরের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে মাথায় আঘাত পেলো। মিসেস কামিংস্ আঘাতের জায়গায় ভিনিগার লাগিয়ে দিলেন। এসব করতে গিয়ে আমরা শেষ ট্রেনটি ধরতে পারলামনা। ফলে আমাদেরকে গাড়িতে করে ব্রড্স্টেয়ার্সে ফিরে আসতে হলো। এতে আমাকে সাত শিলিং ছয় পেন্স খরচও করতে হলো।

গোয়িং বললো, "আমিও করি এই বলেই অকস্মাৎ সে উঠে দাঁড়ালো

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

আবার আমরা বাসায়।
ক্যারীর ওপর মিসেস জেম্‌সের প্রভাব।
লুপিনের জন্যে কোথাও চাকরি পাওয়া যাচ্ছেনা।
পাশের বাড়ির প্রতিবেশীরা কিছুটা পীড়াদায়ক।
কেউ একজন আমার ডায়েরির কয়েকটি পৃষ্ঠা ছিঁড়ে নিয়েছে।
লুপিনের জন্যে একটি চাকরি পাওয়া গেল।
লুপিন একটি ঘোষণা দিয়ে আমাদেবকে চমকিয়ে দিলো।

অধ্যায়-৭

২২শে আগস্ট। আমরা আবার বাসায় ফিরে এসেছি। ক্যারী ফুলদানিগুলো বসানোর জন্যে কতকগুলো সুন্দর নীল উলের তৈরি ম্যাট্ কিনেছে। ফ্রিপ্‌স, জেম্‌স এ্যাণ্ড কোং চিঠি দিয়ে জানিয়েছে, লুপিনের জন্যে তাদের কোম্পানিতে কেরানির কোনো পদ খালি নেই।

২৩ শে আগস্ট। আমি প্যারিস-পলেস্তারার তৈরি বাদামি রঙের একজোড়া হরিণের মাথা কিনলাম। আমাদের ছোট্ট হলঘরে ওগুলো সত্যিকারের হরিণের মাথা বলেই মনে হবে এবং ঘরের জৌলুশও বাড়িয়ে দেবে। সত্যিকারের মাথার সঙ্গে এমন অদ্ভুত মিল ওগুলোর। পুলারস্ এ্যান্ড স্মিথ্ লুপিনকে চাকরি দিতে না পেরে দুঃখিত।

লুপিনের মন খারাপ। তাই শুধুমাত্র তাকে খুশি করার জন্যে এবং সবকিছুতেই যাতে সে উৎফুল্ল বোধ করে সেজন্যে ক্যারী সাটনের মিসেস জেম্‌সকে আমন্ত্রণ জানালো আমাদের বাসায় এসে দু'তিন দিন বেড়ানোর জন্যে। লুপিনকে একটা চমক দেবো বলে এব্যাপারে তাকে অগ্রিম কিছুই জানাইনি।

২৬শে আগস্ট। বিকেলে মিসেস জেম্‌স এসে পৌঁছুলেন। সঙ্গে বিরাট একটি বনফুলের তোড়া। মিসেস জেম্‌সের ব্যবহার আমি যতোই দেখছি, ততোই তাঁকে একজন ভালো মহিলা বলে আমার মনে হচ্ছে। ক্যারীর প্রতি তিনি খুবই মনোযোগী। তিনি তাঁর মস্তকাবরণটি খুলে রাখার জন্যে ক্যারীর রুমে ঢুকলেন এবং সেখানে প্রায় ঘন্টা খানেক অবস্থান করে পোষাক সম্পর্কে কথা বললেন। লুপিন বললো, সে মিসেস জেম্‌সের *বেড়াতে আসায়* একটুও অবাক হয়নি, অবাক হয়েছে *তাঁকে দেখে।*

BanglaBook.org

২৬শে আগস্ট, রোববার। আজ গির্জায় যেতে দেরিই হয়ে গেল। সারাটা সকাল কী পোষাক পরে কাটাবো, এ নিয়ে মিসেস জেম্‌সের পরামর্শ শুনতে গিয়েই এই দেরি। লুপিনের সঙ্গে মিসেস জেম্‌সের সম্পর্কটা তেমন ভালো যাচ্ছেনা বলেই মনে হচ্ছে। পাশের বাড়ির প্রতিবেশীদের নিয়ে কিছুটা সমস্যায় পড়তে হতে পারে বলে আশঙ্কা করছি। ওরা গত বুধবারই এসেছে। ওদের ছোট ছোট ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে বেড়াতে-আসা বেশ কিছু বন্ধু-বান্ধব ইতোমধ্যেই আমাদের সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আমি প্যারিস-পলেস্তারার তৈরি একটি হরিণের মাথা দেয়ালে ঝোলালাম।

দু'-এক সন্ধ্যে আগে আমি যখন অতিরিক্ত গরমের দরুন ওয়েস্‌কোট পরে (আমার অভ্যাসবশত) এর পকেটে হাতের বুড়ো আঙ্গুল ঢুকিয়ে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম, তখন আমেরিকানদের মতো দেখতে একজন লোক ঘোড়ার গাড়িতে

বসে কুরুচিপূর্ণ বাজে একটি গান গাইতে শুরু করলো "আমার ওয়েস্‌কোটের পকেটে তেরো ডলার ছিলো"। আমি ধারণা করলাম, সে আমাকেই উদ্দেশ্য করে ঐ গান গাইছে এবং আমার ধরণা সঠিক বলে প্রমাণিত হলো আজ বিকেলে, যখন আমি লম্বা হ্যাট পরে বাগানের চারিদিকে হাঁটছিলাম এবং কেউ একজন ইচ্ছে করেই আমার হ্যাটকে লক্ষ্য করে একটি পট্‌কা ছুঁড়ে মারলো। পট্‌কাটি হ্যাটে লেগে কাগজে মোড়ানো বারুদ ফাটার মতো বিকট শব্দ করে ফেটে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আমি পেছন ফিরে তাকালাম এবং আমি নিশ্চিত, সেদিনের গাড়িতে-বসা সেই লোকটিকেই আমি দেখতে পেলাম একটি বেড়রুমের জানালার পাশ থেকে সরে যাচ্ছে।

২৭ শে আগস্ট। ক্যারী ও মিসেস জেম্‌স আজ বাজারে গিয়েছিলো এবং আমার অফিস থেকে আসার সময় পর্যন্ত তারা বাসায় ফেরেনি। পরবর্তীতে তাদের কথোপকথন শুনে আমার ভয় হচ্ছে, মিসেস জেম্‌স পোষাক সম্পর্কে বাজে সব ধারণা দিয়ে ক্যারীর মাথাটাকেই খারাপ করে দিচ্ছেন। আমি গোয়িংয়ের বাসায় গিয়ে তাকে রাত্রে আমাদের সঙ্গে খাওয়ার আমন্ত্রণ জানালাম, যাতে সন্ধ্যেটা হাসিখুশি করে কাটানো যায়।

ক্যারী উপস্থিত যা ছিলো তাই দিয়েই ঝটপট একটি নৈশভোজের আয়োজন করলো। এতে ছিলো ঠাণ্ডা হয়ে-যাওয়া মাংসের অবশিষ্টাংশ, সালমন মাছের ছোট্ট একটি টুকরো (যা সবার পাতে দেয়া যাবে না চিন্তা করে আমাকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে বলে আগেই ঠিক করা ছিলো), *দুধ-মেশানো জেলি* ও কাষ্টার্ড। এছাড়া সাইড-বোর্ডে রাখা ছিলো একটি মদ-ঢালা সোরাহি ও জ্যাম লাগানো কিছু পেষ্ট্রি। মিসেস জেম্‌স আমাদেরকে 'মাঙ্কিজ' নামের বেশ ভালো একটি তাসের খেলা খেলতে বসালেন। হঠাৎ খেলার মাঝখানে লুপিন খেলা ছেড়ে উঠে পড়লো ওর আচরণে আমি যতোখানি বিস্মিত হলাম, তার চেয়ে বেশি বিরক্ত হলাম। খেলা ছেড়ে উঠেই অত্যন্ত শ্লেষাত্মক কণ্ঠে সে বললো, "মাফ করবেন, এধরনের জিনিস আমার জন্যে খুবই ফাষ্ট। আমি পেছনের বাগানে গিয়ে মার্বেলের শান্ত খেলা খেলবো।"

পরিস্থিতি হয়তো খারাপের দিকে যেতো যদি গোয়িং (যাকে লুপিনের প্রতি বেশ আকৃষ্ট বলে মনে হচ্ছে) ঐ সময় নতুন কিছু খেলা আবিষ্কার করবে বলে লুপিনকে না ডাকতো। লুপিন বললো, "চলো, আমরা 'মাঙ্কিজ' খেলি।" অতঃপর সে গোয়িংকে সঙ্গে নিয়ে তার আগে আগে হেঁটে তাকে সারাটা রুম ঘুরিয়ে আয়নার সামনে এনে দাঁড় করালো। আমি স্বীকার করছি, এই দৃশ্য দেখে আমি প্রাণভরে হেসেছি। এরপরেও সবাইকে হাসতে দেখে এবং এই হাসির কারণ কেউ ব্যাখ্যা না করায় কিছুটা বিরক্তও হলাম। শেষে বিছানায় শুতে যাওয়ার সময় আমি আবিষ্কার করলাম, আমার কোটের পেছনের একটি বোতামের সঙ্গে চেয়ারের হেলানি-ঢাকা কাপড়টি লেগে রয়েছে এবং এই অবস্থায় সম্ভবত সারাটা সন্ধ্যে আমি সবার সামনে দিয়ে হাঁটাহাঁটি করেছি।

BanglaBook.org

২৮শে আগস্ট। বাগানে সারিবদ্ধভাবে লাগানো গাছগুলোর মাঝের সারির এক জায়গায় বড়ো একটি ইট পড়ে থাকতে দেখলাম। নিশ্চয়ই পাশের বাড়ি থেকে ওটা এসেছে। প্যাটেল্‌স্ এ্যান্ড প্যাটেল্‌স্-এ লুপিনের জন্যে কোনো পদ খালি নেই।

২৯শে আগস্ট। মিসেস জেম্‌স ক্যারীকে পুরোদস্তুর বোকা বানিয়ে চলেছেন। ক্যারী হঠাৎ করেই ঢিলা ফ্রক জাতীয় সুতোর কাজ-করা পোষাক পরে আবির্ভূত হলো। সে বললো "সুতোর কাজ-করা পোষাকই এখন অত্যন্ত জনপ্রিয় ফ্যাশন!" আমি জবাব দিলাম, এই ফ্যাশনই আমার যতো রাগের কারণ। সে মাথায় রান্নাঘরের কয়লার ঝুড়ির মতো বড়ো এবং ঐরকমই দেখতে একটি হ্যাটও পরেছিলো। মিসেস জেম্‌স বাড়ি গেলেন। এতে লুপিন এবং আমি একরকম খুশিই হলাম। লুপিনের আসার পর থেকে এই একটিমাত্র বিষয়েই আমরা প্রথমবারের মতো একমত হলাম। মার্কিন্‌স্ এ্যান্ড সন্ চিঠি দিয়ে জানিয়েছে, তাদের ওখানে লুপিনের জন্যে কোনো পদ খালি নেই।

৩০শে অক্টোবর। আমি জানতে খুবই আগ্রহী কে আমার ডায়েরি থেকে শেষের পাঁচ-ছয় সপ্তাহের পৃষ্ঠা ইচ্ছাকৃতভাবে ছিঁড়ে নিয়েছে। একেবারে অবিশ্বাস্য! আমার বিরাটকায় এই ডায়েরিতে প্রাত্যহিক ঘটনাবলী কালির আঁচড়ে লিখে রাখার মতো প্রচুর জায়গা রয়েছে। আমি গর্বের সাথে বলতে পারি, অনেক কষ্ট স্বীকার করে ঐ ডায়েরিতে আমি আমার প্রাত্যহিক ঘটনাবলী রোজ লিপিবদ্ধ করি।

ক্যারীকে জিজ্ঞেস করলাম এব্যাপারে সে কিছু জানে কিনা। সে জবাব দিলো, আমার নিজের দোষেই এমনটি ঘটেছে: কেননা, ঘরে ময়লা-আবর্জনা সাফকারী একজন ঠিকা-ঝি ও চিমনির ঝুলকালি সাফকারী একজন সুইপের থাকাবস্থায় ডায়েরিটিকে আমি আগোছালোভাবে ফেলে রেখে গিয়েছিলাম। আমি বললাম, এটা আমার প্রশ্নের কোনো জবাব হলোনা। রাগতঃস্বরে দেয়া আমার এই পাল্টা জবাব, যা অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন বলে আমি ধারণা করেছিলাম, আরও ফলপ্রসূ হতো যদি করিডোরে অস্থায়ীভাবে রাখা টেবিলের ওপর থেকে আমার কনুইয়ের গুঁতোয় ক্যারীর সখের ফুলদানিটিকে আমি মেঝেতে ফেলে ভেঙে না ফেলতাম।

ক্যারী এই বিপর্যয়ে ভীষণ বিমর্ষ হয়ে পড়েছে। কেননা, এটি এমন একজোড়া ফুলদানির একটি, যার মতো হুবহু দেখতে আর একটি বাজারে খুঁজে পাওয়া যাবেনা। তাছাড়া আমাদের বিয়েতে মিসেস বার্টসেট ওগুলো উপহার হিসেবে আমাদেরকে দিয়েছিলেন। মিসেস বার্টসেট ছিলেন ক্যারীর অস্টিনে বসবাসরত কাজিন্ পমারটনদের বান্ধবী। আমি সারাহ্‌কে ডেকে ডায়েরির ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম। সে বললো, বসার ঘরে সে যায়ইনি; সুইপ চলে যাওয়ার পর ঝি মিসেস বিরেল্ রুম পরিষ্কার করে নিজেই ময়লার স্তূপে আগুন ধরিয়েছিলো। চুলোর ঝাঁঝরির ওপর একটি পোড়া কাগজের টুকরো দেখতে পেয়ে আমি ওটাকে পরীক্ষা

BanglaBook.org

করলাম। দেখলাম, আমার ডায়েরির পৃষ্ঠারই একটি অংশ। বুঝতে আর বাকি রইলোনা, কেউ একজন আমার ডায়েরির পৃষ্ঠা ছিঁড়ে এর সাহায্যে আগুন জ্বালিয়েছে। মিসেস বিরেল্‌কে আগামীকাল আমার সঙ্গে দেখা করার জন্যে ডেকে পাঠালাম।

৩১শে অক্টোবর। বড়োসাহেব মিঃ পার্কাপের কাছ থেকে একটি চিঠি পেলাম। তিনি লিখেছেন, আমাদের ছেলে লুপিনের জন্যে তিনি একটি চাকরির খোঁজ পেয়েছেন। এই খবরে আমার ডায়েরির একটি অংশ খোয়া যাওয়ার দুঃখটা কিছুটা লাঘব হলো কেননা, আমি স্বীকার করছি, গত কয়েক সপ্তাহ যাবৎ লুপিনের চাকরির দরখাস্তের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন জায়গা থেকে যেসব হতাশাব্যঞ্জক জবাব এসেছে, সেগুলোই শুধু ডায়েরির ঐ অংশে আমি লিপিবদ্ধ করেছিলাম। মিসেস বিরেল্ এসে দেখা করলো এবং আমার কথার জবাবে বললো, কোনো বই-ই সে চোখে দেখেনি; তাছাড়া ওসব *স্পর্শ* করার মতো অমন বেপরোয়াও সে নয়।

আমি বললাম, কে ও-কাজ করেছে আমি বের করবোই। এর জবাবে সে বললো, এব্যাপারে যথাসাধ্য সে আমাকে সাহায্য করবে: তবে তার মনে পড়ছে, সুইপ *ঠিক ঐ রকম কাগজের* একটি টুকরো জ্বালিয়ে আগুন ধরিয়েছিলো। আমি সুইপকে আগামীকাল আমার সঙ্গে দেখা করার জন্যে ডেকে পাঠালাম। আমার ধারণা, ক্যারী লুপিনকে দরজার হুড়কা খোলার চাবি দেয়নি: ওকে একদিনের জন্যেও আমরা ভালোভাবে কাছে পেয়েছি বলে আমাদের মনে পড়েনা। আমি বেলা একটা পর্যন্ত তার অপেক্ষায় বসে থেকে অবশেষে টায়ার্ড হয়ে রিটায়ার করলাম

১লা নবেম্বর। আমার গতকালের লেখা 'টায়ার্ড হয়ে রিটায়ার করলাম' কথাটি বেশ মজার। লেখার সময় বিষয়টি আমি খেয়াল করিনি। এই মুহূর্তে আমি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত না হলে এ নিয়ে ছোট্ট একটি কৌতুক শোনাতাম। সুইপ এলো। তবে তার এতোখানি স্পর্ধা যে, হলঘরের দরজা পর্যন্ত এসে তার ঝুলকালিভর্তি নোংরা ব্যাগটাকে দরজার সিঁড়ির ওপর হেলান দিয়ে রেখে দিলো। যাইহোক, তাকে এতো ভদ্র ও বিনয়ী বলে মনে হলো যে, আমি তাকে তিরস্কারই করতে পারলামনা। সে বললো, সারাহ্ ময়লার স্তূপে আগুন ধরিয়েছিলো। ঠিক এই সময় সারাহ্ রেলিংয়ের ধূলো পরিস্কার করছিলো। দুর্ভাগ্যক্রমে সে কথাটি শুনে ফেললো এবং ক্ষিপ্ত হয়ে দৌড়ে নিচে নেমে এলো। সামনের দরজার সিঁড়ির ওপরেই সুইপের সঙ্গে সে চেঁচামেচিপূর্ণ ঝগড়া বাধিয়ে দিলো। এধরনের ঘটনা আমি কিছুতেই ঘটতে দিতে চাইনা। আমি সারাহ্‌কে কাজে যেতে নির্দেশ দিলাম এবং সুইপকে বললাম, তাকে বিরক্ত করার জন্যে আমি দুঃখিত। প্রকৃতই আমি দুঃখিত, কেননা সে না এলে দরজার সিঁড়িগুলো এভাবে ঝুলকালিতে ভরে যেতোনা। কে আমার ডায়েরির পৃষ্ঠা ছিঁড়েছে, তা বের করতে আমি স্বেচ্ছায় দশ শিলিং পর্যন্ত ব্যয় করতে প্রস্তুত।

BanglaBook.org

মিঃ পার্কাপ

২রা নবেম্বর। আজ সন্ধ্যেটা ক্যারীর সঙ্গে চুপেচাপে নিরিবিলি পার করলাম। এই একটিমাত্র মানুষের সঙ্গ কখনোই আমার কাছে বিরক্তিকর লাগেনা আমরা 'আপনার বিবাহিত জীবন কি ব্যর্থ?'-এ প্রসঙ্গে লেখা কয়েকটি চিঠি সম্পর্কে অত্যন্ত উপভোগ্য আলোচনা করলাম আমাদের বিবাহিত জীবন কিন্তু মোটেও ব্যর্থ নয়। আমরা আমাদের নিজেদের সুখের দিনগুলোর কথা বলতে বলতে টেরই পাইনি, কখন মাঝ-রাত পেরিয়ে গেছে। হঠাৎ জোরে দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দে আমরা চমকে উঠলাম। লুপিন এলো। সে ঘরে প্রবেশ করে ভেতরে যাওয়ার পথে গ্যাস-বাতিটা নেভানোর কোনো উদ্যোগই নিলোনা এমনকি, আমরা যে-রুমে ছিলাম সে রুমের দিকে একবার তাকানোরও চেষ্টা করলোনা। ভীষণ আওয়াজ করে সোজা তার বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লো। আমি তাকে কিছুক্ষণের জন্যে নিচে নেমে আসতে বললাম। সে পরিশ্রান্ত থাকার কারণ দেখিয়ে নিচে নামতে পারবেনা বলে ক্ষমা চেয়ে নিলো। কিন্তু পনেরো মিনিট যেতে-না-যেতেই তার চিৎকার করে গাওয়া 'দ্যাখো আমি পল্‌কা নাচি' বা এ ধরনের বাজে কোনো গানের সঙ্গে তার রুমের ভেতর সে নাচতে শুরু করলো। তার কথার সঙ্গে বাস্তব অবস্থার কোনো মিলই খুঁজে পাওয়া গেলনা।

৩রা নবেম্বর। অবশেষে সুখবর পাওয়া গেল মিঃ পার্কাপ্ লুপিনের জন্যে একটি চাকরি খুঁজে পেয়েছেন সোমবারই তাকে গিয়ে দেখা করতে হবে। মনটা যে

BanglaBook.org

কতোখানি হাল্কা হলো! আমি লুপিনকে সুখবরটা দেয়ার জন্যে তার রুমে গেলাম। কিন্তু খুবই আলুথালুভাবে তাকে বিছানায় শুয়ে থাকতে দেখে সন্ধ্যেয় কথাটা তাকে বলবো বলে ঠিক করলাম।

লুপিন বললো, গতরাতে সে 'হলোওয়ে কমেডিয়ান্স' নামের একটি এ্যামেচার ড্রামাটিক ক্লাবের সদস্য নির্বাচিত হয়েছে। যদিও সন্ধ্যেটা তার জন্যে খুবই আরামদায়ক ছিলো, তথাপি অনুষ্ঠান চলাকালে সে ঠাণ্ডা বাতাসে বসে থাকায় তার মাথায় স্নায়ূশূল হয়ে গেছে। সে সকালের নাস্তা খাবেনা বললো। তাই তার রুম থেকে আমি বেরিয়ে এলাম।

সন্ধ্যেয় একটি মদের বোতল বের করলাম এবং আশ্চর্যজনকভাবে লুপিন তখন ঘরে থাকায় আমরা গ্লাসে মদ ঢাললাম। আমি বললাম, "বাবা লুপিন, তোমার জন্যে একটি অপ্রত্যাশিত সুখবর আছে। মিঃ পার্কাপ্ তোমার জন্যে একটি চাকরি যোগাড় করেছেন।" লুপিন বললো, "মহৎ কাজ!" সেই সঙ্গে আমরা আমাদের গ্লাস খালি করে ফেললাম।

এরপর লুপিন বললো, "আবার গ্লাসগুলো ভর্তি করো: কারণ, এবার তোমাদের জন্যে একটি অপ্রত্যাশিত সুখবর আছে।" আমি একটু ঘাবড়িয়ে গেলাম এবং সঙ্গত কারণে ক্যারীও, কারণ সে বললো, "আমার মনে হয় ওটাকে সুখবর বলে আমাদের ধরে নিতে হবে

লুপিন বললো, "*তা ঠিক আছে। আমি বিয়ের জন্যে এংগেজ্ড্ হয়ে গেছি!*"

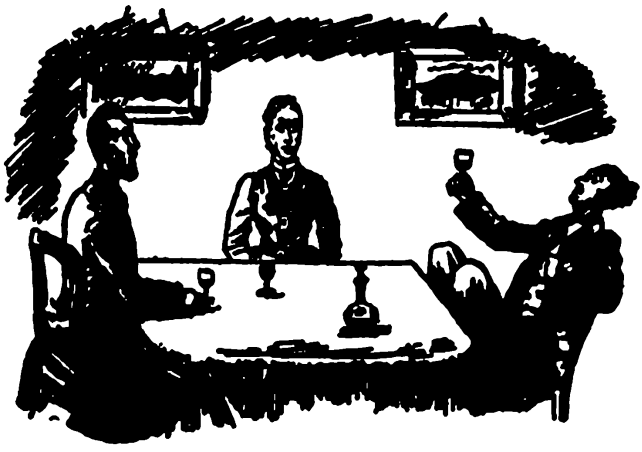

লুপিন বললো, " আমি বিয়ের জন্যে এংগেজ্ড্ হয়ে গেছি!"

আলোচনার একমাত্র প্রসঙ্গ ডেইজি মাট্‌লার।
লুপিনের নতুন চাকরিতে যোগদান।
কামিংসের বাড়িতে আতশবাজি ফোটানো।
'হলোওয়ে কমেডিয়ান্‌স্‌'।
ঠিকা-ঝি'য়ের সঙ্গে সারাহ্‌র ঝগড়া।
লুপিনের অবাঞ্ছিত নাক-গলানো।
ডেইজি মাট্‌লারের সাথে
আমাকে পরিচয় করিয়ে দেয়া হলো।
তার সম্মানে আমরা
একটি পার্টি দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম।

অধ্যায়-৮

৫ই নবেম্বর, রোববার। ক্যারী ও আমি বেশ দুশ্চিন্তায় পড়লাম। এখনো নিতান্ত বালক এই লুপিন কোনোকিছু না-ভেবে এবং আমাদের কারো সঙ্গে আলাপ-আলোচনা না করে নিজের বিয়ে নিজেই ঠিক করে ফেলেছে। ডিনারের পর সে সবকিছু আমাদেরকে খুলে বললো। সে বললো, মেয়েটির নাম ডেইজি মাট্‌লার এবং এ পর্যন্ত তার দেখা সব মেয়েদের ভেতর সে-ই সবচাইতে সুন্দরী, আকর্ষণীয়া ও গুণবতী। প্রথম দেখাতেই সে মেয়েটিকে ভালোবেসে ফেলেছে। যদি পঞ্চাশ বছরও মেয়েটির জন্যে তাকে অপেক্ষা করতে হয় তাও সে করবে এবং সে জানে মেয়েটিও তার জন্যে একইভাবে অপেক্ষা করবে।

লুপিন আবেগের সাথে আরও বললো, জগতটা এখন তার কাছে একেবারেই অন্যরকম, বেঁচে থাকার জন্যে খুবই উপযোগী। এখন তার শুধু একটাই উদ্দেশ্য বেঁচে থাকার, আর তা' হলো ডেইজি মাট্‌লারকে ডেইজি পুটার বানানো এবং সে নিশ্চয়তা দিয়ে বলতে পারে, মেয়েটি কখনো পুটার পরিবারের জন্যে অসম্মানজনক কিছু করবেনা। ক্যারী হঠাৎ লুপিনের গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে শুরু করলো এবং এভাবে ওকে ধরতে গিয়ে ওর হাতের মদের গ্লাসটি উল্টিয়ে ফেলে দিলো। এতে ওর হাল্কা রঙের নতুন ফুলপ্যান্টের ওপর সবটুকু জায়গা জুড়ে মদ পড়ে গেল।

আমি বললাম, মিস্‌ মাট্‌লারকে দেখে আমাদের যে পছন্দ হবে, এতে আমার কোনো সন্দেহই নেই। কিন্তু ক্যারী বললো, সে ইতোমধ্যেই তাকে ভালোবেসে ফেলেছে। আমি মনে মনে বললাম, সে সময় এখনো আসেনি। তবে কিছু না বলে

BanglaBook.org

চুপ করে রইলাম। দিনের অবশিষ্ট আলোচনার সবটুকুই ছিলো ডেইজি মাট্‌লারকে নিয়ে। আমি লুপিনকে জিজ্ঞেস করলাম, ওর অভিভাবক কে আছেন। সে জবাব দিলো, "কেন, তুমি তো মাট্‌লারকে চেনোই, উইলিয়ামস্ এ্যান্ড ওয়াট্‌স।" আমি চিনিনা। তবুও আর কিছু জিজ্ঞেস না করে চুপ করে রইলাম, পাছে লুপিন আবার বিরক্ত হয় এই ভয়ে।

৬ই নবেম্বর। লুপিন আজ আমার সঙ্গে অফিসে গিয়েছিলো। আমাদের বড়োসাহেব মিঃ পার্কাপের সঙ্গে তার দীর্ঘ আলাপের ফল এই দাঁড়ালো যে, সে স্টক্ এ্যান্ড্ শেয়ার ব্রোকার জব্ ক্লিনান্দ্স্ এ্যান্ড কোম্পানিতে কেরানির একটি চাকরি গ্রহণ করলো। লুপিন চুপেচুপে আমাকে বললো, ওটা একটা এ্যাড্‌ভার্টাইজিং ফার্ম এবং এই কারণে এটাকে একটা ভালো চাকরি বলে সে মনে করছেনা। আমি জবাব দিলাম, "ভিক্ষার চাল কাঁড়া আর আকাঁড়া।" লুপিনের প্রতি ন্যায় বিচার করতে হলে আমাকে বলতেই হবে, আমার এই কথা শুনে সে ভীষণ লজ্জিত হলো।

সন্ধ্যেয় আমরা কামিংসের বাসায় গেলাম আতশবাজি ফোটানোর জন্যে। বৃষ্টি শুরু হলো। সবকিছু কেমন যেন একঘেয়ে মনে হলো। আমার একটি আতশবাজি কিছুতেই ফুট্‌ছেনা। গোয়িং বললো, "তোমার বুটজুতোয় আঘাত করো: দেখবে, ওটা ফুটে গেছে।" আমি ওটা দিয়ে আমার বুটজুতোর মাথায় কয়েকবার আঘাত করলাম। জোরে শব্দ করে ওটা ফুটে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার হাতের আঙ্গুলগুলো বিশ্রীভাবে পুড়ে গেল। আমি আমার হাতের অবশিষ্ট আতশবাজিগুলো কামিংসের ছোট্ট ছেলেটিকে দিয়ে দিলাম ফোটানোর জন্যে।

আরেকটি দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটে গেল এবং এজন্যে আমাকে সবার একগাদা বকুনি শুনতে হলো। কামিংস্ বড়ো একটি চাকার চারদিকে আতশবাজি স্থাপন করে সেটিকে সাড়ম্বরে মাটিতে পুঁতে একটি খুঁটির সঙ্গে বেঁধে দিলো। সামান্য এই বিষয়টিকে নিয়ে সে খুব বাড়াবাড়ি করলো। সে বললো, সাত শিলিং দিয়ে সে নাকি ওটা কিনেছে। প্রথমে ওটাতে আগুন ধরাতে সামান্য কষ্ট হলো। অবশেষে ওটা ফুটলো; কিন্তু দু'-একবার আস্তে ঘোরার পর থেমে গেল। আমি ওটাকে ঘোরানোর জন্যে আমার হাতের ছড়িটি দিয়ে জোরে একটি ঠেলা দিলাম। যেই না ঠেলা দিয়েছি, আর অমনি দুর্ভাগ্যক্রমে ওটা খুঁটি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ঘাসের ওপর পড়ে গেল। এতে সবাই যেভাবে আমার ওপর রেগে চিৎকার করে উঠলো, তাতে যে-কেউ ভাববে আমি বোধহয় বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছি। আমি আর কখনো আতশবাজি ফোটানোর দলে যোগ দেবোনা। এটা সময় ও অর্থ অপচয়ের এক উদ্ভট পন্থা।

৭ই নবেম্বর। লুপিন ক্যারীকে বললো মিসেস্ মাট্‌লারের সঙ্গে গিয়ে দেখা করতে। কিন্তু ক্যারী বললো, সে মনে করে মিসেস্ মাট্‌লারেরই উচিত প্রথমে এসে তার সঙ্গে দেখা করা। আমি এ ব্যাপারে ক্যারীর সঙ্গে একমত। এতে রীতিমতো বির্তকের সৃষ্টি হলো। যাইহোক, শেষ পর্যন্ত ক্যারীর একটি কথায় বিষয়টির নিষ্পত্তি

BanglaBook.org

ঘটলো। সে বললো, তার ভিজিটিং কার্ড শেষ হয়ে গেছে। আবার কতকগুলো কার্ড ছাপতে দিতে হবে। ওগুলো ছাপা হয়ে আসলে তারপর ভাবা যাবে, কে কার সঙ্গে আগে দেখা করবে।

৮ই নবেম্বর। আমি স্টেশনারি দোকান 'ব্ল্যাক্স্'-এ আমাদের জন্যে কিছু ভিজিটিং কার্ডের অর্ডার দিলাম। প্রত্যেকের জন্যে পঁচিশটি কার্ড, যা অনেকদিন পর্যন্ত চলবে। সন্ধ্যেয় লুপিন মিস্ মাট্লারের ভাই ফ্রাঙ্ক মাট্লারকে সঙ্গে নিয়ে বাসায় এলো। বেশ লাজুক প্রকৃতির তরুণ এই ছেলেটি সম্পর্কে লুপিন বললো, সে ক্লাবের অত্যন্ত জনপ্রিয় ও সেরা একজন অপেশাদার নাট্যশিল্পী। ক্লাব বলতে সে 'হলোওয়ে কমেডিয়ান্স্'কেই ইঙ্গিত করলো। লুপিন আমাদের কানেকানে বললো, আমরা ফ্রাঙ্ককে সামান্য একটু উৎসাহ দিলে সে আমাদেরকে হাসিয়ে মারবে।

রাত্রে খেতে বসে তরুণ মাট্লার অনেক মজার মজার কান্ড করলো। সে একটি ছুরি হাতে নিয়ে তার চ্যাপ্টা অংশটিকে গালে লাগিয়ে চমৎকার কায়দায় গানের একটি সুর বাজালো। এ ছাড়াও লম্বা একটি চুরুট মুখে দিয়ে, সম্পূর্ণরূপে দন্তবিহীন একজন বুড়ো মানুষের অভিনয় করেও সে দেখালো। কিছুক্ষণ পরপর তার চুরুটের ছাই ঝাড়ার ভঙ্গি দেখে ক্যারীর তো হাসতে হাসতে ফিট্ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হলো।

আলাপের এক পর্যায়ে ডেইজি মাট্লারের নাম চলে এলো। তরুণ মাট্লার বললো, একদিন সন্ধ্যেয় সে তার বোনকে আমাদের বাসায় নিয়ে আসবে, যেহেতু তার বাবা-মা খুবই সেকেলে এবং কোথাও বেড়াতে যাননা। ক্যারী বললো, ঐদিন আমরা একটি স্পেশাল পার্টির আয়োজন করবো। তরুণ মাট্লারের যাওয়ার কোনো আগ্রহ না দেখে এবং রাতও প্রায় এগারোটা হতে যাচ্ছে দেখে আমি সঙ্কেত হিসেবে লুপিনকে মনে করিয়ে দিলাম, আগামীকাল খুব সকাল-সকাল তাকে ঘুম থেকে উঠতে হবে। সঙ্কেতে সাড়া না দিয়ে মাট্লার একটার পর একটা কৌতুকাভিনয় চালিয়ে যেতে লাগলো। প্রায় একঘন্টাযাবৎ কোনো বিরতি ছাড়াই সে তার কৌতুক চালিয়ে গেল। বেচারি ক্যারী কিছুতেই আর চোখ খুলে রাখতে পারছিলোনা। অবশেষে একটি ওজুহাত দেখিয়ে সে 'গুড্ নাইট্' বলে উঠে গেল।

এরপর মাট্লার চলে গেল। যাওয়ার পথে হলঘরে লুপিনের সাথে ফিস্ফিস করে তাকে কথা বলতে শোনা গেল। 'হলোওয়ে কমেডিয়ান্স্' সম্পর্কে তারা কী জানি আলাপ করছিলো। অতঃপর যেটা একেবারেই আমার অপছন্দ, লুপিন মাঝরাত পার হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও কোট আর হ্যাট পরে তার নতুন সঙ্গীর সাথে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

৯ই নবেম্বর। আমার ডায়েরির পৃষ্ঠা কে ছিঁড়েছে, তা বের করার একনিষ্ঠ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এখনো পর্যন্ত আমি সফলকাম হতে পারিনি। লুপিনের মাথায় শুধু ডেইজি মাট্লার। তাই একমাত্র খাওয়ার সময় ছাড়া অন্যান্য সময়ে ঘরে তার টিকিটিও দেখা যায়না। কামিংস্ বাসায় এলো।

BanglaBook.org

১০ই নবেম্বর। লুপিনের নতুন চাকরি তার বেশ ভালো লাগছে বলেই মনে হচ্ছে। এতে আমরাও স্বস্তিতে আছি। চা খাওয়ার সময় কেবল ডেইজি মাট্‌লারকে নিয়েই কথা হলো। লুপিনের মতো ক্যারীও সারাক্ষণ শুধু ওরই কথা বললো। লুপিন আমাকে জানালো, তাকে 'হলোওয়ে কমেডিয়ান্‌স্'-এর আসন্ন নাটকে অভিনয় করার জন্যে রাজি করানো হয়েছে। এই বিষয়টি আমার একেবারেই অপছন্দ। সে বললো, হাসির নাটক *গন্ টু মাই আঙ্কেল্‌স্*-এ সে বব্ ব্রিচেস্-এর ভূমিকায় এবং ফ্র্যাঙ্ক মাট্‌লার বৃদ্ধ মাষ্টি'র ভূমিকায় অভিনয় করবে। আমি লুপিনকে সোজাসুজি জানিয়ে দিলাম, এ ব্যাপারে আমার সামান্যতম কোনো আগ্রহ নেই এবং অপেশাদার নাট্যাভিনয়ের আমি পুরোপুরি বিপক্ষে সন্ধ্যেয় গোয়িং বাসায় এলো।

ডেইজি মাট্‌লার

১১ই নবেম্বর। বাসায় ফিরে এসে দেখি, সারাঘরে হৈ হুলেল্লাড় চলছে। অত্যন্ত লজ্জাজনক সে দৃশ্য। ক্যারীকে দেখে মনে হলো, সে খুব ভয় পেয়ে গেছে।

তার বেডরুমের বাইরে সে দাঁড়িয়েছিলো। সারাহ্ উত্তেজিত অবস্থায় কাঁদছিলো। ঠিকা-ঝি মিসেস বিরেল মদ খেতে খেতে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে বলছিলো, সে চোর নয়, সে একজন সম্ভ্রান্ত মহিলা। শুধুমাত্র পেটের দায়ে তাকে কষ্ট করে কাজ করতে হয়। কেউ তাকে মিথ্যুক বললে তার মুখে সে চড় বসিয়ে দেবে। লুপিন আমার দিকে পেছনফিরে দাঁড়িয়েছিলো। সে লক্ষ্যই করেনি কখন আমি ঘরে ঢুকেছি। দু'জন মহিলার মাঝখানে সে দাঁড়িয়েছিলো। তবে দুঃখের বিষয়, একজন বিবাদনিষ্পন্নকারী হিসেবে ঝগড়া মেটানোর চেষ্টা করতে গিয়ে তার মায়ের উপস্থিতিতেই সে ওদের বড্ডো কড়া কথা শুনিয়ে দিলো। ঠিক সময়মতো আমার পৌছানোর কারণে আমিও তাকে বলতে শুনলাম, "আর পচা একটা ডায়েরির কয়েকটি পৃষ্টা হারিয়ে গেছে বলে এতোখানি বাড়াবাড়ি, যা এক পাউন্ড বেচ্লেও সাড়ে তিন পেন্স্ পাওয়া যাবেনা!" আমি শান্তভাবে বললাম, "কী বলছো, লুপিন ? ওটা নিছক একটা অভিমতের ব্যাপার। আর আমি যখন এই বাড়ির কর্তা, তখন নিশ্চয়ই আমার আধিপত্য তোমাকে মেনে নিতে হবে।"

এই চেঁচামেচিপূর্ণ ঝগড়ার কারণ আমি নির্ধারণ করতে পেরেছি। আর তা হলোঃ সারাহ্ মিসেস বিরেলের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিলো, গত সপ্তাহে সে আমার ডায়েরির পৃষ্টা ছিঁড়ে সেই কাগজ দিয়ে রান্নাঘরের কিছু পরিত্যাজ্য জিনিসপত্র মুড়িয়ে নিয়ে গেছে। মিসেস বিরেল সারাহ্র মুখে একটি চড় মেরে তাকে বলেছিলো, সে কিছুই নিয়ে যায়নি যেহেতু নিয়ে যাওয়ার মতো 'পরিত্যাজ্য কোনোকিছু কখনোই ঘরে ছিলোনা'। আমি সারাহ্কে কাজে যেতে বললাম, আর মিসেস বিরেলকে বাড়ি যেতে অনুরোধ করলাম। অতঃপর পার্লারে ঢুকে দেখলাম, লুপিন শূন্যে পা ছুঁড়ে ছুঁড়ে প্রচন্ড শব্দ করে হাসছে।

১২ই নবেম্বর. রোববার। গির্জা থেকে ফেরার পথে লুপিন, ডেইজি মাট্লার ও তার ভাইয়ের সঙ্গে ক্যারীর ও আমার দেখা হয়ে গেল। ডেইজির সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেয়া হলো। আমরা একসঙ্গে হেঁটে বাসায় এলাম। ক্যারী সারাটা পথ মিস্ মাট্লারের সঙ্গেই হেঁটে এলো। আমরা ওদের কয়েক মিনিটের জন্যে ভেতরে আসতে বললাম। আমি আমার ভবিষ্যৎ পুত্রবধূকে ভালো করে একনজর দেখলাম। ওকে দেখেই মনটা খারাপ হয়ে গেল। রীতিমতো একজন বড়ো যুবতী মহিলা। আমার ধারণা, লুপিনের চেয়ে কমপক্ষে সে আট বছরের বড়ো হবে। দেখতেও তাকে সুশ্রী বলে মনে হলোনা। ক্যারী তাকে জিজ্ঞেস করলো, আগামী বুধবার কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্যে সে তার ভাইকে নিয়ে আমাদের বাসায় আসতে পারবে কিনা। জবাবে সে বললো, সে তাতে খুব আনন্দিতই হবে।

১৩ই নবেম্বর। ক্যারী আমন্ত্রণলিপি পাঠালো গোয়িং, কামিংস্ ও তার পরিবার, সাটনের মিঃ ও মিসেস জেম্স এবং মিঃ স্টিল্ব্রুকের কাছে। আমি

BanglaBook.org

পেক্‌হ্যামের মিঃ ফ্রাঞ্চিংকে চিঠি দিলাম। ক্যারী বললো, আমরা তো এ উপলক্ষে সুন্দর একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে পারি; কাজেই, আমাদের বড়োসাহেব মিঃ পার্কাপ্‌কেই বা আমরা বাদ দেই কেন? আমি জবাব দিলাম, আমার ভয় হচ্ছে আমাদের অনুষ্ঠান যদি তাঁর উপযোগী জাঁকজমকপূর্ণ না হয়। ক্যারী বললো, তাঁকে দাওয়াত দিতে তো কোনো দোষ নেই। আমি বললাম, "তা' নিশ্চয়ই নেই" এবং তাঁকেও একখানি চিঠি দিলাম। ক্যারী স্বীকার করলো, ডেইজি মাট্‌লারকে দেখে সে কিছুটা হতাশ হয়েছে বটে, তবে তার ধারণা, মেয়ে হিসেবে সে ভালোই হবে।

১৪ই নবেম্বর। এ পর্যন্ত সবাই আমাদের আগামীকালের বিশেষ পার্টিতে আসতে সম্মত হয়েছে। মিঃ পার্কাপ্‌ চমৎকার একটি চিঠি পাঠিয়েছেন, যেটি আমি রেখে দেবো ভাবছি। তিনি লিখেছেন. কেন্‌সিংটনে তাঁর ডিনারের দাওয়াত আছে। যদি কোনোভাবে তিনি ওখান থেকে সট্‌কে পড়তে পারেন, তাহলে ঘন্টাখানেকের জন্যে হলেও তিনি হলোওয়ে আসবেন। ক্যারী ছোট ছোট কেক্‌, জ্যাম-দেয়া পেস্ট্রি ও জেলি তৈরির কাজে আজ সারাদিন ব্যস্ত ছিলো। সে বলছিলো, আগামীকাল সন্ধ্যের দায়িত্ব পালনের কথা চিন্তা করে তার খুব নার্ভাস লাগছে। আমরা ঠিক করেছি, খাওয়ার টেবিলে কিছু হালকা জিনিস, যেমন ঃ স্যান্‌ডউইচ্‌, মুরগীর মাংস ও শূকরের মাংস এবং সেই সঙ্গে কিছু মিষ্টি জাতীয় খাবার পরিবেশন করা হবে, আর সাইড্‌-বোর্ডে চমৎকার একটি গোমাংসের টুকরো ও যাদের ক্ষুধা বেশি তাদের জন্যে একটি পেস্যান্ড্‌'র জিভ্‌ রাখা হবে, যাতে ইচ্ছে করলেই সেখান থেকে তারা উঠিয়ে নিয়ে মুখে দিতে পারে।

গোয়িং জিজ্ঞেস করতে এসেছিলো কাল সে তার 'দীর্ঘপুচ্ছ পোষাক'টি পরবে কিনা। ক্যারী বললো, সে যেন তার ভালো পোষাকটিই পরে আসে. বিশেষ করে যখন মিঃ ফ্রাঞ্চিং অনুষ্ঠানে আসবেন এবং মিঃ পার্কাপেরও আসার সম্ভাবনা রয়েছে।

গোয়িং বললো, "আমি শুধু জানতে চেয়েছিলাম । কেননা, আমার ড্রেস্‌-কোর্টটি আমি অনেকদিন পরিনি। ওর ভাঁজগুলো সমান করার জন্যে ওটাকে ইস্ত্রি করতে পাঠাতে হবে।"

গোয়িংয়ের চলে যাওয়ার পর লুপিন বাসায় এলো। ডেইজি মাট্‌লারকে কিভাবে খুশি করবে সেই দুশ্চিন্তায় আমাদের সব আয়োজনেরই সে সমালোচনা করতে লাগলো। আমাদের পুরনো বন্ধু কামিংস্‌কে দাওয়াত দেয়াসহ প্রত্যেকটি বিষয়ের প্রতি সে তার অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলো। কামিংস্‌ প্রসঙ্গে সে বললো, আনুষ্ঠানিক পোষাকে তাকে দেখে মনে হবে যেন তরকারিঅলা কারো জন্যে অপেক্ষা করছে এবং ডেইজি যদি তাকে তাই ভাবে তাতে তার বিস্মিত হবার কোনো কারণ থাকবেনা।

আমার মেজাজ একেবারে বিগ্‌ড়ে গেল। আমি বললাম, "লুপিন, আমাকে বলতে দাও, মিস্‌ ডেইজি মাট্‌লার ইংল্যান্ডের রানী নয়। তোমার চেয়ে বয়সে অনেক বড়ো

BanglaBook.org

একজন মহিলার ছলচাতুরিতে ভুলে তুমি তাকে বিয়ে করবে বলে ঠিক করেছো। আমি তোমাকে অনেক বিচক্ষণ বলে মনে করতাম। আমার পরামর্শ শোনো, যে স্ত্রীর নিজের এবং খুব সম্ভব তার নিষ্কর্মা ভাইয়েরও ভরণপোষণ তোমাকেই করতে হবে, তার সঙ্গে নিজেকে জড়ানোর আগে নিজের জীবিকার্জনের কথা চিন্তা করো।"

সুবোধ বালকের মতো এই পরামর্শ গ্রহণ করার পরিবর্তে লুপিন লাফিয়ে উঠে বললো, "যে ভদ্রমহিলাকে আমি বিয়ে করবো বলে ঠিক করেছি, তাকে তুমি অপমান করলে আমাকেই অপমান করা হয়। আমি ঘর ছেড়ে চলে যাবো, আর কোনোদিন তোমাদের দরজায় ছায়া ফেলতে আসবোনা।"

সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। যাওয়ার সময় হলঘরের দরজাটি দড়াম করে বন্ধ করে গেল। পরেই অবশ্য সবকিছু ঠিক হয়ে গেল। রাত্রে খাওয়ার সময় সে বাসায় ফিরে এলো। রাত প্রায় বারোটা পর্যন্ত আমরা 'বেইজিক্' খেললাম।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

আমাদের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ পার্টি ।
পুরনো ও নতুন বন্ধুদের
সমাগম। গোয়িং কিছুটা বিরক্তিকর।
তবে তার বন্ধু মিঃ ষ্টিলব্রুককে
বেশ আমুদে বলে মনে হলো।
মিঃ পার্কাপের অসময়ে আগমন । তবে
তিনি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল ও সৌজন্য
বোধসম্পন্ন ব্যক্তি। পার্টি বিরাট সফলতার
সঙ্গে শেষ হলো।

অধ্যায় -৯

১৫ই নবেম্বর। একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। এই বাড়িতে আমাদের আসার পর থেকে এটাই আমাদের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ পার্টি। আমি আজ শহর থেকে সকাল-সকাল বাড়ি ফিরেছি। লুপিন পীড়াপীড়ি করছিলো একজন ভাড়া-করা ওয়েটার আনার জন্যে । সে প্রায় আধা-ডজন শ্যাম্পেইনের বোতল খাড়া করে সাজিয়ে রাখলো। আমার মতে, এর পিছে অর্থব্যয় একেবারেই অনাবশ্যক । তবে লুপিন বলছিলো, সে শহরে ব্যক্তিগত পর্যায়ে ব্যবসা করে সৌভাগ্যক্রমে তিন পাউন্ড লাভ করেছে। আমার বিশ্বাস, তার নতুন চাকরিরত অবস্থায় নিশ্চয়ই সে জুয়া খেলতে যাবেনা। খাওয়ার ঘরটি এতো সুন্দর দেখাচ্ছিলো যে, ক্যারী সত্যই বললো, "মিঃ পার্কাপ্ দেখবেন বলে আমাদের আর লজ্জিত হওয়ার কোনো কারণ নেই, যদি আদৌ তিনি আমাদের সম্মান দেখিয়ে এখানে আসেন।"

আমি আগেভাগেই কাপড় পরে নিয়েছিলাম এই কথা ভেবে যে, লোকজন হয়তো নির্ধারিত সময় ঠিক আটটায় এসে পড়বে। কিন্তু আমার নতুন ফুলপ্যান্টটির পা দু'টি অনেকখানি খাটো হচেছ দেখে খুবই বিরক্ত হলাম, লুপিন তার সীমা ছাড়িয়ে গিয়ে আমার পোষাকের সঙ্গে মানানসই বুটজুতোর পরিবর্তে সাধারণ বুটজুতো পরার দোষ ধরে বসলো।

আমি বিদ্রূপের সঙ্গে জবাব দিলাম, "প্রিয় পুত্র আমার, আমি ঐসব বিষয়ের উর্দ্ধে থাকার লক্ষ্য নিয়েই জীবনযাপন করে আসছি।"

লুপিন হাসিতে ফেটে পড়লো। সে বললো, "একজন মানুষ সাধারণত তার বুটজুতোর উর্দ্ধেই থাকে।"

BanglaBook.org

কথাটি কৌতুককর বলে মনে হতে পারে, আবার *না*ও হতে পারে। তবে আমি খুশি হলাম, আমার জামার একটি ঘুন্টি থেকে যে ফিতা খুলে গেছে সেটা সে লক্ষ্য করেনি। ক্যারীকে ম্যানসন হাউসে পরা তার সেই পোষাকে ছবির মতো দেখাচ্ছিলো। ড্রইং রুমটাকে চমৎকারভাবে গোছানো হলো। ক্যারী ভাঁজ-করা দরজাগুলোতে ও দরজার কপাট খুলে-নেয়া একটি প্রবেশ-পথে মসলিন কাপড়ের পর্দা ঝুলিয়ে দিলো।

ওয়েটার মিঃ পিটার্স ঠিক সময়েই এসে পৌঁছে গেল। আমি তাকে কড়া নির্দ্দেশ দিলাম, শ্যাম্পেইনের একটি বোতল শেষ হওয়ার আগে আরেকটি বোতল যেন সে না খোলে। ক্যারী সাইড-বোর্ডে কয়েকটি গ্লাসসহ কিছু শেরি ও পোর্ট মদ রাখার ব্যবস্থা করলো। ভালো কথা, আমাদের নতুন বড়ো করে বাঁধানো ও ঈষৎ রং-করা ছবিগুলো দেয়ালে খুব সুন্দর দেখাচ্ছিলো, বিশেষ করে ওগুলোর চার কোণে ক্যারীর গিট্-দেয়া 'লিবার্টি' সিল্কের ফিতা বেঁধে দেয়ার কারণে।

সবার আগে গোয়িং এলো। এসেই তার চিরদিনের অভ্যাসবশত আমাকে অভিনন্দন জানিয়ে বললো, "হ্যালো পুটার, তোমার ফুলপ্যান্টের পা এতো বেশি ওপরে উঠে আছে কেন!"

আমি কেবল বললাম, "তা' হবে হয়তো। তবে দেখতে পাবে, আমার মেজাজও 'ওপরে উঠে' আছে।"

সে বললো, "তাতে তো তোমার প্যান্টের পা লম্বা হবেনা, বোকা। তোমার উচিত, তোমার গিন্নিকে দিয়ে ওর সঙ্গে কাপড়ের টুকরো জোড়া লাগানো।"

আমি ভাবছি, ওর এই অপমানজনক মন্তব্য ডায়েরিতে লিপিবদ্ধ করে আমি অহেতুক আমার সময় নষ্ট করছি।

এরপর এলো মিঃ ও মিসেস কামিংস্। কামিংস্ বললো, "যেহেতু পোষাক সম্পর্কে তুমি কিছুই বলে দাওনি, তাই আমি একেবারেই 'সাদামাটা-পোষাকে' এসেছি।" সে কালো লম্বা কোটের সাথে সাদা টাই পরে এসেছে। জেম্স পরিবার, মিঃ মার্টন ও মিঃ স্টিল্ব্রুক্ এলো। কিন্তু লুপিনকে তার ডেইজি মাট্লার ও ফ্রাঙ্ক আসার আগ্ পর্যন্ত অস্থির ও অসহনীয় মনে হচ্ছিলো।

ক্যারী ও আমি ডেইজিকে দেখে চমকে উঠলাম। সে উজ্জ্বল লাল রঙের পোষাক পরেছিলো, অনেক নিচ পর্যন্ত গলাকাটা। এ ধরনের স্টাইলকে আমি শালীনতাপূর্ণ বলে মনে করি না। কিভাবে ফিতা দিয়ে কাঁধ ঢাকা যায়, ক্যারীর কাছ থেকে সেটা তার শিখে নেয়া উচিত ছিলো। মিঃ ন্যাক্ল্স্, মিঃ স্প্রাইস্ এবং তার চার কন্যা এলো। ফ্রাঞ্চিং এলো। লুপিনের দু'একজন নতুন বন্ধু এলো। ওরা 'হলোওয়ে কমেডিয়ান্স্'-এর সদস্য। এদের কারো কারো আচরণ দেখে খুবই নাটকীয় মনে হলো। একজনতো সারাটা সন্ধ্যে কেবল বিভিন্ন ধরনের ভঙ্গি করেই কাটিয়ে দিলো। আমাদের ছোট্ট গোলাকার টেবিলটিতে হেলান দিতে গিয়ে ওটাকে সে ফাটিয়েই দিলো। লুপিন তাকে 'আমাদের হেনরি' বলে ডাকছিলো এবং ওকে 'এইচ্,সি-তে

BanglaBook.org

আমাদের প্রধান অভিনেতা' বলে সে মন্তব্যও করলো। লুপিন ওর সম্পর্কে আরও বললো, ক্লাবে ছোটখাটো কৌতুক প্রদর্শনে ফ্রাঙ্ক মাট্‌লারের মতোই তার নেশা। এসব আমার কাছে গ্রীক্ ভাষার মতোই দুর্বোধ্য মনে হলো।

আমরা সঙ্গীত উপভোগ করলাম। লুপিন একটি মুহূর্তের জন্যেও ডেইজির পাশ ছাড়ছিলোনা। সে খুবই উৎসাহ নিয়ে ডেইজিকে 'কোনো একদিন' গানটি গাইতে বললো। গানটি চমৎকার। তবে ডেইজি এমনভাবে মুখ বাঁকাচ্ছিলো এবং আমার ধারণা, সে এতোই বেসুরো গাইছিলো যে আমি তাকে কিছুতেই আরেকবার গাওয়ার জন্যে বলতাম না। কিন্তু লুপিন তাকে দিয়ে পরপর চারটি গান গাওয়ালো।

রাত দশটায় আমরা খেতে বসলাম। গোয়িং আর কামিংস্ যেভাবে খাচ্ছিলো, তাতে যে কেউ ভাববে ওরা একমাস কিছু খায়নি । আমি ক্যারীকে বললাম কিছু উঠিয়ে রাখতে, যদি নিছক দৈবক্রমে মিঃ পার্কাপ্ এসে পড়েন । গোয়িং বড়ো একটি পানপাত্র ভর্তি করে শ্যাম্পেইন নিয়ে একবারে সবটুকু পান করায় তার ওপর আমি খুব অসন্তুষ্ট হলাম। সে একই কাজ আরেকবার করলো। এতে আমি ভয় পেয়ে গেলাম, আমাদের আধাডজন শ্যাম্পেইনে বোধহয় বেশিক্ষণ যাবেনা। আমি একটি বোতল সরিয়ে রাখার চেষ্টা করতেই লুপিন সেটা হাত দিয়ে ধরে ফেললো ও ফ্রাঙ্ক মাট্‌লারের কাছে রাখা সাইড-টেবিলে নিয়ে রাখলো।

খাওয়াশেষে আমরা ওপরে উঠে এলাম। কমবয়সীরা গান গাইতে শুরু করলো। ক্যারী সঙ্গে সঙ্গে তা থামিয়ে দিলো। স্টিল্‌ব্রুক্ একটি গান গেয়ে আমাদের আনন্দ দিলো, "জন্, কী করছো তুমি কাজিন্‌কে নিয়ে?" আমি লক্ষ্যই করিনি লুপিন আর ফ্রাঙ্ক কখন উঠে চলে গেছে। 'হলোওয়ে কমেডিয়ান্স্'-এর মিঃ ওয়াট্‌সন্‌কে জিজ্ঞেস করলাম, ওরা কোথায়। সে বললো, "এটা 'বাহ্ কী আশ্চর্য!'-এর ব্যাপার।"

আমাদেরকে বৃত্তাকারে দাঁড়াতে বলা হলো। আমরা দাঁড়ালাম। এরপর ওয়াট্‌সন্ বললো, "আমি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে সবার পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি প্রসিদ্ধ 'ব্লন্ডিন্ গাধা'র সাথে।" ফ্রাঙ্ক আর লুপিন তখন রুমে এসে ঢুকলো। লুপিন ভাঁড়ের মতো তার মুখমন্ডলে সাদা রং মেখেছে আর ফ্রাঙ্ক তার কোমরের চারদিকে বড়ো একটি কোম্বল বেঁধেছে। সে-ই গাধা, এবং তাকে দেখে মনেও হচ্ছিলো তাই। তারা বড্ডো চেঁচামেচিপূর্ণ কৌতুকাভিনয় শুরু করলো। আর আমরা তা' দেখে চিৎকার করে হাসতে লাগলাম।

হঠাৎ আমি ঘুরে তাকাতেই মিঃ পার্কাপ্‌কে দেখতে পেলাম। দরজার মাঝ-পথে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। কখন যে এসে ঘরে ঢুকেছেন, আমরা টেরই পাইনি। আমি ক্যারীকে ইশারা করলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে আমরা দু'জন তাঁর কাছে এগিয়ে গেলাম। তিনি সোজা এই রুমে এসে ঢুকবেন না। আমি আমার বোকামির জন্যে দুঃখ প্রকাশ করলাম। কিন্তু মিঃ পার্কাপ্ বললেন, "বাহ্! বেশ আনন্দদায়ক মনে হচ্ছে।" আমি দেখতে পেলাম, তিনি মোটেও আনন্দ পাচ্ছেন না। ক্যারী ও আমি মিঃ পার্কাপ্‌কে নিচে নিয়ে গেলাম। কিন্তু টেবিলের তখন বিধ্বস্ত অবস্থা। এক গ্লাস শ্যাম্পেইনও

BanglaBook.org

অবশিষ্ট নেই, এমনকি একটি স্যান্ডউইচ্ও নেই। মিঃ পার্কাপ্ বললেন, তাঁর কোনোকিছুরই দরকার নেই, শুধু একগ্লাস সোডা-লেমনেড্ জাতীয় পানীয় অথবা সোডা-ওয়াটার হলেই চলবে। সোডা-ওয়াটারের সর্বশেষ বোতলটিও তখন খালি পড়ে আছে। ক্যারী বললো, "আমাদের প্রচুর পোর্ট্ মদ অবশিষ্ট আছে।" মিঃ পার্কাপ্ ঈষৎ হেসে বললেন, "না, ধন্যবাদ। সত্যিই আমার কোনোকিছুর দরকার নেই। আমি আপনাদের নিজ্ বাসায় আপনাকে এবং আপনার স্বামীকে দেখে অত্যন্ত খুশি হয়েছি। গুড্ নাইট্, মিসেস পুটার। আমি জানি, আমার এই অতি সংক্ষিপ্ত উপস্থিতিকে আপনি ক্ষমা করবেন।" আমি তাঁর গাড়ি পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে গেলাম। তিনি বললেন, "আগামীকাল বেলা বারোটার আগে আপনার কষ্ট করে অফিসে আসার দরকার নেই।"

খুব মন-মরা হয়ে বাসায় ফিরে এলাম। ক্যারীকে বললাম, আমার মনে হচ্ছে, পুরো পার্টিটাই মাটি হয়ে গেল। ক্যারী বললো, এটা অত্যন্ত সফল একটি পার্টি হয়েছে, কেবল আমিই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। সে আমাকে জোর করলো কিছু পোর্ট্ মদ পান করার জন্যে। আমি দু'গ্লাস পান করার পর অনেকখানি সুস্থ বোধ করলাম। এরপর আমরা ড্রইং রুমে গিয়ে ঢুকলাম। সেখানে ততোক্ষণে ওরা নাচ শুরু করে দিয়েছে। ক্যারী ও আমি কিছুক্ষণ নাচলাম। এই নাচ আমাকে পুরনো দিনের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে বলে আমি মন্তব্যও করলাম। ক্যারী আমাকে একজন 'বোকা প্রেমিক' বলে অভিহিত করলো।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

ভাবনার প্রতিফলন। আমি আরেকটি ভালো কৌতুক শোনালাম। একনাগাড়ে দুধ-মেশানো জেলি খেতে খেতে আমি বিরক্ত হয়ে পড়েছি। লুপিন বিয়ে সম্পর্কে তার অভিমত ব্যক্ত করলো। ডেইজি মাট্‌লারের সঙ্গে লুপিনের ঝগড়া।

অধ্যায়-১০

১৬ই নবেম্বর। গতরাতে ভীষণ তৃষ্ণায় প্রায় বিশবার ঘুম থেকে জেগে উঠেছি। বোতলের সবটুকু পানি শেষ করে জগেরও অর্ধেকটা খালি করে দিয়েছি। স্বপ্নও দেখেছি। দেখেছি, গতরাতের পার্টিটা একেবারেই ব্যর্থ হয়ে গেল। বিনা-দাওয়াতে প্রচুর নিম্নশ্রেণীর লোক এসে ইয়ারকির ছলে মিঃ পার্কাপ্‌কে লক্ষ্য করে ঘরের জিনিসপত্র সব ছুঁড়ে মারছে। অবশেষে একটি বাক্সের মতো কক্ষে(যেটি আমরা তখন সবেমাত্র আবিস্কার করেছি) আমি তাঁকে লুকিয়ে রেখে তাঁর মাথার ওপর গোসলের তোয়ালে দিয়ে ঢেকে দেয়ার পর তারা ক্ষান্ত হলো। এর সবকিছু এখন অসম্ভব বলেই মনে হচ্ছে। কিন্তু স্বপ্নে এটা ছিলো বেদনাদায়ক একটি বাস্তব ঘটনা। একই স্বপ্ন আমি প্রায় ডজনখানেকবার দেখেছি।

ক্যারীর ওপর আমি বিরক্ত হলাম যখন সে বললো, "তুমি জানো, শ্যাম্পেইন তোমার পেটে মোটেই সহ্য হয়না।" আমি তাকে বললাম, আমি মাত্র এর দু'গ্লাস পান করেছি, বাকিটার সবটুকুই ছিলো পোর্ট্ মদ। সেই সঙ্গে আমি আরো বললাম, ভালো শ্যাম্পেইন কখনো কারো ক্ষতি করেনা। লুপিন আমাকে বললো, এটা একজন পর্যটক তাকে গিফ্‌ট করেছে, যেহেতু একটি ওয়েস্ট্-এন্ড্ ক্লাব এই বিশেষ ব্র্যান্ডের সবগুলোই কিনে নিয়েছে।

আমার মনে হয়, আমি (ওয়েটারের ভাষায়) 'সাইড্ ডিশ্'-এর খাবারগুলো অত্যন্ত পূর্ণোদ্যমে খেয়েছিলাম। আমি ক্যারীকে বললাম, "যদি 'সাইড্ ডিশ্‌গুলোকে' *সাইডে* সরিয়ে রাখতে পারতাম!" কথাটার পুনরাবৃত্তি করলাম। কিন্তু ক্যারী মিসেস কামিংসের কাছ থেকে ধার-করে-আনা চা-চামচগুলোকে গোছানোর কাজে ব্যস্ত থাকায় খেয়াল করেনি। ঠিক সকাল সাড়ে এগারোটায় আমি যখন অফিসের উদ্দেশ্যে রওনা হচ্ছি, লুপিন সেই মুহূর্তে হলুদবর্ণ হয়ে আমার সামনে এসে বললো, "আচ্ছা বাবা, আজকের এই সকালে তোমার মেজাজটা ভালো থাকার সম্ভাবনা কতোটুকু?" আমি তাকে বললাম, সে ইচ্ছে করলে আমার সঙ্গে ডাচ্ ভাষাতেও কথা বলতে

BanglaBook.org

াব ছিলো এটি। আমরা তিনজনই প্রচন্ড শব্দ করে হেসে উঠলাম।

১৭ই নবেম্বর। এখনও ক্লান্তি ও মাথাব্যথা অনুভব করছি। সন্ধ্যেয় গোয়িং লা এবং বুধবারের অনুষ্ঠানের ভূয়সী প্রশংসা করলো। সে বললো, সবকিছু বেশ রভাবেই করা হয়েছিলো এবং সে নিজে প্রচুর আনন্দ করেছে গোয়িং ানোকিছু পছন্দ করলে তার মতো ভালো মানুষটি আর হয়না। তবে সেটা তাক্ষণ স্থায়ী হবে, সেটাই কেউ জানেনা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, রাত্রে মাদের সঙ্গে খাবে বলে সে থেকে গেল। কিন্তু খাওয়ার টেবিলে কিছু *দুধ-মেশানো লি* দেখে কাজের মেয়ের সামনেই সে চিৎকার করে বলে উঠলো, "কী হে, বারের উচ্ছিষ্ট নাকি?"

১৮ই নবেম্বর। সারারাতের পূর্ণ বিশ্রামের পর ঘুম থেকে জেগে নিজেকে শ সতেজ ও প্রাণবন্ত মনে হলো। ভাবতে আমার ভালো লাগে, সোসাইটিতে লামেশা বা যাতায়াত করার জীবন আমার নয়। তাই আজ সকালে মিস্ বার্ডের য়ের দাওয়াত পেয়েও আমরা ফিরিয়ে দিলাম। মিসেস জেমসের বাসায় মাত্র বার ওর সঙ্গে আমাদের দেখা হয়েছে। বিয়েতে যাওয়া মানেই উপহার। লুপিন লো, "এ ব্যাপারে তোমার সঙ্গে আমি একমত। আমার মতে, বিয়ে একটি কৃষ্টমানের নাটক, যার মাত্র দুটো চরিত্র থাকে—বর ও কনে। বরের সঙ্গীরা হয় ত ক্ষুদ্র ভূমিকার দর্শনদারি অভিনেতা। চোখের পানি-ফেলা বাবা আর নাকে-না মাকে বাদ দিলে অন্যরা তো *তুলনাহীন*। তাদের কেবল পরিপাটি করে জতে হয় আর নাটকে গুরুত্বহীন চরিত্রে অভিনয় করার খেসারত হিসেবে দামি াহাররূপে *অর্থব্যয়* করতে হয়।" এ ধরনের নাটক সম্পর্কিত কথা শোনার কোনো গ্রহই আমার ছিলোনা। তবে কথাগুলো বেশ চাতুর্যপূর্ণ বলেই মনে হলো, যদিও ম্মানজনক।

আমি সারাহ্‌কে বললাম, সকালের নাস্তায় সে যেন আবার *দুধ-মেশানো জেলি* না য়। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, বুধবার থেকে প্রত্যেক বেলাতেই আমাদের খাওয়ার বিলে এই জেলি পরিবেশন করা হচ্ছে। সন্ধ্যেয় কামিংস্ এসে বুধবারের সফল ুষ্ঠানের জন্যে আমাদেরকে অভিনন্দন জানালো। সে বললো, বিগত অনেক রের তার যোগদান-করা অনুষ্ঠানগুলোর ভেতর এটাই ছিলো সবার সেরা। তবে আক্ষেপ করে বললো, ঐদিন বিশেষ কোনো আনুষ্ঠানিক পোষাক পরে আসতে ব কিনা, এ ব্যাপারে তাকে আগে জানানো আমাদের উচিত ছিলো। কেননা, হলে সে তার দীর্ঘপুচ্ছ কোট পরে অনুষ্ঠানে আসতে পারতো। আমরা শান্ত

BanglaBook.org

প্রকৃতির খেলা ডমিনোজ্ খেলতে বসলাম। হঠাৎ লুপিন ও ফ্রাঙ্ক মাট্‌লার হৈ চৈ করতে করতে ঘরে প্রবেশ করায় আমাদের খেলা থেমে গেল। কামিংস্ ও আমি তাদেরকে আমাদের সঙ্গে খেলায় যোগ দিতে বললাম। লুপিন বললো, ডমিনোজের প্রতি তার কোনো আগ্রহই নেই। সে আমাদের 'স্পুফ্' খেলা খেলতে বললো। এই খেলায় কোনো কাউন্টারের প্রয়োজন আছে কিনা আমি জিজ্ঞেস করতেই ফ্রাঙ্ক ও লুপিন একসঙ্গে বলে উঠলো, "ওয়ান, টু, থ্রি, গো! গ্রীনল্যান্ডে কি তোমার সম্পত্তি আছে?" আমি এর মাথামুন্ডু কিছুই বুঝলামনা। তবে ধারণা করলাম, এটা 'হলোওয়ে কমেডিয়ান্স্'-এর কোনো একটা রীতি: তাদের কোনো সদস্য কোনো বিষয়ে অজ্ঞতা প্রকাশ করলে এভাবেই তারা ঐ কথাগুলো বলে ওঠে।

আমার নিষেধ সত্ত্বেও সেই *দুধ-মেশানো জেলি* আবারও রাত্রের খাবারের সময় টেবিলে পরিবেশন করা হলো। এবার আরেক ধাপ এগিয়ে কেউ যাতে ধরতে না পারে সেজন্যে একটি কাঁচের থালায় নিয়ে এর চারপাশে জ্যাম দিয়ে এর চেহারাটাকে বদলে ফেলার চেষ্টা চালানো হয়েছে। ক্যারী লুপিনকে জিজ্ঞেস করলো, সে একটু নেবে কিনা। লুপিন জবাব দিলো, "ধন্যবাদ, কোনো সেকেন্ড-হ্যান্ড জিনিস আমি নেইনা।" আমি ক্যারীকে বললাম, আমরা যখন একা ছিলাম, সেসময় এই *দুধ-মেশানো জেলি* কখনো দ্বিতীয়বার টেবিলে পরিবেশন করা হলে আমি সবসময় ঘর থেকে বেরিয়ে গেছি।

১৯শে নবেম্বর, রোববার। একটি আনন্দদায়ক নীরব দিন। বিকেলে লুপিন সময় কাটাতে মাট্‌লারদের বাসায় গেল যাওয়ার সময় তাকে বেশ খোশমেজাজ দেখাচ্ছিলো। ক্যারী বললো, "ডেইজির সঙ্গে লুপিনের এংগেজমেন্টের একটা সুবিধে হলো, ছেলেটা সারাদিন হাসিখুশি থাকে। আর এটাই, আমাকে স্বীকার করতে হচ্ছে, ওর বুদ্ধি-বিবেচনাহীন এংগেজমেন্টের ব্যাপারে আমাকে বেশ সান্ত্বনা যোগায়।"

সন্ধ্যেয় ক্যারী ও আমি বিষয়টি নিয়ে আলাপ করলাম। আমরা একমত হলাম, এটা সবসময় সঠিক নয় যে কম-বয়সে এংগেজমেন্ট হলে বিয়ে সুখের হয়না। আমার প্রিয়তমা ক্যারী আমাকে মনে করিয়ে দিলো, আমরাও কম-বয়সে বিয়ে করেছি এবং অতি নগণ্য কয়েকটি ভুল-বোঝাবুঝির ঘটনা ছাড়া আমাদের মধ্যে কোনোদিন সত্যিকারের গুরুতর কোনো কথা কাটাকাটি হয়নি। আমি চিন্তা করলাম এবং ক্যারীকে বললাম, জীবনের অর্ধেক আনন্দ আসে বিবাহিত জীবনের প্রথম দিককার সংগ্রাম ও ছোটছোট অভাবজনিত দুঃখকষ্ট ভোগ করা থেকে। এসব সংগ্রাম সাধারণত দুঃখকষ্ট মোচনের উপায় না থাকার কারণেই করতে হয়, যা প্রেমিক দম্পতিদের একজনকে অপরজনের পাশে দৃঢ়তরভাবে দাঁড়াতে সাহায্য করে।

ক্যারী বললো, আমি চমৎকারভাবে নিজেকে প্রকাশ করেছি এবং রীতিমতো দার্শনিক হয়ে গেছি।

BanglaBook.org

আমরা সবাই কখনো কখনো নিজের সম্পর্কে অনেক উচ্চ ধারণা পোষণ করে থাকি। আমাকে স্বীকার করতেই হবে, ক্যারীর মুখে আমার সামান্য প্রশংসা শুনে আমি খুশিতে বিগলিত হয়ে গেলাম। আমি দাবি করছিনা, আমি চমৎকার ভাষায় নিজেকে প্রকাশ করতে পারি। তবে আমার ধারণা, আমার চিন্তা-ভাবনাগুলোকে সহজভাবে ও স্পষ্টভাবে প্রকাশ করার ক্ষমতা আমার আছে। রাত প্রায় ন'টায় লুপিন এসে ঘরে ঢুকলো। আমরা অবাক হলাম তাকে দেখে। ক্ষিপ্ত ও অসংযত চাহনি। ফাঁকা গলায়, যা বেশ নাটকীয় বলেই মনে হলো, সে বললো, "ঘরে কি ব্র্যান্ডি আছে?" আমি বললাম, "না। তবে কিছু হুইস্কি আছে।" লুপিন মদের প্রায় একটি গ্লাস ভর্তি করে পান করলো, সঙ্গে পানি না নিয়ে। আমি এতে আতঙ্কবোধ করলাম।

আমরা তিনজন নীরবে বসে বই পড়তে লাগলাম। যেই ঘড়িতে দশটা বাজলো, অমনি ক্যারী ও আমি শুতে যাওয়ার জন্যে উঠে দাঁড়ালাম। ক্যারী লুপিনকে বললো, "আশা করি, ডেইজি ভালো আছে?"

লুপিন অসতর্কতার সাথে মুখ দিয়ে জোরে বাতাস ছাড়লো। 'হলোওয়ে কমেডিয়ান্স্' থেকেই নিশ্চয় সে এটা রপ্ত করেছে। অতঃপর সে জবাব দিলো, "ওহ্, ডেইজি? মানে, মিস্ মাট্লারের কথা বলছো? আমি জানিনা সে ভালো আছে কিনা। তবে দয়াকরে আর *কোনোদিন আমার সামনে ওর নাম উচ্চারণ করবেনা।*"

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

আমরা আর্ভিংকে অনুকরণ করে
অভিনয় করা দেখলাম। মিঃ
প্যাজের সঙ্গে পরিচিত হলাম।
তাকে আমাদের পছন্দ হলোনা।
মিঃ বারুইন-ফসেল্টন্
বিড়ম্বনার কারণ হয়ে দাঁড়ালো।

অধ্যায়-১১

২০শে নবেম্বর। সারাদিন আজ লুপিনের দেখা পাওয়া গেল না। সস্তা দামের একটি ঠিকানা লেখার নোটবই কিনলাম। সারাটা সন্ধ্যে আমি বন্ধু-বান্ধব ও পরিচিত জনদের নাম-ঠিকানা লিখেই কাটিয়ে দিলাম। অবশ্য মাট্‌লারদের নাম ইচ্ছে করেই বাদ দিলাম।

২১শে নবেম্বর। সন্ধ্যেয় লুপিন কয়েক মিনিটের জন্যে বাসায় এলো। উদাসীন চোখে তাকিয়ে একফোঁটা ব্র্যান্ডি চাইলো। তার এই চাহনি আমার কাছে নাটকীয়তার ব্যর্থ প্রয়াস বলে মনে হলো আমি বললাম, "বাবা, আমার কাছে একটুও নেই। আর থাকলেও আমার মনে হয়না আমি তোমাকে দিতাম।" লুপিন বললো, "যেখানে গেলে পাওয়া যাবে, আমি সেখানেই যাচ্ছি।" এই বলে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ক্যারী ছেলের পক্ষ নিয়ে আমার সঙ্গে কথা বলতে শুরু করলো। এইভাবে পরস্পর পরস্পরের কথায় ভিন্নমত পোষণ করে কথপোকথন চালিয়ে বাকি সন্ধ্যেটা পার করে দিলাম। এর ভেতর 'ডেইজি' ও 'মাট্‌লার' শব্দদু'টি হাজার বার উচ্চারিত হলো।

২২শে নবেম্বর। সন্ধ্যেয় গোয়িং ও কামিংস্ বাসায় এলো। লুপিনও এলো। সঙ্গে করে নিয়ে এলো তার বন্ধু মিঃ বারুইন-ফসেল্টন্‌কে। 'হলোওয়ে কমেডিয়ান্স্' -এর সদস্য এই ফসেল্টন্‌ই সেদিন সন্ধ্যেয় আমাদের পার্টিতে এসে আমাদের ছোট্ট গোলাকার টেবিলটিকে ফাটিয়ে দিয়ে গিয়েছিলো। আমার ভালো লাগলো, একটি বারের জন্যেও ডেইজি মাট্‌লারের নাম কেউ মুখে নেয়নি। তরুণ ফসেল্টন্ পুরো আলোচনার সবটাই একচেটিয়াভাবে দখল করে রাখলো। ওকে যে দেখেই শুধু মিঃ আর্ভিংয়ের মতো মনে হচ্ছিলো তাই নয়, আমার ধারণা, সে নিজেকে স্বয়ং সেই বিখ্যাত অভিনেতা হিসেবে কল্পনাও করে। আমাকে বলতেই হচ্ছে, সে মিঃ

BanglaBook.org

আর্ভিংয়ের প্রধান প্রধান কয়েকটি অঙ্গভঙ্গি হুবহু নকল করে দেখালো। ডিনারের সময় তার যাওয়ার কোনো লক্ষণ না দেখে আমি বললাম, "মিঃ ফসেল্টন্, আপনি যদি আমাদের নিত্যদিনের অতি সাধারণ খাবারের জন্যে থাকতে চান, তাহলে আমি অনুরোধ করবো আপনি থাকুন।" সে জবাব দিলো, "ধন্যবাদ। দয়াকরে আমাকে বারুইন-ফসেল্টন্ বলে ডাকবেন এটা দুটো নামের সংমিশ্রণ । ফসেল্টন্ অনেক আছে, আমাকে শুধু বারুইন-ফসেল্টন্ বলেই ডাকবেন

ডিনারে বসে মিঃ বারুইন-ফসেল্টন

খেতে বসে সারাক্ষণ সে শুধু আর্ভিংয়ের অঙ্গভঙ্গিই নকল করে চললো চেয়ারে এতো নিচু হয়ে সে বসেছিলো যে, তার থুতনি প্রায় টেবিল বরাবর নেমে গিয়েছিলো ক্যারীকে সে টেবিলের নিচে দু'বার পা দিয়ে লাথি মারলো, তার নিজের মদের গ্লাসটি একবার উল্টিয়ে ফেলে দিলো এবং আচমকা একটি ছুরি একবার গোয়িংয়ের মুখের খুব কাছাকাছি ছুঁড়ে মারলো ডিনারের পর সে তার পা দুটোকে প্রসারিত করে চুলার ধাতব ঘেরের ওপর রাখলো এবং বিভিন্ন নাটকের টুকরো টুকরো সংলাপ আওড়াতে লাগলো, যেগুলো আমার কাছে গ্রীক ভাষার মতোই দুর্বোধ্য মনে হলো আগুন খোঁচানোর চিমটাগুলো সে একাধিকবার ধাক্কা দিয়ে ধিকট শব্দ করে নিচে ফেলে দিলো বেচারি ক্যারীর এমনিতেই তখন মাথা-ধরা

চলে যাওয়ার সময় তার কথায় আমরা অবাক হয়ে গেলাম সে বললো, "কাল আবার আসবো এবার আর্ভিংয়ের মেকআপ নিয়ে আসবো গোয়িং ও কামিংস্ বললো, তারাও তা' দেখার জন্যে কাল আসবে। আমি ধারণা করলাম, এ উপলক্ষে কাল হয়তো ওরা আমাদের বাসায় একটি পার্টির আয়োজন করবে। এটা মনে হলো আরো এজন্যে যে, ক্যারী যথোচিতভাবে বললো, লুপিনকে ডেইজি মাটলারের প্রসঙ্গ ভুলিয়ে দিতে তোমাদের যা খুশি করো।"

BanglaBook.org

২৩শে নবেম্বর। সন্ধ্যেয় কামিংস্ একটু আগেই চলে এলো। গোয়িং কিছুটা দেরি করে এসে উপস্থিত হলো। আমাদের অনুমতি ছাড়াই সে সঙ্গে করে নিয়ে এলো মোটা এবং আমার মতে খুবই অমার্জিত চেহারার গোঁফ-সর্বস্ব একজন লোককে, যার নাম প্যাজ্। গোয়িং আমাদের দু'জনের কারো কাছে একটিবারও এজন্যে নিজের দোষ স্বীকার করার কোনো চেষ্টাই করলোনা সে বললো, প্যাজ্ আর্ভিংকে নকল-করা দেখতে চায়। এ কথা শুনে প্যাজ্ বললো, "তা ঠিক।" এই একটিমাত্র কথা সারাটা সন্ধ্যে আমাদের সব কথার জবাবে সে উচ্চারণ করলো। লুপিন এলো। তাকে দেখে আগের চেয়ে অনেক বেশি উৎফুল্ল মনে হলো সে আমাদেরকে একটি চমক দেয়ার জন্যে তৈরি হয়েই এসেছিলো মিঃ বারুইন-ফসেল্টনও ওর সঙ্গে এলো, তবে তৈরি হওয়ার জন্যে সে ওপরের তলায় চলে গেল আধঘন্টার ভেতর লুপিন পার্লার থেকে বেরিয়ে গেল এবং কয়েক মিনিটের মধ্যে ফিরে এসে ঘোষণা করলো, "ইনি হলেন মিঃ হেন্‌রি আর্ভিং।"

মিঃ প্যাজ্

আমাকে বলতেই হচ্ছে, আমরা সবাই বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলাম। এমন মিল আমি আগে কখনো দেখিনি। রীতিমতো বিস্ময়কর একটিমাত্র মানুষ, যাকে দেখে মনে হলো এ ব্যাপারে কোনো আগ্রহই নেই, সে হলো প্যাজ্। সবচেয়ে ভালো আর্মচেয়ারটি দখল করে ওতে বসে একটি বদ্ধ পাইপ মুখে নিয়ে ফায়ার-প্লেসের ভেতর সে ধোঁয়া ছাড়ছিলো। কিছুক্ষণ পর আমি বললাম, "অভিনেতারা কেন

সবসময় এমন লং হেয়ার রাখে?" মুহূর্তের ভেতর ক্যারী বললো, "মিঃ 'হেয়ার' কখনো 'লং হেয়ার' রাখেনা।" আমরা যে কী পরিমাণ হাসলাম বোঝাতে পারবোনা, কেবল মিঃ ফসেল্টন্ ছাড়া। সে ক্যারীকে সমর্থন করার ভঙ্গিতে বললো, "মিসেস পুটার, আপনার এই কৌতুক অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে, যদিও এটা একেবারে নতুন কিছু নয়।" কথাটাকে অবজ্ঞাপূর্ণ মনে করে আমি বললাম, "মিঃ ফসেল্টন্, আমার ধারণা–।" আমার কথায় বাধা দিয়ে সে বললো, "মিঃ বারুইন-ফসেল্টন্ বলুন, দয়াকরে।" এতে আমি ভুলেই গেলাম ওকে কী বলতে চেয়েছিলাম। ডিনারের সময় আবার মিঃ বারুইন-ফসেল্টন্ পুরো আলাপের সবটাই আর্ভিং প্রসঙ্গ নিয়ে একচেটিয়াভাবে দখল করে রাখলো। এতে ক্যারী ও আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম, কেউ ইচ্ছে করলে আর্ভিংকে হুবহু অনুকরণ করতে পারে। ডিনারের পর মিঃ বারুইন-ফসেল্টন্ তার আর্ভিংকে নকল-করা অভিনয়ের ব্যাপারে একটু বেশিই উল্লসিত হয়ে পড়েছিলো। হঠাৎ করে সে গোয়িংয়ের কোটের কলার চেপে ধরে টানতে গিয়ে দৈবক্রমে গোয়িংয়ের ঘাড়ে তার বুড়ো আঙ্গুলের নখ বসিয়ে দিলো। এতে কিছুটা মাংসও উঠে এলো। গোয়িং ন্যায়সঙ্গতভাবেই বিরক্ত হলো। তবে প্যাজ্ নামের ঐ লোকটা, যে আরামদায়ক চেয়ারটি হারাবার ভয়ে আমাদের মাঝারি ধরনের ডিনারকে পর্যন্ত প্রত্যাখ্যান করলো, এই ক্ষুদ্র দুর্ঘটনা দেখে এক অদম্য হাসিতে ফেটে পড়লো। প্যাজের এই আচরণে আমি এতোই বিরক্ত হলাম যে, ওকে বললাম, "আমার ধারণা, ও যদি গোয়িংয়ের চোখকে খুঁচিয়ে তুলেও ফেলতো, তাতেও বোধহয় আপনি হাসতেন।" এতে প্যাজ্ জবাব দিলো, "তা ঠিক।" এই কথা বলেই সে আগের চেয়ে আরো বেশি করে হাসতে লাগলো আমার বিশ্বাস, আমরা সবচেয়ে বেশি অবাক হলাম সম্ভবত তখনই যখন আমরা ওদেরকে বিদায় জানালাম। কেননা, ঐসময় মিঃ বারুইন-ফসেল্টন্ বললো, "গুড্ নাইট, মিঃ পুটার। আমি আনন্দিত, আমার অনুকরণ-করা আপনাদের ভালো লাগে বলে *কাল সন্ধ্যেয় অন্য একটি মেকআপ নিয়ে আসবো।*"

২৪শে নবেম্বর। আমি আজ পকেটে রুমাল না নিয়েই শহরে চলে গিয়েছিলাম। গত সপ্তাহের ভেতর এই নিয়ে দু'বার আমি এই ভুলটি করলাম। আমার স্মরণশক্তি নিশ্চয়ই কমে যাচ্ছে। ডেইজি মাটলারকে নিয়ে চিন্তা করার কারণে যদি এটা না হতো, তাহলে আমি মিঃ বারুইন-ফসেল্টনকে চিঠি দিয়ে বলতাম, আজ সন্ধ্যেয় আমি *বাইরে* যাবো। কিন্তু আমার বিশ্বাস, সে এমন এক ধরনের তরুণ, যে যেকোনো অবস্থাতেই বাসায় আসবেই।

কামিংস্ সন্ধ্যেয় বাসায় এলো। কিন্তু গোয়িং তার আসতে না পারার অপরাধের জন্যে ক্ষমা চেয়ে ছোট্ট একটি চিরকুট পাঠালো। ব্যাপারটা বেশ মজার। সে আরো লিখেছে, তার ঘাড়ে এখনও ব্যথা করছে। অবশ্য বারুইন-ফসেল্টন্ যথারীতি এসে হাজির হলো, যদিও লুপিন এলোনা। প্যাজ্ নামের সেই লোকটা সত্যিই আবার এসে হাজির হলো। একবার ভাবুন তো, কী পরিমাণ বিরক্ত আমি হতে পারি। তাও

BanglaBook.org

আবার গোয়িংকে ছাড়া সে এবার একাই এসেছে। আমি রেগে তাকে বললাম, "মিঃ প্যাজ্, আপনি আমাদের *অবাক করলেন*।" পরিস্থিতি খারাপের দিকে যেতে পারে এই আশঙ্কায় ক্যারী বললো, "আমার মনে হয়, মিঃ প্যাজ্ কেবল আর্ভিংয়ের আরেকটি মেকআপ দেখার জন্যেই এসেছেন।" মিঃ প্যাজ্ বললো, "তা ঠিক," এবং আবার সে সবচেয়ে ভালো চেয়ারটি দখল করলো, যেখান থেকে সারাটা সন্ধ্যে সে একটুও নড়েনি।

আমার শুধু একটাই সান্ত্বনা, সে ডিনার খায়না; অতএব, তার আসায় আমাদের কোনো খরচ হয়না। তবুও এ ব্যাপারে গোয়িংয়ের সাথে আমি কথা বলবো। আর্ভিংয়ের অনুকরণ এবং এ সম্পর্কিত আলোচনাই সারাটা সন্ধ্যে মাতিয়ে রাখলো, যতোক্ষণ না আমি এর প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে পড়লাম একবার আমাদের মধ্যে বেশ উত্তপ্ত কিছু আলাপ-আলোচনাও হয়ে গেল। কামিংস্ই এই আলাপের সূত্রপাত ঘটালো এই কথা বলে যে, তার কাছে মনে হচ্ছে মিঃ বারুইন-ফসেল্টন শুধু আর্ভিংয়ের *মতোই* নয়, বরং তার মতে সে সবদিক থেকে যেন স্বয়ং *আর্ভিং-ই*, এমনকি, *তার চেয়েও ভালো*। আমি সাহস করে বললাম, যতোই হোক এটা কিন্তু একটি আসলের অনুকরণমাত্র।

কামিংস্ বললো, কোনো কোনো অনুকরণ আসলের চেয়েও ভালো হয়। আমি আমার মতে খুব চতুর একটি মন্তব্য করলাম, "কোনো আসল ছাড়া তার নকল সম্ভব নয়।" মিঃ বারুইন-ফসেল্টন্ বেশ ধৃষ্টতার সঙ্গে বললো, "দয়া করে আমার সামনে আমাকে নিয়ে কথা বলবেন না। আর মিঃ পুটার, আমি আপনাকে পরামর্শ দিচ্ছি, যা বোঝেন শুধু তাই নিয়েই কথা বলবেন এর জবাবে সেই ইতর প্যাজ্ বললো, "তা ঠিক।" ক্যারী পুরো ব্যাপারটাকে সামাল দিতে অকস্মাৎ বলে উঠলো, "আমি এখন এলেন টেরি সাজবো।" আমার প্রাণপ্রিয় ক্যারীর এলেন টেরি সাজা কারো একটুও পছন্দ হয়নি ঠিকই, কিন্তু তার এই অভিনয় এতোই স্বতঃস্ফূর্ত ও হাস্যকর ছিলো যে, ইতোপূর্বেকার অপ্রীতিকর আলোচনার ওখানেই পরিসমাপ্তি ঘটে গেল যখন ওরা চলে যাচ্ছিলো, আমি উদ্দেশ্যমূলকভাবে মিঃ বারুইন-ফসেল্টন্ ও মিঃ প্যাজ্কে বললাম, আগামীকাল সন্ধ্যেয় আমরা কাজে ব্যস্ত থাকবো।

২৬শে নবেম্বর। মিঃ ফসেল্টনের কাছ থেকে দীর্ঘ একটি চিঠি পেলাম গতরাতের আর্ভিং সংক্রান্ত আলোচনাই চিঠির বিষয়বস্তু। আমার খুব রাগ হলো। ওকে লিখলাম, মঞ্চ সংক্রান্ত বিষয়ে আমার তেমন কোনো জ্ঞান নেই, সামান্যতম আগ্রহও নেই। কাজেই আমি চাইনা, কেউ আমাকে এ সংক্রান্ত আলাপের ভেতর অহেতুক টেনে নিয়ে যাক, এমনকি তাতে বন্ধুত্ব নষ্ট হবার ঝুঁকি থাকলেও। আমি এভাবে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে কোনো চিঠি এর আগে কখনো লিখিনি।

শনিবার বিকেলে যথাসময়ে বাসায় ফিরে আর্চওয়ে'র কাছেই ডেইজি মাট্লারের সঙ্গে আমার দেখা হয়ে গেল। আমার বুকটা ধক্ করে উঠলো। আমি নিজেকে শক্ত করে রেখে তাকে অভিবাদন জানাতে মাথা নোয়াবার চেষ্টা করলাম।

BanglaBook.org

কিন্তু সে আমাকে না দেখার ভান করলো। সন্ধ্যেয় লন্ড্রির মেয়েটা একপায়ের একটি মোজা নিয়ে বাসায় এলো। আমি এতে খুবই বিরক্ত হলাম। সারাহ্ বললো, সে দুই জোড়া মোজা ধোয়ার জন্যে লন্ড্রিতে পাঠিয়েছিলো। কিন্তু লন্ড্রির মেয়েটা বললো, মাত্র দেড় জোড়া মোজা পাঠানো হয়েছিলো। আমি ক্যারীর সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বললাম। সে চটেমটে জবাব দিলো, "আমি ওর সঙ্গে কথা বলে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। তুমিই বরং ওর সাথে গিয়ে কথা বলো। ও বাইরে দাঁড়িয়ে আছে।" আমি তাই করলাম। কিন্তু লন্ড্রির মেয়েটা পরিস্কার জানিয়ে দিলো, তার কাছে একটি মোজাই পাঠানো হয়েছিলো।

গোয়িং ঠিক এই সময়েই পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলো। আমাদের কথপোকথন শুনে সে খুবই রূঢ়ভাবে মাঝখানে বাধা দিয়ে বলে উঠলো, "একপায়ের মোজাটিকে ফেলে দিয়োনা, ওল্ড্ম্যান। অন্যের জন্যে একটি হিতকর কাজ করো। এক পা-অলা কোনো গরিব মানুষকে পেলে ওটা তাকে দান করে দিও।" লন্ড্রির মেয়েটা বোকার মতো ফিক্‌ফিক্ করে হাসতে লাগলো। এতে আমি খুব বিরক্ত হলাম। আমার শার্টের পেছন দিক থেকে কলারের একটি বোতাম ছুটে যাওয়ায় পিন দিয়ে কলারটিকে আটকানোর জন্যে দোতলায় চলে গেলাম।

আমি যখন পার্লারে ফিরে এলাম, গোয়িং তখন এক পায়ের মোজা নিয়ে ক্যারীকে তার মূর্খতাপূর্ণ কৌতুক শোনাচ্ছিলো আর ক্যারী সশব্দে হাসছিলো। আমার মনে হচ্ছে, আমি আমার রসবোধ হারিয়ে ফেলছি। প্যাজ্ সম্পর্কে আমার মনের কথা আমি যথেষ্ট খোলাখুলিভাবেই ব্যক্ত করেছি। গোয়িং বলছিলো, সেদিনের সেই সন্ধ্যের আগে প্যাজের সঙ্গে তার মাত্র একবারই দেখা হয়েছিলো। একজন বন্ধু প্যাজের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলো। যেহেতু সে (প্যাজ্) একটি ভালো ডিনার খাওয়া থেকে সেদিন নিজেকে 'বিরত রেখেছে', গোয়িং তাকে এর সমুচিত জবাব দেবে বলে ঠিক করলো। আশ্চর্য, ঐ সময় গোয়িংকে অসম্ভব শান্ত দেখাচ্ছিলো। আমি ওর কথার জবাব দেয়ার আগেই লুপিন এসে ঘরে ঢুকলো। দুর্ভাগ্যক্রমে গোয়িং তাকে ডেইজি মাট্‌লারের কথা জিজ্ঞেস করতেই সে চিৎকার করে উঠলো, "নিজের চরকায় তেল দিন, জনাব।" এই বলেই সে রুম থেকে ক্ষিপ্রগতিতে বেরিয়ে দড়াম করে দরজা বন্ধ করে চলে গেল। বাকি রাত শুধু ডেইজি মাট্‌লার-ডেইজি মাট্‌লার- আর ডেইজি মাট্‌লার। হায় কপাল!

২৬শে নবেম্বর, রোববার। গির্জার সহকারী পাদ্‌রি আজ একটি খুব ভালো ধর্মোপদেশ শোনালেন। খুবই ভালো ধর্মোপদেশ। ভদ্রলোকের চেহারা আমাদের অতি প্রিয় ভিকারের মতো তেমন চিত্তাকর্ষক না হলেও আমাকে বলতেই হবে, তাঁর ধর্মোপদেশগুলো অনেক বেশি হৃদয়গ্রাহী। একটা বেশ বিরক্তিকর ঘটনা ঘটে গেল, যেটার উল্লেখ আমাকে করতেই হচ্ছে। আমরা সবাই যখন গির্জা থেকে বেরিয়ে আসছিলাম, ঠিক সেই মুহূর্তে ক্যামডেন রোডের বিরাট বাড়িগুলোর একটিতে বসবাসকারী অত্যন্ত নামীদামি ভদ্রমহিলা মিসেস ফার্নলোস্ আমার সঙ্গে

BanglaBook.org

কথা বলার জন্যে থমকে দাঁড়ালেন। আমি খুবই আনন্দবোধ করলাম, কেননা সবাই তাঁকে অনেক বড়ো কিছু-একটা বলে মনে করে। আমার ধারণা, গির্জার জন্যে আমার অর্থসংগ্রহ করার সময়, বিশেষ করে সবসময় গির্জার পেছনের সংরক্ষিত কোণের আসনটিতে তাঁর বসার কারণে প্রায়ই তিনি আমাকে দেখতে পান এবং সেই সুবাদে আগে থেকেই তিনি আমাকে চেনেন। তিনি অত্যন্ত প্রভাবশালী একজন মহিলা। সম্ভবত খুবই জরুরি কোনো বিষয়ে তিনি আমাকে কিছু বলতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তিনি কথা শুরু করতেই জোরে একটি ঝড়ো হাওয়া বয়ে গেল এবং সেই বাতাসে আমার মাথার হ্যাট্‌টি উড়ে গিয়ে রাস্তার মাঝখানে গিয়ে পড়লো।

আমি হ্যাট্‌টির পিছু পিছু দৌড়ে গেলাম এবং অনেক কষ্টের পর সেটিকে ধরতে সক্ষম হলাম। যখন ধরলাম, ঠিক সেই মুহূর্তে আমি লক্ষ্য করলাম মিসেস ফার্নলোস্ কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন। আমি বেশ বুঝতে পারলাম, এই সময় তাঁর কাছে যাওয়া আমার ঠিক হবেনা, বিশেষ করে আমার হ্যাট্‌টি যখন কাদায় ভরে গেছে। আমি বোঝাতে পারবোনা এই ঘটনায় আমি কী পরিমাণ নিরাশ হয়েছি।

সন্ধ্যেয় (বিশেষ করে *রোববার* সন্ধ্যেয়) মিঃ বারুইন- ফসেল্টনের কাছ থেকে ধৃষ্টতার সঙ্গে লেখা একটি চিঠি পেলাম, যা নিচে উদ্ধৃত করা হলো ঃ

প্রিয় মিঃ পুটার,

যদিও আপনার চেয়ে আমি বয়সে সম্ভবত বিশ/ত্রিশ বছরের ছোট, যে কারণে সভাবতই আপনি এই ক্ষুদ্র গ্রহের সবকিছু আমার চেয়ে অনেক বেশিকালযাবৎ দেখার অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করতে পেরেছেন, আমার মনে হয় এটা খুবই স্বাভাবিক যে এই চিঠির নগণ্য লেখকের মতো *আপনার* জীবনের চাকা অতো দ্রুত ঘোরেনা। শুনেছি, অতীত দিনের সেরা ঘোড়া নাকি ধীরগতির বাসকে পেছনে ফেলে চলে গেছে।

আমার কথা কি বুঝতে পারছেন ?

খুব ভালো। তাহলে আমাকে বলতে দিন মিঃ পুটার, বয়স যে মানুষের প্রাণশক্তিকে নিঃশেষ করে ফেলে, এই পরম সত্যটিকে আপনি মেনে নিন। আপনার পরাজয় স্বীকার করে নিন এবং এই কশাঘাতকে সহজমনে মেনে নিন। মনে রাখবেন, *আপনি* যখন লড়াইয়ের মনোভাব নিয়ে আমার সঙ্গে তর্কে অবতীর্ণ হয়েছেন, তখন আমি নিজেকে মানসিকভাবে বা শারীরিকভাবে একজন *কাপুরুষ* বলে ভাবতে পারিনা!

আমাদের জীবনের পথ ভিন্ন। আমি বেঁচে আছি **আমার শিল্পের** জন্যে, আর তা হলো **মঞ্চ**। আর আপনার জীবন নিয়োজিত রয়েছে বাণিজ্যিক কাজে—'জমাখরচের খাতার ভেতর সীমাবদ্ধ একটি জীবন'। আমার খাতা ভিন্ন ধাতুতে গড়া। আমি স্বীকার করছি, নগরীর প্রাণকেন্দ্রে আপনার চাকরিজীবন খুবই সম্মানিত। *কিন্তু কতো ভিন্ন!* আমাদের মধ্যকার সাগর কি আপনার চোখে পড়েনা? এটা এমন একটি ব্যবধান, যা আমাদের দু'জনের চিন্তাধারাকে কখনোই একসুরে বাজতে দেবেনা।

আমি খ্যাতির সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠবো বলে প্রতিজ্ঞা করেছি। আমাকে হামাগুড়ি দিতে হতে পারে, আমার পা পিছলিয়ে যেতে পারে, এমনকি আমি হোঁচটও খেতে পারি (আমরা সবাই কিন্তু দুর্বল), কিন্তু *মইয়ের সর্বোচ্চ ধাপে আমি পৌঁছাবোই!!!* সেখানে

BanglaBook.org

পৌঁছানোর পর আমার কণ্ঠস্বর শোনা যাবে। কারণ, নিচের জনতার উদ্দেশ্যে আমি চিৎকার করে বলবো, *আমাকে দ্যাখো!*' বর্তমান সময়ের জন্যে আমি শুধুমাত্র একজন অপেশাদার শিল্পী, এবং আমার অভিনয় করা সম্পর্কে আমার একদল বন্ধু ও এখানে-সেখানে দু'একজন শত্রু ছাড়া নিশ্চয়ই আর কেউ কিছুই জানেনা।

তবে মিঃ পুটার, আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করছি, "একজন পেশাদার ও একজন অপেশাদারের মধ্যে পার্থক্য কী? "

কিছুই না!!!

দাঁড়ান! হ্যাঁ, পার্থক্য আছে। একজন যে কাজের বিনিময়ে *পয়সা পায়*, অন্যজন সেই একই কাজ সমান দক্ষতার সঙ্গে করে *বিনা পয়সায়!*

তবে *আমিও* পয়সা *পাবো!* কেননা, *আমি* আমার পরিবার ও বন্ধুদের ইচ্ছের বিরুদ্ধে শেষাবধি মঞ্চকেই *আমার* পেশা হিসেবে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। যখন এই *হাস্যকর* মোহ কেটে যাবে—*এবং আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, খুব সহসাই তা ঘটবে*— আমি আমার ক্ষমতা সবাইকে বুঝিয়ে দেবো। কারণ, আমি মনে করি— আমার এই আপাতদৃষ্টিতে প্রতীয়মান অতিমাত্রার আত্মগর্বকে ক্ষমা করবেন—এমন কোনো জীবিত মানুষ নেই যে কুঁজো রিচার্ড'কে হুবহু নকল করতে পারে, যেমনটি আমি পারি বলে *মনে করি* এবং *মানি*।

তখন *আপনিই* হবেন প্রথম ব্যক্তি যিনি ফিরে এসে আত্মসমর্পণের উদ্দেশ্যে মাথা নত করবেন। অনেক বিষয় আছে যা আপনি হয়তো ভালো বুঝবেন। কিন্তু অভিনয়ের মতো একটি শিল্পকলা সম্পর্কে আপনার কোনো *ধারণাই নেই*।

আশা করছি, এই চিঠির সঙ্গেই আজকের এই আলোচনার পরিসমাপ্তি ঘটবে। *বিদায়!*

একান্তই আপনার,
বারুইন-ফসেল্টন্

আমার বিরক্ত লাগলো। লুপিন বাসায় এলে এই ধৃষ্টতাপূর্ণ চিঠিখানি তার হাতে তুলে দিয়ে বললাম, "বাবা, এই চিঠিতে তোমার বন্ধুর আসল চরিত্র তুমি দেখতে পাবে।"

লুপিন আমাকে অবাক করে দিয়ে বললো, "ও হ্যাঁ, এই চিঠি পাঠানোর আগে সে আমাকে দেখিয়েছিলো। আমার মনে হয়, সে ঠিকই লিখেছে এবং তোমার অবশ্যই অপরাধ স্বীকার করা উচিত।"

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

আমার ডায়েরির ব্যবহার ও মূল্য সম্পর্কে
একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা। বড়োদিন সম্পর্কে লুপিনের
ধারণা। লুপিনের দুর্ভাগ্যজনক এংগেজমেন্টের পুনরায় শুরু।

অধ্যায়-১২

১৭ই ডিসেম্বর। আমার এই কালির আঁচড়ে লেখা ডায়েরি আজ খোলামাত্রই চোখে পড়লো এই লেখাগুলোঃ 'অক্সফোর্ড মিকেলমাস পর্বের সমাপ্তি'। কেন যে আমার মন আজ অতীতের দিনগুলোতে ফিরে যেতে চাচ্ছে, জানিনা। আমার ডায়েরির শেষের কয়েক সপ্তাহ সবচাইতে কম আকর্ষণীয়। লুপিন ও ডেইজি মাট্‌লারের মধ্যকার এংগেজমেন্ট ভেঙ্গে যাওয়ায় লুপিন যেন একটি ভিন্ন প্রাণীতে পরিণত হয়েছে, আর ক্যারী যেন তার এক মন-মরা সঙ্গী হয়ে পড়েছে। গত শনিবার ক্যারীকে কিছুটা চুপচাপ দেখাচ্ছিলো। তাই আমি তাকে উৎফুল্ল করার লক্ষ্যে আমার ডায়েরি থেকে কিছু অংশ তাকে পড়ে শোনাবো বলে ঠিক করলাম। কিন্তু পড়ার মাঝখানে সে কোনো কথা না বলে রুম থেকে বেরিয়ে গেল। যখন সে রুমে ফিরে এলো, আমি তাকে বললাম, "ডার্লিং, আমার ডায়েরি কি তোমার কাছে একঘেয়ে মনে হচ্ছিলো?"

আমাকে অবাক করে দিয়ে সে জবাব দিলো, "আমি আসলে শুনছিলাম না তুমি কী পড়ছো। লন্ড্রির মেয়েটার সঙ্গে কথা বলার জন্যে আমাকে একটু যেতে হয়েছিলো। পানির সঙ্গে তার কী জানি মেশানোর ফলে লুপিনের আরও দু'টি শার্ট নষ্ট হয়ে গেছে। লুপিন বলছিলো আর সেগুলো সে পরবেনা।"

আমি বললাম, "সবকিছুই লুপিন। শুধু লুপিন, লুপিন আর লুপিন। গতকাল আমার শার্টে একটিও বোতাম ছিলোনা, কিন্তু *আমি* তো কোনো অভিযোগ করিনি।"

ক্যারী শুধু জবাব দিলো, "অন্য পুরুষদের মতো তোমারও শার্টে বোতামের পরিবর্তে ঘুন্টি ব্যবহার করা উচিত। আসলে তোমাকে ছাড়া আর কাউকে আমি শার্টে বোতাম ব্যবহার করতে দেখিনি।"

আমি বললাম, "গতকাল নিশ্চয়ই আমি একটিও বোতাম ব্যবহার করিনি। কারণ, আমার শার্টে একটিও ছিলোনা।"

আরেকটি ভাবনা আমাকে আচ্ছন্ন করছে। আর তা হলো, গোয়িং কালেভদ্রে কখনো সন্ধ্যেয় বাসায় এলেও কামিংস্ কিন্তু একেবারেই আসেনা। আমার ভয় হচ্ছে, লুপিনের সঙ্গে ওদের দু'জনেরই সম্পর্ক ভালো যাচ্ছেনা।

BanglaBook.org

১৮ই ডিসেম্বর। গতকাল আমি অতীত রোমন্থনের মেজাজে ছিলাম, আজ আবার ভবিষ্যৎ *সম্ভাবনা* নিয়ে ভাবছি। আমার চোখের সামনে শুধু মেঘ, মেঘ আর মেঘ। ডেইজি মাট্‌লারের ব্যাপারে লুপিনের আচরণ একেবারেই অসহনীয়। কী কারণে ওদের সম্পর্ক নষ্ট হয়েছে, কিছুতেই সে বলবেনা। স্পষ্টতই ডেইজির আচরণকেই সে দায়ী করছে। কিন্তু আমরা সাহস করে কখনো তার সঙ্গে একমত হতে চাইলে সে বলে, ডেইজির বিরুদ্ধে একটি কথাও সে শুনবেনা। কাজেই এ ব্যাপারে কার কী করার আছে? আমার জন্যে আরেকটি হতাশাব্যঞ্জক বিষয় হলো, ক্যারী ও লুপিন কেউই আমার ডায়েরির ভেতর কী লেখা আছে তা জানতে আগ্রহী নয়।

আজ সকালে নাস্তার টেবিলে কথাটা আমি উত্থাপন করলাম। আমি বললাম, "আমার আশা ছিলো, আমার কখনো কিছু একটা হয়ে গেলে এই ডায়েরি তোমাদের উভয়ের জন্যে অফুরন্ত আনন্দের উৎস হবে, এর প্রকাশনার দরুন অর্থোপার্জনের সম্ভাবনার কথা নাহয় বাদই দিলাম।"

ক্যারী ও লুপিন উভয়েই উচ্চস্বরে হেসে উঠলো। ক্যারীকে অবশ্য এজন্যে দুঃখিত বলে মনে হলো। কারণ সে বললো, "ডিয়ার চার্লি, আমি কিন্তু মোটেও রূঢ় হতে চাইনি। তবে *সত্যিই* আমার মনে হয়না, তোমার ডায়েরি একজন প্রকাশককে উৎসাহিত করার মতো যথেষ্ট আগ্রহ এর পাঠকদের মধ্যে সৃষ্টি করতে পারবে।"

আমি জবাব দিলাম, "আমি নিশ্চিত, আমার এই ডায়েরি সম্প্রতি প্রকাশিত কিছু কিছু হাস্যকর স্মৃতিকথার মতো সমান আকর্ষণীয় বলে প্রমাণিত হবে। তাছাড়া ডায়েরিই একটি মানুষকে সৃষ্টি করে। ইভ্‌লিন আর পেপিজ্‌কে আজ কে চিনতো তাদের ডায়েরি না থাকলে?"

ক্যারী বললো আমি দার্শনিক হয়ে গেছি। কিন্তু লুপিন টিটকারির স্বরে বললো, "যদি কোনো বড়ো কাগজে তুমি এটা লিখতে বাবা, তাহলে মাখনঅলার কাছ থেকে এর একটা ভালো দাম হয়তো পাওয়া যেতো।"

যেহেতু আমি সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের কথা ভাবছি, তাই চলতি বছরের শেষ নাগাদ এই ডায়েরি লেখার কাজ আমি শেষ করবো বলে প্রতিজ্ঞা করছি।

১৯শে ডিসেম্বর। ক্যারীর মায়ের সঙ্গে বড়োদিন পালনের জন্যে অন্যান্য বছরের মতো এবারও আমরা আমন্ত্রণ পেলাম। বছরে এই একবার আমরা চিরাচরিত উৎসবমুখর পারিবারিক জনসমাবেশের প্রতীক্ষায় বসে থাকি। লুপিন যাবেনা বলে জানিয়ে দিলো। আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম এবং আমার বিস্ময় ও বিরক্তি প্রকাশ করলাম। অতঃপর লুপিন এই প্রগতিবাদী বক্তব্যটি শুনিয়ে আমাদের বাধিত করলোঃ "আমি বড়োদিনে পারিবারিক জনসমাবেশ একেবারেই পছন্দ করিনা। এর অর্থ কি? কেন কেউ একজন বলে, 'আহা আমাদের বেচারা আঙ্কেলের জন্যে খুব খারাপ লাগছে, গত বছর তিনি এখানেই ছিলেন।' আর আমরা সবাই নাকিকান্না শুরু করে দেই। আবার অন্য কেউ একজন বলে, 'দুই বছর হয়ে গেল

BanglaBook.org

বেচারি লিজ আন্টি ওই জায়গাটায় বসতো।' আমরা আবার সবাই নাকিকান্না শুরু করে দেই। এরপর আরেকজন বিষণ্ন আত্মীয় বলে ওঠে, 'হায়! আমি ভাবছি, এরপর কার যাবার পালা আসছে?' এইসঙ্গে আবার আমরা সবাই নাকিকান্না শুরু করে দেই। অতঃপর অতিরিক্ত খাওয়া ও পান করার জন্যে আমরা সবাই এগিয়ে যাই, এবং *আমি* না ওঠা পর্যন্ত তারা লক্ষ্যই করেনা আমরা ডিনারে তেরোজন খেতে বসেছি।"

২০শে ডিসেম্বর। নদীর ধারে অবস্থিত পর্দা-কাপড়ের দোকান 'স্মার্কসঙ্গ'-এ গেলাম। এ বছর দোকানের সব জিনিস বের করে দিয়ে ওরা শুধুমাত্র ক্রিসমাস কার্ড বিক্রির ব্যবস্থা করেছে। দোকানে মানুষের অসম্ভব ভিড়। সবাই যেন অযত্নের সাথে হাতে কার্ড তুলে নিয়ে ত্বরিত একবার নজর বুলিয়ে পুনরায় নিচে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে। দোকানের তরুণ একজন সেলসম্যানকে আমি বললাম, কিছু ক্রেতা আছে যাদের অসতর্কতা একটি রোগে পরিণত হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। আমার এই মন্তব্য পুরোপুরি মুখ থেকে বেরুতে পারেনি এমন সময় আমার কোটের একটি পুরু আস্তিন দামি কার্ডভর্তি বক্সের স্তূপের সঙ্গে আটকিয়ে গেল এবং সব কার্ড নিচে পড়ে গেল। ম্যানেজার এগিয়ে এলো। অত্যন্ত বিরক্ত মনে হলো তাকে। বেশ কিছু কার্ড মেঝে থেকে উঠিয়ে আমার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে একজন সহকারীকে সে বললো, "এগুলো ছয়-পেনি দামের জিনিসগুলোর সাথে রেখে দাও: এখন আর শিলিং দরে বিক্রি করা যাবেনা।" এর ফলাফল এই দাঁড়ালো যে, কিছু নষ্ট হয়ে-যাওয়া কার্ড কিনে নেয়া তখন আমার কাছে একান্ত কর্তব্য বলে মনে হলো।

আমাকে আরও বেশি কার্ড কিনতে হলো এবং যা ধারণা করেছিলাম তার চেয়ে বেশি অর্থব্যয় করতে হলো। দুর্ভাগ্যবশত কেনার সময় সবগুলো কার্ড আমি পরীক্ষা করে দেখে নেইনি। বাসায় আসার পর একটি অশ্লিল কার্ড আমার চোখে পড়লো, যাতে দু'টি শিশু-কোলে একটি স্থূলকায় নার্সের ছবি দেয়া হয়েছে, একটি শিশু কৃষ্ণবর্ণের ও অপরটি শ্বেতবর্ণের। কার্ডটিতে লেখা রয়েছেঃ "আমরা বাবাকে বড়োদিনের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।" আমি কার্ডটিকে ছিঁড়ে ফেলে দিলাম। ক্যারী বললো, সমাজে মেলামেশা করা ও বন্ধু-বান্ধবের সংখ্যা বাড়ানোর একটি বিরাট অসুবিধে হলো এ বছর আমাদেরকে প্রায় দু'ডজন কার্ড বিভিন্ন জায়গায় পাঠাতে হবে।

২১শে ডিসেম্বর। বড়োদিনে ডাকপিয়নের দুর্দশা লাঘবের জন্যে আমরা অ-স্বার্থপর লোকদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে প্রতিবছর আগেভাগেই আমাদের কার্ডগুলো ডাকে পাঠিয়ে দেই। এবার বেশিরভাগ কার্ডেই আঙ্গুলের ছাপ লেগেছিলো, যেগুলো রাত্রে আমি ভালো করে লক্ষ্য করিনি। ভবিষ্যতে সব কার্ড আমি দিনের বেলায় কিনবো। লুপিন(একটি স্টক্ এ্যান্ড শেয়ার ব্রোকার কোম্পানিতে চাকরি নেয়ার পর থেকে যাকে অন্যের সঙ্গে লেনদেনে ন্যায়-অন্যায়ের ব্যাপারে খুব বেশি সতর্ক বলে

BanglaBook.org

মনে হয়না)আমাকে বললো, কার্ডের পেছনে পেন্সিল দিয়ে যে মূল্য লেখা থাকে তা কখনো যেন আমি মুছে না ফেলি। আমি এর কারণ জিজ্ঞেস করতেই সে বললো, "ধরো, তোমার কার্ডে লেখা আছে ৯ পেন্স। এখন শুধু এই নয় পেন্সের *সামনে* পেন্সিল দিয়ে তুমি লিখবে ৩, আর এর পরেই ওপর থেকে নিচে লম্বা একটি দাগ টানবে। মানুষ ভাববে, তুমি পাঁচগুণ দামে কার্ডটি কিনেছো।"

সন্ধ্যেয় লুপিনকে খুব বিষণ্ন মনে হলো। আমি তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললাম, মেঘের আড়ালেই সূর্য চকচক করে । সে বললো, "আমার সূর্য কখনো চকচক করেনা।" আমি বললাম, "থামো বাবা লুপিন, তুমি ডেইজি মাট্‌লারকে নিয়ে চিন্তিত। ওর কথা আর ভেবোনা। তোমার নিজেকে ধন্যবাদ দেয়া উচিত, অমন অসুবিধেজনক একটি চুক্তির হাত থেকে তুমি নিস্কৃতি পেয়েছো বলে। তার ভাবনা-চিন্তা গুলো আমাদের সাদামাটা রুচির তুলনায় অনেক বেশি অহমিকাপূর্ণ।" সে লাফ দিয়ে উঠে বললো, "ওর বিরুদ্ধে একটি কথাও আমি সহ্য করবোনা। সেই অহঙ্কারী পার্কাপ্‌সহ তোমার সব বন্ধুদেরকে একত্র করলে ওর একার সমান হবে।" আমি নীরব গাম্ভীর্যের সাথে রুম ত্যাগ করলাম, কিন্তু আসতে গিয়ে ম্যাটে পা আটকিয়ে গেল।

২৩শে ডিসেম্বর। সকালে লুপিনের সঙ্গে আমি কোনো বাক্যবিনিময় করিনি। তবে সন্ধ্যেয় তাকে খোশমেজাজে দেখে আমি সাহস করে জিজ্ঞেস করলাম, সে কোথায় বড়োদিন উদযাপন করবে বলে ঠিক করেছে। সে জবাব দিলো, "খুব সম্ভবত মাট্‌লারদের বাসায়।"

আমি বিস্ময়ের সাথে বললাম, "কী বললে? তোমার এংগেজমেন্ট ভেঙ্গে যাওয়ার পরেও?"

লুপিন বললো, "কে বলেছে ভেঙ্গে গেছে? "

আমি বললাম, "তুমিই তো আমাদের দু'জনকে ধারণা দিয়েছিলে..."

সে আমাকে বাধা দিয়ে বললো, "ঠিক আছে, ওতে কিছু ভেবোনা। *আবার শুরু হয়েছে এবং ওখানেই!* "

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

আমি একটি অপমানজনক ক্রিসমাস কার্ড পেলাম। ক্যারীর মায়ের বাসায় আমরা একটি আনন্দদায়ক বড়োদিন অতিবাহিত করলাম। জনৈক মিঃ মস্ অত্যন্ত খোলামেলা স্বভাবের লোক। আমরা একটি হৈচৈপূর্ণ সন্ধ্যো পার করলাম, যখন আমি অন্ধকারে মাথায় আঘাত পেলাম। লুপিন সম্পর্কে মিঃ মাট্লারের কাছ থেকে আমি একটি অসাধারণ চিঠি পেলাম। আমরা পুরনো বছরকে বিদায় জানাতে ভুলে গেলাম।

অধ্যায়-১৩

২৪শে ডিসেম্বর। আমি একজন দরিদ্র মানুষ। কিন্তু আমি খুশি মনে দশ শিলিং পর্যন্ত ব্যয় করবো শুধু বের করতে কে আমার কাছে অপমানজনক ক্রিস্মাস কার্ডটি পাঠিয়েছে, যেটি আজ সকালেই আমি পেয়েছি। আমি কখনো কাউকে অপমান করিনা; আমাকে কেন তারা অপমান করবে? অপরাধীকে চিহ্নিত করার এই উদ্যোগের সবচেয়ে খারাপ দিকটি হলো, আমি আমার পরিচিত সবাইকেই সন্দেহ করতে শুরু করলাম। খামের ওপরের হাতের লেখা নিশ্চয়ই কারো আসল হস্তাক্ষর নয়, কেননা উল্টোদিকে এর ঢালু রাখা হয়েছে। আমি ভাবতেও পারিনা গোয়িং কিংবা কামিংস্ কেউ এমন ঘৃণ্য কাজ করতে যাবে। লুপিন বললো, এ সম্পর্কে সে কিছুই জানেনা। তার কথা আমি বিশ্বাস করি, যদিও তার হাসি এবং অপরাধীর প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে তার কথা বলা আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারিনা। মিঃ ফ্রাঞ্চিং নিশ্চয়ই এ ধরনের কাজের ঊর্দ্ধে থাকবেন, আর মাট্লারদের কেউ এ কাজ করতে যাবে আমার তা বিশ্বাস হয়না। আমার সন্দেহ, অফিসের সেই ধৃষ্ট কেরানি পিট্ কি একাজ করেছে? নাকি ঠিকা-ঝি মিসেস বিরেল কিংবা বারুইন-ফস্সেল্টন? মিসেস বিরেলের হাতের লেখা অবশ্য এতো ভালো নয়।

বড়োদিন। আমরা প্যাডিংটনে সকাল ১০টা ২০-এর ট্রেন ধরলাম এবং ক্যারীর মায়ের বাসায় একটি মনোরম দিন অতিবাহিত করলাম। পাড়া গাঁ-টি মোটামুটি সুন্দর ও মনোরম, যদিও রাস্তাঘাটগুলো নোংরা পানি-জমা ছোটখাটো গর্তে ভরা। আমরা মাত্র দশজন দিনের মাঝামাঝি সময়ে দুপুরের খাওয়া শেষ করলাম এবং খেতে খেতে পুরনো দিনের কথা আলাপ করলাম। যদি আমার মতো প্রত্যেকের একটি চমৎকার ও অন্যের ব্যাপারে নির্লিপ্ত শ্বাশুড়ি থাকতো, তাহলে

BanglaBOOK.org

দুনিয়াটা যে কতো সুখকর হতো! যেহেতু সবাই বেশ উচ্ছ্বসিত ছিলাম, তাই আমি তাঁর সুস্বাস্থ্য কামনা করে মদপান করার জন্যে সবাইকে আহ্বান জানালাম এবং আমার মতে খুব ভালো একটি বক্তৃতা দিলাম।

যে বক্তব্য দিয়ে আমি বেশ পরিচ্ছন্নভাবে আমার বক্তৃতার উপসংহার টানলাম, তা হলোঃ "এ রকম একটি উপযুক্ত সময়ে আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধব বা পরিচিতজন নির্বিশেষে আমরা সবাই পরস্পর পরস্পরের প্রতি সদ্ভাব রক্ষা করার ব্যাপারে অনুপ্রাণিত হই। আমাদের মন এক, এবং আমরা শুধু প্রেম ও বন্ধুত্ব নিয়ে চিন্তা করি যাঁরা অনুপস্থিত বন্ধুদের সাথে ঝগড়া করেছেন, তাঁরা চুমু খেয়ে ঝগড়া মিটিয়ে ফেলবেন: আর যাঁরা বন্ধুদের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ না করে সুখে আছেন, তাঁরাও চুমু খেতে পারেন।"

আমি ক্যারী ও তার মা উভয়ের চোখেই অশ্রু দেখতে পেলাম, এবং আমাকে বলতেই হচ্ছে, এই প্রশংসাসূচক অভিব্যক্তিতে আমি খুবই আনন্দবোধ করলাম। সেই বৃদ্ধ পাদ্রি জন প্যানজি স্মিথ, যিনি আমাদের বিয়ে পড়িয়েছিলেন, অত্যন্ত আনন্দদায়ক ও মজার একটি বক্তৃতা দিলেন এবং বললেন, তিনি চুমু খাওয়া সম্পর্কে আমার পরামর্শ অনুসরণ করবেন। অতঃপর তিনি টেবিলের চারিদিকে একবার হাঁটলেন এবং ক্যারী-সহ প্রত্যেকটি মহিলাকে চুমু খেলেন। অবশ্য কেউ এতে আপত্তি করেনি। তবে আমি রীতিমতো হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম যখন মস্ নামের একজন কমবয়সী লোক, যে আমার কাছে অপরিচিত এবং খাওয়ার সময় একটি কথাও বলেনি, হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে তরুরুহা গাছের ফুল-পাতা-সহ ছোট একটি ডালা হাতে নিয়ে বলে উঠলো, "সবাই শুনুন, আমি বুঝতে পারছিনা আমাকে কেন এই দৃশ্যের বাইরে থাকতে হবে।" সে কী করতে যাচ্ছে কারো বুঝে ওঠার আগেই সে ক্যারীকে এবং অন্যান্য মহিলাদের চুমু খেলো।

সৌভাগ্যক্রমে ব্যাপারটাকে সবাই একটি নিছক কৌতুক হিসেবে ধরে নিলো এবং এজন্যে আমরা সবাই হেসে উঠলাম। কিন্তু এটা ছিলো আসলে বিপজ্জনক একটি পরীক্ষা এবং এর ফলাফল দেখে মুহূর্তের জন্যে আমি খুবই অস্বস্তি বোধ করলাম। আমি পরবর্তীতে বিষয়টি নিয়ে ক্যারীর সঙ্গে আলাপ করতে গেলে সে বললো, "বাদ দাও তো ওসব কথা, সে একটি বালকের চেয়ে বেশি কিছু নয়।" আমি বললাম, "তার খুব বড়ো একটি গোঁফ আছে যা কোনো বালকের থাকেনা।" ক্যারী জবাব দিলো, "আমি তো বলিনি সে একটি সুন্দর বালক নয়।"

২৬শে ডিসেম্বর। গতরাতে আমার খুব ভালো ঘুম হয়নি অপরিচিত কোনো বিছানায় আমার এমনটি হয়েই থাকে। কিছুটা বদহজমের সমস্যাও অনুভব করছি, যা বছরের এই সময়টাতে সবাই করে থাকে। ক্যারী ও আমি সন্ধ্যেয় শহরে ফিরে এলাম। লুপিন দেরি করে এলো। সে বললো, এবারের বড়োদিন সে খুব উপভোগ করেছে। সে আরও বললো, "আমার মনে হয়, এবারের অনুষ্ঠান খুব ভালো হয়েছে: কেবল সামান্য কিছু 'মালকড়ি' হলেই ৫০০পাউন্ড

BanglaBook.org

'স্ট্র্যাডিভ্যারিয়াস্'-এর সমতুল্য হতো।" বহুদিন ধরে আমি লুপিনের অপশব্দের অর্থ বোঝার চেষ্টা করা কিংবা তাকে এর ব্যাখ্যা করতে বলা ছেড়ে দিয়েছি।

২৭শে ডিসেম্বর। আমি লুপিনকে বললাম, আগামীকাল সন্ধ্যেয় আমি গোয়িং ও কামিংস্‌কে বাসায় আসতে বলেছি শান্ত প্রকৃতির কোনো একটি খেলা করার জন্যে । আমি আশা করেছিলাম, ছেলেটা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বাসায় থেকে ওদেরকে মজা করে সময় কাটাতে সাহায্য করবে। কিন্তু এর পরিবর্তে সে বললো, "কী যে বলো তুমি, ওদের বরং আসতে মানা করে দাও। কাল আমি ডেইজি আর ফ্রাঙ্ক মাট্‌লারকে আসতে বলেছি।" আমি বললাম, অমন কিছু করার কথা আমি ভাবতেও পারিনা। লুপিন বললো, "তাহলে আমি তার পাঠিয়ে ডেইজিকে আসতে মানা করে দেবো।" আমি পরামর্শ দিয়ে বললাম, একটি পোষ্ট-কার্ড কিংবা চিঠি যথেষ্ট তাড়াতাড়ি ওর হাতে গিয়ে পৌছুবে, এবং সেটা তেমন অপচয়করও হবেনা।

ক্যারী এতোক্ষণ বিরক্তির সাথে উপরোক্ত কথপোকথন শুনছিলো। সে লুপিনের দিকে ভালোভাবে তাক-করে একটি তীর ছুঁড়ে মারলো। সে বললো, "লুপিন, তোমার বাবার বন্ধুদের সাথে ডেইজির সাক্ষাৎ হওয়ার ব্যাপারে তুমি আপত্তি করছো কেন? এটা কি এজন্যে যে, তারা ডেইজির সমকক্ষ নয়, নাকি (যেটি সমানভাবে সম্ভব) *ডেইজিই* তাদের সমকক্ষ নয়?" লুপিন একেবারে হতভম্ব হয়ে গেল এবং এই কথার কোনো জবাবই দিতে পারলোনা। সে রুম থেকে চলে যাওয়ার পর আমি ক্যারীকে একটি সম্মতিসূচক চুমু খেলাম।

২৮শে ডিসেম্বর। লুপিন সকালে নাস্তা খেতে এসে তার মাকে বললো, "আমি ডেইজি ও ফ্রাঙ্ককে আসতে মানা করিনি এবং চাচ্ছি, ওরা সন্ধ্যেয় গোয়িং ও কামিংসের সাথে একসঙ্গেই এখানে উপস্থিত থাকুক।" আমি ছেলেটির ওপর এজন্যে খুব খুশি হলাম জবাবে ক্যারী বললো, "আমি খুশি তুমি সময়মতো কথাটা আমাকে জানিয়েছো বলে, কেননা ঠান্ডা হয়ে-যাওয়া ভেড়ার রানটি উল্টিয়ে তার ওপর খানিকটা পার্স্লি পাতা ছড়িয়ে দিতে পারি, যাতে কেউ বুঝতে না পারে ওটা কাটা।" সে আরও বললো, সে কয়েকপ্রকার কাস্টার্ড ও আপেলের স্টু তৈরি করবে যাতে সন্ধ্যে পর্যন্ত সেগুলো ঠান্ডা হয়ে যায়।

লুপিনকে খোশমেজাজে দেখে তাকে চুপেচাপে জিজ্ঞেস করলাম, সত্যিই গোয়িং বা কামিংসের ব্যাপারে তার ব্যক্তিগত কোনো আপত্তি আছে কিনা। সে জবাব দিলো, "মোটেই না আমার মনে হয়, কামিংস্‌কে দেখে পাখার মতো লাগে। তবে সেটা কিছুটা তার 'একদর ছত্রিশ-পেনি' হ্যাট কোম্পানির পৃষ্ঠপোষকতা করা ও পা-পর্যন্ত লম্বা কোট পরার কারণে। আর গোয়িংকে তার সবসময় পরে-থাকা বাদামি রঙের সস্তা ধরনের মখমল জ্যাকেটের কারণে ভ্রমণরত ফটোগ্রাফারের মতো দেখায়।"

BanglaBook.org

আমি বললাম, কোট তো আর মানুষকে ভদ্রলোক বানায়না। এতে লুপিন হেসে জবাব দিলো, "না, তবে যারা ওদের কোট তৈরি করেছে তারা খুব একটা ভদ্রলোকের কাজ করেনি।"

আমরা ডিনারে খেতে বসে সবাই বেশ হাসিখুশি ছিলাম। ডেইজি সবার কাছেই নিজেকে খুব মনোজ্ঞ করে তুললো, বিশেষ করে সন্ধ্যের প্রথমভাগে যখন সে গান গাইছিলো। অবশ্য খাওয়ার সময় সে বললো, "রুটি দিয়ে কি কেউ 'টি-টু-টাম্‌স্' বানাতে পারেন?" এই বলেই সে পাউরুটির কয়েকখানা স্লাইস্ হাতে নিয়ে বেলনার আকারে সেগুলো পাকাতে লাগলো এবং অতঃপর টেবিলের ওপর সেগুলো রেখে মোচড়াতে লাগলো আমার কাছে এটা অভদ্রতা বলেই মনে হলো, যদিও এ ব্যাপারে একটি কথাও আমি বললামনা। তক্ষুনি ডেইজি ও লুপিন পরস্পর পরস্পরের দিকে পাউরুটির টুকরো ছুঁড়ে মারতে লাগলো, যা আমার কাছে খুবই বিরক্তিকর মনে হলো। ফ্রাঙ্ক তাদের অনুসরণ করলো: এবং আমাকে মহাবিস্মিত করে কামিংস্ ও গোয়িং তাদের সঙ্গে যোগ দিলো। এরপর তারা পাউরুটির শক্ত ও মচমচে উপরিভাগ ছোঁড়া শুরু করলো, যার একটি এসে আমার কপালে লেগে গেল আমি তখন চোখ পিট পিট করে তাকাতে লাগলাম। আমি বললাম, "থামো, দয়াকরে তোমরা থামো।" ফ্রাঙ্ক লাফ দিয়ে উঠে বললো, "টম্‌টম্: তারপর ব্যান্ড্ বেজে উঠলো।"

আমি জানতাম না এর অর্থ কী। তবে ওরা সবাই উচ্চস্বরে হেসে উঠলো এবং রুটি ছোঁড়াছুঁড়ি চলতেই লাগলো। গোয়িং হঠাৎ ঠান্ডা হয়ে-যাওয়া ভেড়ার মাংসের ওপর থেকে সব পার্স্‌লি পাতা উঠিয়ে নিয়ে আমার মুখের ওপর ছুঁড়ে মারলো আমি কটমট করে গোয়িংয়ের দিকে তাকালাম। সে জবাব দিলো, "দ্যাখো বলছি, চুলভর্তি পার্স্‌লি নিয়ে ওভাবে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে কোনো লাভ হবেনা আমি টেবিল থেকে উঠে পড়লাম এবং ওদের মূর্খতাপূর্ণ আচরণ ঐ মুহূর্তে বন্ধ করতে বললাম। ফ্রাঙ্ক মাটলার চিৎকার করে বলে উঠলো, "দয়াকরে একটু বসুন, ভদ্রমহোদয়গণ!" এই বলে সে গ্যাস-বাতি নিভিয়ে দিলো। আমরা গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত হলাম

আমি সবেমাত্র রুম থেকে বাইরে যাওয়ার পথ খুঁজে পেয়েছি, এমন সময় হঠাৎ কেউ একজন ইচ্ছাকৃতভাবে আমার মাথার পেছনে জোরে একটি ঘুষি মারলো। আমি উচ্চস্বরে বললাম, "কে এ কাজ করলো?" কোনো জবাব পাওয়া গেল না আমি আবার প্রশ্ন করলাম আবারও কোনো জবাব নেই। আমি দিয়াশলাই কাঠি ঠুকে গ্যাস-বাতি জ্বালালাম সবাই তখন কথা বলছে আর হাসাহাসি করছে কাজেই আমি আমার মনোভাব গোপন রাখলাম। কিন্তু তারা চলে যাওয়ার পর আমি ক্যারীকে বললাম, "যে লোকটি বড়োদিন উপলক্ষে আমার কাছে অপমানজনক পোষ্ট-কার্ড পাঠিয়েছিলো, সে আজ সন্ধ্যেয় এখানেই ছিলো।"

২৯শে ডিসেম্বর। গতরাতে আমি অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন একটি স্বপ্ন দেখলাম। ঘুম থেকে জেগে উঠে আবার ঘুমিয়ে পড়তেই ঐ একই স্বপ্ন আরেকবার দেখলাম।

BanglaBook.org

আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমি শুনতে পাচ্ছি ফ্রাঙ্ক মাটলার তার বোনকে বলছে, সে যে শুধু আমার কাছে অপমানজনক ক্রিস্‌মাস কার্ডই পাঠিয়েছে তাই নয় সে স্বীকার করছে গতরাতে অন্ধকারে সে-ই আমার মাথায় ঘুষি মেরেছে। নিয়তির কী খেলা, সকালের নাস্তার টেবিলে লুপিনকে দেখা গেল ফ্রাঙ্কের কাছ থেকে সদ্য পাওয়া একটি চিঠি থেকে বেছে বেছে কিছু অংশ পড়ছে।

আমি তাকে খামটি আমাকে দেয়ার জন্যে বললাম, যাতে তার হাতের লেখা আমি মিলিয়ে দেখতে পারি। সে তাই করলো। আমি খামটি নিয়ে ক্রিস্‌মাস কার্ডের খামটি পাশে রেখে পরীক্ষা করলাম প্রকৃত হাতের লেখাকে আড়াল করার চেষ্টা সত্ত্বেও দু'টি খামের ওপরকার হাতের লেখার মধ্যে আমি একটি মিল খুঁজে পেলাম। আমি খামদুটো ক্যারীকে দিলাম। সে ওগুলো হাতে নিয়েই হাসতে লাগলো। তার হাসির কারণ জিজ্ঞেস করতেই সে বললো, কার্ডটি আদৌ আমার কাছে পাঠানোই হয়নি। খামের ওপর প্রাপকের নাম লেখা রয়েছে 'এল, পুটার', 'সি, পুটার' নয়। লুপিন প্রাপকের নামঠিকানা ও কার্ডটি একবার দেখতে চাইলো। অতঃপর সে হাসতে হাসতে হঠাৎ বলে উঠলো, "ও হ্যাঁ বাবা, এটা আমার কাছে পাঠানো হয়েছে আমি বললাম, "তুমি কি অপমানজনক ক্রিস্‌মাস কার্ড পেতে অভ্যস্ত?" সে জবাব দিলো, "ও হ্যাঁ, শুধু পেতে নয়, *পাঠাতেও*।"

সন্ধ্যেয় গোয়িং এলো এবং বললো, গতরাতে সে খুব আনন্দ পেয়েছে। আমি সুযোগ বুঝে তাকে একজন পুরনো বন্ধু হিসেবে বিশ্বাস করে গতরাতের আক্রোশপূর্ণ ঘুষির কথাটি বললাম। সে হঠাৎ হাসতে শুরু করলো এবং বললো, "আরে, ওটা *তোমার মাথা* ছিলো? তাই নাকি? আমি ভাবছিলাম, দৈবক্রমে কোনোকিছুর সঙ্গে আমার ধাক্কা লেগেছে কিন্তু আমি মনে করেছি ওটা কোনো ইটের দেয়াল হবে আমি তাকে বললাম, আমি আঘাত পেয়েছি কথাটা আমি উভয় অর্থেই বললাম

৩০শে ডিসেম্বর, রোববার। লুপিন আজ সারাটা দিন মাটলারদের বাসায় কাটিয়ে এলো। তাকে বেশ প্রফুল্ল দেখাচ্ছিলো, তাই আমি বললাম, "তোমাকে এতো খুশি দেখে আমি আনন্দিত, লুপিন।" সে জবাব দিলো, "যা-ই বলো, ডেইজি চমৎকার মেয়ে কিন্তু আমি তার বুড়ো বোকা বাবার অহংকার ভেঙ্গে দিতে বাধ্য হয়েছি চুরুটের ব্যাপারে তার হীনমন্যতা, ড্রিংকসের ব্যাপারে তার কৃপণতা, এক সেকেন্ডের জন্যে তুমি রুম ত্যাগ করলে পয়সার হিসেব করে গ্যাস-বাতি নিভিয়ে দেয়া, নোট-পেপারের অর্ধেক পৃষ্ঠা ছিঁড়ে কাউকে চিঠি লেখা, আগের সাবানের অবশিষ্টাংশ নতুন সাবানের গায়ে লাগিয়ে ব্যবহার করা, ফায়ার-প্লেসের প্রত্যেক পাশে দু'টো করে ইট বসানো এবং সাধারণভাবে তার আধ-পয়সার হিসেব করে চলার কারণে আমার মনোভাবের কিছুটা আজ তাকে আমি বুঝিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছি।" আমি বললাম, "লুপিন, তুমি এখনো একজন বালক ছাড়া কিছু নও। আশা করি, তুমি আর এ কথা কক্ষনো বলবেনা।"

BanglaBook.org

৩১শে ডিসেম্বর। পুরনো বছরের শেষ দিন। আমি মিঃ মাট্‌লারের কাছ থেকে একটি অসাধারণ চিঠি পেলাম। তিনি লিখেছেনঃ "প্রিয় মহোদয়, দীর্ঘদিনযাবৎ একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর নির্ধারণ করা আমার জন্যে বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিলো। প্রশ্নটি হলোঃ 'আমার নিজ বাড়ির কর্তা কে? আমি, নাকি *আপনার পুত্র লুপিন?*' বিশ্বাস করুন, এ ব্যাপারে আমার পূর্বের কোনো বিদ্বেষ নেই। তবে আমি একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাতে বাধ্য হচ্ছি যে, *আমিই* এ বাড়ির কর্তা। এমতাবস্থায়, আপনার পুত্রকে ভবিষ্যতে আমার বাড়িতে ঢুকতে নিষেধ করা আমার কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি দুঃখিত, কারণ এতে এযাবৎ আমার দেখা অত্যন্ত নিরহঙ্কার, অমায়িক ও ভদ্র ব্যক্তিদের একজনের সংসর্গ থেকে আমি বঞ্চিত হবো।"

আমি চাইনি বছরের শেষ দিনটি ভিন্নরকমভাবে কাটুক। তাই এই চিঠি সম্পর্কে ক্যারী বা লুপিন কাউকেই আমি কিছু বললাম না।

ভয়ানক কুয়াশা চারিদিকে। লুপিন এর ভেতরেই বাইরে যাবে। তবে সে কথা দিলো, পুরনো বছরকে বিদায় জানাতে সে সময়মতো ঘরে ফিরে আসবে। এটি একটি প্রথা, যা আমরা প্রতি বছরই পালন করে থাকি। রাত তখন পৌনে বারোটা। লুপিন তখনো ঘরে ফেরেনি। কুয়াশাও ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছে। যেহেতু সময় ঘনিয়ে আসছে, আমি মদের বোতলগুলো বের করলাম। ক্যারী ও আমি হুইস্কি পান করবো বলে সিদ্ধান্ত নেয়ায় আমি একটি নতুন হুইস্কির বোতল খুললাম। কিন্তু ক্যারী বললো, ওটার গন্ধ ব্র্যান্ডির মতো যেহেতু আমি জানতাম ওটা হুইস্কি, তাই বললাম এ ব্যাপারে আলোচনা করার কিছু নেই। ক্যারী স্পষ্টতই বিরক্ত লুপিন এখন পর্যন্ত ঘরে ফেরেনি বলে তা সত্ত্বেও সে আলোচনা *চালিয়ে গেল*। সে আমাকে তার সঙ্গে ছোট্ট একটি বাজি ধরতে বললো। গন্ধ শুঁকে বলতে হবে এটা কী। আমি বললাম, আমি তো মুখে দিয়েই মুহূর্তের ভেতর বলে দিতে পারি এটা কী। এই ভাবে বোকার মতো অনর্থক আমরা তর্ক করেই চললাম। হঠাৎ একসময় আমরা লক্ষ্য করলাম ঘড়িতে সোয়া বারোটা বেজে গেছে। আমাদের বিবাহিত জীবনে এই প্রথম আমরা নতুন বছরকে বরণ করতে পারলাম না। রাত সোয়া দুটোয় লুপিন ঘরে ফিরে এলো। কুয়াশায় সে পথ হারিয়ে ফেলেছিলো। সে আমাদের তাই বললো।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

আমাদের নতুন বছর শুরু হলো অফিসে আমার অপ্রত্যাশিত পদোন্নতিলাভের মধ্য দিয়ে। আমি দুটো মজার কৌতুক শোনালাম। আমার বেতন প্রচুর পরিমাণে বেড়ে গেলো। ভবিষ্যৎ বাজার-দরের ওঠা-নামা সম্পর্কে লুপিনেব সঠিক অনুমান। লুপিন একটি লোক-ঠকানো ব্যবসা শুরু করলো। সারাহ্‌র সাথে আমাকে কথা বলতে হবে। গোয়িংয়ের অস্বাভাবিক আচরণ।

অধ্যায়-১৪

১লা জানুয়ারি। গত সপ্তাহে ডায়েরি লেখার কাজ আমি শেষ করবো বলে মনস্থ করেছিলাম। কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা ঘটে যাওয়ায় আমার গত বছরের ডায়েরির শেষে সংযুক্ত সাদা পৃষ্ঠাগুলোতে আরও অল্প কিছুদিন লেখার কাজ আমি চালিয়ে যাবো। ঘড়িতে তখন সবে দেড়টার ঘন্টা বাজলো। আমি লাঞ্চের জন্যে অফিস থেকে বেরুতে যাচ্ছি, এমন সময় খবর এলো মিঃ পার্কাপ্ এই মুহূর্তেই আমাকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বলেছেন। আমি স্বীকার করছি, এই খবর শোনামাত্র আমার হৃৎকম্পন শুরু হয়ে গেল এবং নানারকম ভয়ানক সব আশঙ্কার কথা মনের মধ্যে জাগতে লাগলো।

মিঃ পার্কাপ্ তাঁর রুমে বসে লিখছিলেন আমি যেতেই তিনি বললেন, "বসুন, মিঃ পুটার। আমি এক্ষুনি বেরিয়ে যাবো।"

আমি জবাব দিলাম, "না স্যার, ধন্যবাদ। আমি দাঁড়িয়েই থাকবো।" ফায়ার প্লেসের ওপরের তাকে রাখা ঘড়ির দিকে তাকালাম। প্রায় বিশ মিনিট হয়ে গেছে আমি অপেক্ষা করছি আমার কাছে কয়েক ঘন্টার মতো মনে হলো। শেষে মিঃ পার্কাপ্ নিজেই উঠে দাঁড়ালেন।

আমি বললাম, "স্যার, আমি কি কোথাও কোনো ভুল করেছি?"

তিনি জবাব দিলেন, "আরে না, ঠিক তার উল্টোটা।" যেন মস্ত এক বোঝা আমার বুকের ওপর থেকে নেমে গেল। মুহূর্তের ভেতর আমি যেন আমার দম ফিরে পেলাম।

মিঃ পার্কাপ্ বললেন, "মিঃ বাক্‌লিং অবসরে যাচ্ছেন। তাই অফিসে সামান্য পরিবর্তন করা হবে। আপনি প্রায় একুশ বছর যাবৎ আমাদের সঙ্গে আছেন। এই সময়ে আপনার আচার-আচরণের কারণে আমরা আপনাকে একটি বিশেষ পদোন্নতি

BanglaBook.org

দিতে চাই। ঠিক কোন্ পদে আপনাকে আমরা পদোন্নতি দেবো, সে ব্যাপারে এখনো কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। তবে পদ যা-ই হোক-না-কেন, আপনার বেতন বেশ কিছু পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে; এবং আমার বলা নিষ্প্রয়োজন, আপনি তা পুরোপুরিভাবে পাওয়ার যোগ্য। বেলা দুটোয় আমার একটি এ্যাপয়েন্ট্মেন্ট আছে। বাকি কথা কাল হবে।"

এই বলে দ্রুত তিনি রুম থেকে বেরিয়ে গেলেন। আমাকে সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানানোর কোনো সুযোগই তিনি দিলেন না। ক্যারী কিভাবে এই আনন্দদায়ক খবরটিকে গ্রহণ করলো, তা নিশ্চয়ই বলা নিষ্প্রয়োজন। নির্ভেজাল সরলতার সঙ্গে সে বললো, "অবশেষে পেছনের ড্রয়িং রুমের জন্যে আমরা চিমনির কাচ কিনতে পারবো, যেটা সবসময় আমরা চেয়েছি।" আমি তাকে সমর্থন করে বললাম, "হ্যাঁ, এবং অবশেষে তুমি তোমার পছন্দের সেই পোষাকটি কিনতে পারবে, যেটি পিটার রবিনসনের দোকানে তুমি দেখেছিলে খুব সস্তা।"

২রা জানুয়ারি। আমি অফিসে সারাটা দিন দারুণ উৎকণ্ঠায় ছিলাম। মিঃ পার্কাপ্‌কে আমি বিরক্ত করতে চাইনি। কিন্তু যেহেতু তিনি গতকাল বলেছিলেন আজ আমার সঙ্গে কথা বলবেন, তাই আমি ভাবলাম তাঁর কাছে গেলেই বোধহয় ভালো হয়। আমি মিঃ পার্কাপের দরজায় টোকা দিলাম এবং দরজা খুলে ভেতরে ঢুকতেই তিনি বললেন, "ও আপনি, মিঃ পুটার। আমার সঙ্গে কি দেখা করতে চান?" আমি বললাম, "না স্যার, আমি ভেবেছিলাম আপনি আমার সঙ্গে দেখা করতে চান!" তিনি জবাব দিলেন, "ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে। আজ আমি খুব ব্যস্ত। কাল আপনার সঙ্গে কথা বলবো।"

৩রা জানুয়ারি। এখনো দুশ্চিন্তা ও উত্তেজনা কাটেনি। কেননা, মিঃ পার্কাপ্ আজ খবর পাঠিয়েছিলেন, আজ তিনি অফিসে থাকবেন না। সন্ধ্যায় লুপিন একটি কাগজ নিয়ে খুব ব্যস্ত ছিলো। সে হঠাৎ আমাকে বললো, "বাবা, তুমি কি *চুনা-পাথরের খনি* সম্পর্কে কিছু জানো?" আমি বললাম, "না বাবা, আমি জানিনা।" লুপিন বললো, "ঠিক আছে, আমি তোমাকে কিছু ইঙ্গিত দিচ্ছি ঃ চুনা-পাথরের খনি সিন্দুকের মতোই নিরাপদ এবং সিক্স পারসেন্ট্ এ্যাট্-পার্ মুনাফা দেয়।" আমি বেশ চাতুর্যের সঙ্গেই বললাম, "হতে পারে ওদের মুনাফা সিক্স পারসেন্ট এ্যাট্-*পার্*, কিন্তু তোমার *পা*'র তো অতো টাকা নেই যে ব্যবসায় খাটাবে।" ক্যারী ও আমি প্রচন্ড শব্দ করে হেসে উঠলাম। লুপিন এই কৌতুকটি মোটেও খেয়াল করেনি, যদিও আমি ইচ্ছে করেই আরেকবার সেটি উচ্চারণ করলাম। বরং সে বলেই চললো, "আমি তোমাকে ইঙ্গিত দিলাম, এই পর্যন্তই। শুধু মনে রেখো, *চুনা-পাথরের খনি!*" আমি তাকে আরেকটি হাসির কথা বললাম, "দেখো, ওর ভেতরে আবার পড়ে যেওনা যেন।" লুপিন মুখে অবজ্ঞামিশ্রিত হাসি নিয়ে বললো, "শাবাশ! একেবারে জো মিলার দেখছি।"

BanglaBook.org

৪ঠা জানুয়ারি। মিঃ পার্কাপ্ আমাকে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন, আমাকে একজন সিনিয়র ক্লার্কের পদমর্যাদা দেয়া হবে। আমি যে কী পরিমাণ খুশি হলাম, ভাষায় প্রকাশ করতে পারবোনা। মিঃ পার্কাপ্ আমাকে আরও বললেন, তিনি কাল আমাকে জানাবেন আমার বেতন কতো হবে। এর অর্থ, আমার জন্যে আরেকদিনের দুশ্চিন্তা রয়ে গেল। অবশ্য এজন্যে আমি কিছু বলছি না; কারণ, এ দুশ্চিন্তা একজন যোগ্য ব্যক্তির। এই বিষয়টি আমাকে মনে করিয়ে দিলো, আমি মিঃ মাট্লারের কাছ থেকে পাওয়া চিঠিটির ব্যাপারে লুপিনের সঙ্গে কথা বলতে ভুলে গেছি। আমি প্রথমে ক্যারীর সঙ্গে আলাপ করে সন্ধ্যেয় কথাটা লুপিনকে বললাম। লুপিন তখন মনোযোগের সঙ্গে *ফিন্যান্শিয়াল নিউজ* পত্রিকা পড়ছিলো, যেন জন্মগতভাবে সে একজন পুঁজিপতি। আমি তাকে বললাম, "এক মিনিট, লুপিন। এটা কেমন কথা, এ সপ্তাহে তুমি একদিনও মাট্লারদের ওখানে যাওনি?"

লুপিন জবাব দিলো, "আমি তো তোমাকে বলেছি। বুড়ো মাট্লারকে আমি সহ্য করতে পারিনা।"

আমি বললাম, "মিঃ মাট্লার আমাকে চিঠি দিয়ে পরিস্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি তোমাকে সহ্য করতে পারছেন না!"

লুপিন বললো, "ঠিক আছে, তোমার কাছে চিঠি লেখার তার এই ধৃষ্টতার আমি প্রশংসা করি। আমি খুঁজে বের করবো তার বাবা এখনো বেঁচে আছে কিনা এবং তার কাছে একটি চিঠি দিয়ে তার পুত্রের বিরুদ্ধে আমি অভিযোগ করবো। আমি তাতে পরিস্কারভাবে উল্লেখ করবো, তার পুত্র একটি চরম ইডিয়ট্!"

আমি বললাম, "লুপিন, তোমার মায়ের সামনে তোমার ভাষা সংযত করো।"

লুপিন বললো, "আমি খুবই দুঃখিত, তবে তার জন্যে ব্যবহার করার মতো আর কোনো ভাষা আমার জানা নেই। অবশ্য আমি আর কোনোদিন তার ঘরে ঢুকবোনা বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি।"

আমি বললাম, "তুমি কি জানো লুপিন, তিনি যে তাঁর ঘরে তোমাকে ঢুকতে নিষেধ করেছেন?"

লুপিন জবাব দিলো, "দ্যাখো, আমরা চুলচেরা তর্ক করতে যাবো না। ওতে কোনো অসুবিধা নেই। ডেইজি খুব ভালো মেয়ে। সে প্রয়োজনবোধে আমার জন্যে দশ বছর অপেক্ষা করবে।"

৬ই জানুয়ারি। খবরটি লিখতে আমার হাত সরছেনা। মিঃ পার্কাপ্ আমাকে বলেছেন, আমার বেতন ১০০ পাউন্ড বৃদ্ধি পাবে। কথাটা শুনে আমি হাঁ করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকেছি। বুঝতেই পারছিলাম না, কিভাবে এটা সম্ভব। আমার বাৎসরিক বেতনবৃদ্ধি হয় ১০ পাউন্ড। আমি ভেবেছিলাম, আমার বেতন বৃদ্ধি পেয়ে হয়তো হবে ১৫ পাউন্ড, নাহয় বড়োজোর ২০ পাউন্ড। কিন্তু ১০০ পাউন্ড আমার সব কল্পনাকে ছাড়িয়ে গেছে। ক্যারী ও আমি উভয়েই আমাদের সৌভাগ্যের কথা ভেবে আনন্দে উদ্বেলিত হলাম। লুপিন সন্ধ্যেয় বাসায় এলো। তাকে সর্বাধিক উচ্ছ্বসিত

BanglaBook.org

মনে হলো। আমি সারাহ্‌কে এক বোতল শ্যাম্পেইন আনতে চুপেচাপে মুদির দোকানে পাঠালাম। আমাদের সেই পুরনো ব্র্যান্ড 'জ্যাক্‌সন্ ফ্রেইরেস্'। ডিনারের সময় বোতলটি খোলা হলো। আমি লুপিনকে বললাম, "আজ কিছু ভালো খবর আছে। তাই সেলিব্রেট্ করার জন্যেই বোতলটি খুললাম।" লুপিন জবাব দিলো, "কী মজা! আমার কাছেও কিছু ভালো খবর আছে। দুটো সুসংবাদ একসঙ্গে, তাইনা?" আমি বললাম, "বাবা, আমার একুশ বছরের পরিশ্রম এবং অফিসে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের স্বার্থের প্রতি আমার কড়া মনোযোগের কারণে আমাকে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে এবং আমার বেতন ১০০ পাউন্ড বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে।"

লুপিন তিনবার 'হুর্‌রে' বলে উল্লাস প্রকাশ করলো এবং আমরা উন্মত্তের মতো টেবিল চাপড়াতে লাগলাম। শব্দ শুনে সারাহ্ দৌড়ে এলো কী হয়েছে দেখার জন্যে। লুপিন আমাদেরকে আবার গ্লাস ভর্তি করতে হুকুম করলো। অতঃপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আমাদেরকে সম্বোধন করে সে বললো, "জব্ ক্লিনান্দ্‌সের স্টক্ এ্যান্ড শেয়ার ব্রোকার কোম্পানিতে আমার কয়েকসপ্তাহ থাকা এবং সেখানকার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের স্বার্থের প্রতি আমার বিশেষ কোনো মনোযোগ *না* দেয়ার কারণে আমার মনিব পুরস্কার হিসেবে আমাকে সত্যিকারের একটি ভালো কাজে ৫ পাউন্ড মূল্যের শেয়ার বরাদ্দ করেছেন, যার ফলশ্রুতিতে আজ আমি ২০০ পাউন্ড আয় করেছি।" আমি বললাম, "লুপিন, নিশ্চয়ই তুমি রসিকতা করছো।" "না বাবা, এটাই হচ্ছে বাস্তব সত্য। জব্ ক্লিনান্দ্‌স্ *আমাকে ক্লোরেটের লোক-ঠকানো ব্যবসায় নামিয়েছেন।*"

২১শে জানুয়ারি। লুপিনের লোক-ঠকানো ব্যবসা শুরু করার কথায় আমি খুবই উদ্বিগ্ন। আমি বললাম, "লুপিন, এই অত্যন্ত নিষ্ঠুর নীতিবিগর্হিত কাজের তোমার কাছে কি কোনো যুক্তি আছে?" লুপিন জবাব দিলো, "তুমি যা-ই বলো, প্রত্যেককে যেকোনো উপায়ে তার গন্তব্যে পৌছাতেই হবে। আমি তো কেবল ভাড়ায় খাটছি, ইচ্ছে করলে যেকোনো মুহূর্তে ছেড়ে দিতে পারি।" আমি আমার প্রশ্নটি আবার করলাম, "এই নীতিবিগর্হিত কাজের তোমার কাছে কি কোনো যুক্তি আছে?" সে জবাব দিলো, "দ্যাখো বাবা, আমাকে মাফ করে দিও এ কথা বলার জন্যে, তুমি কিন্তু একটু সেকেলে। আজকাল ছোটখাটো জিনিস নিয়ে নাড়াচাড়া করে পয়সা মেলেনা। এটা আমার নিজের কথা নয়। আমার বস্ বলেন, আমি যদি তাঁর পরামর্শ নেই এবং সাহস করে বড়ো বড়ো জিনিস নিয়ে কারবার করি তাহলে অনেক টাকা রোজগার করতে পারবো।" আমি বললাম, আমার মনে হয় কোনো জিনিসের ভবিষ্যৎ বাজার দরের অনুমানভিত্তিক এই ব্যবসার ধারণাটাই অত্যন্ত ভয়ঙ্কর।" লুপিন বললো, "এটা অনুমানভিত্তিক ব্যবসা নয় বাবা, যেটা অবশ্যই হবে সেটার ভিত্তিতেই এই লেনদেন।" আমি তাকে পরামর্শ দিলাম, ফলাফল যা-ই হোক না কেন আর যেন সে কাউকে প্রতারণা না করে। কিন্তু সে জবাব দিলো, "আমি একদিনে ২০০ পাউন্ড আয় করেছি। এখন মনে করো, আমি মাসে ২০০ পাউন্ড

BanglaBook.org

কিংবা ধরো মাসে ১০০ পাউন্ড আয় করছি। এটা এতোই অল্প যে রীতিমতো হাস্যকর মনে হবে। বছরে মাত্র ১২০০ পাউন্ড? এই ব্যবসা করে সপ্তাহে মাত্র কয়েক পাউন্ড রোজগার করে কী হবে?"

আমি প্রসঙ্গটিকে আর বেশি দূর এগোতে দিলাম না। শুধু বললাম, আমার জীবনসায়াহ্ন এসে গেলে আমি খুশিই হতাম। কেননা, তখন লুপিনের বয়স হতো এবং সে নিজে তার নিজের কর্মের জন্যে দায়ী থাকতো। সে জবাব দিলো, "ঠিক আছে, বাবা। আমি বিশ্বস্ততার সাথে তোমাকে কথা দিচ্ছি, যা আমার কাছে নেই তার ভবিষ্যৎ বাজার দর নিয়ে লোক-ঠকানো ব্যবসা আমি আর কোনোদিন করবোনা। শুধু জব্ ক্লিনান্দ্সের দেয়া পরামর্শকে অনুসরণ করবো। আর যেহেতু তিনি সবকিছুই 'জানেন', কাজেই তাঁর কথা মতো এই ব্যবসা চালিয়ে যেতে কোনো অসুবিধেই নেই।" আমি কিছুটা দুশ্চিন্তামুক্ত হলাম। গোয়িং সন্ধ্যেয় বেড়াতে এলো এবং আমাকে অবাক করে দিয়ে সে জানালো, লুপিনের পরামর্শ মতো কাজ করে সে ১০ পাউন্ড আয় করেছে। আর তাই সে আমাদেরকে ও কামিংস্দেরকে আগামী শনিবার তার বাসায় দাওয়াত করতে চায়। ক্যারী ও আমি বললাম, আমরা এতে পরম আনন্দিত হবো।

২২শে জানুয়ারি। আমি সাধারণত চাকর-বাকরদের ওপর মেজাজ খারাপ করিনা। কিন্তু সারাহর একটি অসতর্ক অভ্যাসের কারণে আজ তার সাথে আমাকে খানিকটা কড়াভাবে কথা বলতে হয়েছে। কিছুদিন ধরেই লক্ষ্য করছি, সে সকালের নাস্তার পর টেবিল থেকে নাস্তার জিনিসপত্র সরিয়ে টেবিল-ক্লথটি এমনভাবে ঝাড়ে যে, ওর ওপরকার খাবারের ছোট ছোট টুকরোগুলো কার্পেটের ওপর ছড়িয়ে পড়ে। পরবর্তীতে পা দিয়ে মাড়ানোর ফলে সেগুলো কার্পেটের ভেতর ঢুকে যায়। সারাহ্ খুব রূঢ়ভাবে জবাব দিলো, "আপনি শুধু দোষ ধরেন।" আমি জবাব দিলাম, "আসলে তা নয়। গত সপ্তাহে তোমার জুতোর হিলে এক টুকরো হলুদ রঙের সাবান লাগিয়ে ড্রয়িং রুমের সারাটা কার্পেট জুড়ে তুমি যখন হেঁটে বেড়াচ্ছিলে, তখন তোমাকে আমি এ ব্যাপারে বলেছি।" সে বললো, "আপনি সবসময় আপনার সকালের নাস্তা নিয়ে রাগারাগি করেন।" আমি বললাম, "না, তা করিনা। তবে আমি কোনোদিনও একটি শক্ত করে সিদ্ধ-করা ডিম পাইনা এবং এ ব্যাপারে আমার অভিযোগ যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত। যেই আমি ডিমের খোসা ছাড়াতে যাই, আর অমনি ভেতরের সবকিছু বেরিয়ে এসে সারাটা প্লেটে ছড়িয়ে পড়ে। এ ব্যাপারে কম হলেও পঞ্চাশবার আমি তোমাকে বলেছি।" সে কাঁদতে লাগলো এবং এক বিব্রতকর দৃশ্যের অবতারণা করলো। সৌভাগ্যক্রমে আমার বাস এসে পড়ায় আমি ওর কাছ থেকে সরে যাওয়ার ভালো একটি ওজুহাত পেয়ে গেলাম। সন্ধ্যেয় গোয়িং খবর পাঠালো আমরা যেন আগামী শনিবারের কথা ভুলে না যাই। ক্যারী মজা করে বললো, "যেহেতু সে আগে কখনো কাউকে দাওয়াত করেনি, কাজেই আমরা এই দাওয়াতের কথা সম্ভবত ভুলবোনা।"

BanglaBook.org

২৩শে জানুয়ারি। আমি লুপিনকে বললাম, সম্প্রতি উপহার হিসেবে আমাকে দেয়া তার চুলের শক্ত ব্রাশটি সে যেন বদলিয়ে নরম একটি ব্রাশ নিয়ে আসে। কেননা, আমার হেয়ার-ড্রেসার আমাকে বলেছে, এই মুহূর্তে আমার খুব বেশি চুল ব্রাশ করা উচিত নয়।

২৪শে জানুয়ারি। পেছনের ড্রয়িং রুমের চিমনির জন্যে নতুন একটি কাঁচ কিনে আনা হলো। ক্যারী এর ওপরে এবং দুই পাশে পাখির পালকের তৈরি কিছু হাতপাখা চমৎকারভাবে বসিয়ে দিলো। এতে রুমটির বিপুলভাবে শ্রীবৃদ্ধি ঘটলো।

২৬শে জানুয়ারি। আমরা সবেমাত্র চা-পর্ব শেষ করেছি, এমন সময় কামিংস্ এসে ঘরে ঢুকলো। সে তিন সপ্তাহ ধরে এখানে ছিলোনা। আমি লক্ষ্য করলাম, তার চেহারা খারাপ হয়ে গেছে। তাই বললাম, "কী ব্যাপার, কামিংস্, তুমি কেমন আছো? তোমাকে কিছুটা বিমর্ষ দেখাচ্ছে।" সে জবাব দিলো, "হ্যাঁ, এবং আমি বিমর্ষ অনুভবও করছি।" আমি বললাম, "কেন, কী হয়েছে?" সে বললো, "কিছু না, কেবল আমি সপ্তাহ-দুয়েক বিছানায় পড়ে ছিলাম, এই পর্যন্তই। একসময় ডাক্তার আমার আশাই ছেড়ে দিয়েছিলো। তা সত্ত্বেও একটি প্রাণী পর্যন্ত আমার কাছে আসেনি। এমনকি আমি বেঁচে আছি না মরে গেছি সে খবরটুকু পর্যন্ত নেয়ার প্রয়োজন কেউ মনে করেনি।"

আমি বললাম, "এই প্রথম আমি খবরটা শুনলাম। আমি রাত্রে কয়েকদিন তোমার বাসার পাশ দিয়ে এসেছি। সেসময় ঘরের রুমগুলো এমনই উজ্জ্বলভাবে আলোকিত ছিলো যে আমার কাছে মনে হয়েছে ঘরে নিশ্চয়ই কোনো মেহমান আছে।"

কামিংস্ জবাব দিলো, "না, কেউ ছিলোনা! কেবল আমার স্ত্রী, ডাক্তার আর বাড়িওলি ছাড়া আমার কাছে আর কেউ ছিলোনা। বাড়িঅলি যে এতো চমৎকার মানুষ, আগে আমার জানা ছিলোনা। আমার অবাক লাগছে ভেবে, তোমরা খবরের কাগজেও পড়োনি। আমি জানি, *বাইসাইকেল নিউজ* পত্রিকায় খবরটি ছাপা হয়েছিলো।"

আমি তাকে সান্ত্বনা দেয়ার উদ্দেশ্যে বললাম, "যাই হোক, তুমি এখন সুস্থ ও নিরাপদ।"

সে জবাব দিলো, "সেটা প্রশ্ন নয়। প্রশ্ন হলো, অসুস্থতার কারণে তুমি তোমার প্রকৃত বন্ধুকে চিনতে পারো কিনা।"

আমি বললাম, এটা তার মাথা ঘামানোর মতো উপযুক্ত কোনো বিষয়ই নয়। ঠিক এই সময় গোয়িং এসে পরিস্থিতিটাকে আরও ঘোলাটে করে দিলো। ঘরে ঢুকেই সে কামিংসের পিঠে জোরে একটি থাপ্পড় মেরে বললো, "হ্যাল্লো, তুমি কি কখনো ভূত দেখেছো? তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে, তুমি *ম্যাক্‌বেথের* সেই আর্ভিংয়ের মতো মৃত্যুকে খুব ভয় পাও।" আমি বললাম, "শান্ত হও, গোয়িং।

BanglaBook.org

বেচারি খুবই অসুস্থ।" গোয়িং প্রচন্ড শব্দ করে হেসে উঠলো এবং বললো, "হ্যাঁ, তোমাকে দেখেও তাই মনে হচ্ছে।" কামিংস্ শান্তভাবে বললো, "হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হচ্ছে। তবে এর অর্থ এই নয় যে, আমি ধারণা করছি আমার ব্যাপারে তোমার কোনো মাথাব্যথা আছে।"

এরপর কিছুক্ষণের জন্যে বিশ্রী এক নীরবতা। গোয়িং বললো, "কিছু ভেবোনা কামিংস্, কাল তো তুমি আর তোমার গিন্নি আমার ওখানে আসছোই। এতে তোমার মন কিছুটা ভালো হবে। কারণ, আমরা এ উপলক্ষে একটি মদের বোতল খুলবো।"

২৬শে জানুয়ারি। একটি অসাধারণ ঘটনা ঘটে গেল। ক্যারী ও আমি যথারীতি সন্ধ্যে সাড়ে সাতটায় গোয়িংয়ের বাসায় পৌঁছে গেলাম। আমরা অনেকক্ষণ ধরে দরজায় কড়া নাড়লাম এবং কলিং বেল বাজালাম। কিন্তু ভেতর থেকে কারো সাড়া পাওয়া গেলনা। অবশেষে দরজার হুড়কা টেনে সরিয়ে দরজাটি ফাঁক করে ছোট্ট একটি পথ করলাম। শিকল তখনো ওঠানো। ফুলহাতা শার্ট পরিহিত একজন লোক দরজার ফাঁক দিয়ে মাথা বের করে জিজ্ঞেস করলো, "আপনারা কে? কী চান?" আমি বললাম, "মিঃ গোয়িং। সে আজ আমাদেরকে আসতে বলেছে।" লোকটি বললো(এবং আমি একটি কুকুরের তীক্ষ্ণ ঘেউ ঘেউ ডাক শুনে বুঝতে পারলাম)ঃ "আমার মনে হয়না তিনি আছেন। মিঃ গোয়িং বাড়িতে নেই।" আমি বললাম, "সে এখুনি এসে পড়বে।"

এই কথা শুনে সে আমাদের মুখের ওপর দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিলো। ক্যারী ও আমি কন্‌কনে ঠান্ডা বাতাসে সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে রইলাম।

ক্যারী আমাকে আরেকবার কড়া নাড়তে বললো। আমি তাই করলাম। সেই সঙ্গে প্রথম বারের মতো লক্ষ্য করলাম, দরজার কড়ায় সদ্য রং করা হয়েছে এবং সব রং আমার হাতের গ্লাভ্‌সে লেগে পুরো গ্লাভ্‌সটিই নষ্ট হয়ে গেছে।

অতঃপর আমি আমার ছড়িটি দিয়ে দু'তিনবার দরজায় টোকা দিলাম।

লোকটি এবার শিকল সরিয়ে দরজা খুলে আমাকে গালাগালি করতে লাগলো। সে বললো, "ওভাবে ছড়ি দিয়ে দরজার রং উঠিয়ে বার্নিশ নষ্ট করার অর্থ কী? আপনার লজ্জিত হওয়া উচিত।"

আমি বললাম, "মাফ করবেন, মিঃ গোয়িংয়ের আমন্ত্রণে—"

সে বাধা দিয়ে বললো, "আমি মিঃ গোয়িং কিংবা তাঁর কোনো বন্ধুর তোয়াক্কা করিনা। এটা *আমার* দরজা, মিঃ গোয়িংয়ের নয়। মিঃ গোয়িং ছাড়াও এখানে আরো মানুষ বাস করে।"

এই লোকটির ধৃষ্টতা কিছুই নয়। আমি বলতে গেলে লক্ষ্যই করিনি, গোয়িংয়ের লজ্জাকর আচরণের তুলনায় এটা একেবারেই তুচ্ছ।

ঠিক এই সময়ে কামিংস্ আর তার স্ত্রী এসে উপস্থিত হলো। কামিংস্ একটি লাঠির ওপর ভর করে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছিলো। তথাপি সিঁড়ির ওপর উঠে সে জিজ্ঞেস করলো, কী হয়েছে।

BanglaBook.org

লোকটি বললো, "মিঃ গোয়িং তাঁর ঘরে মেহমান আসার ব্যাপারে কিছুই বলে যাননি। শুধু বলেছেন, তিনি ক্রোইডন্ যাবার একটি আমন্ত্রণ পেয়েছেন এবং সোমবারের আগে ফিরবেন না। তিনি সঙ্গে তাঁর ব্যাগ নিয়ে গেছেন।"

এই বলেই সে আমাদের মুখের ওপর আবার দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিলো। আমি গোয়িংয়ের আচরণে তখন এতোই ক্ষুব্ধ যে কিছুই বলতে পারলাম না। কামিংস্ রাগে লাল হয়ে গেছে। সিঁড়ি থেকে নেমে তার লাঠিটি দিয়ে মেঝেতে জোরে আঘাত করে সে বললো, "বদমাশ!"

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

গোয়িং তার অস্বাভাবিক আচরণের কারণ ব্যাখ্যা করলো। লুপিন আমাদেরকে গাড়িতে করে বেড়াতে নিয়ে গেল। কিন্তু আমরা এতে আনন্দ পেলাম না। লুপিন মিঃ মারে পশের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলো।

অধ্যায়-১৫

৮ই ফেব্রুয়ারি। ভাবতে অবাক লাগে, সকালের নাস্তার জন্যে আমি ভালো কোনো সসেজ্ খুঁজে পাচ্ছিনা। হয় সেগুলো পাউরুটি অথবা মশলা দিয়ে ঠাঁসা থাকে, নয়তো ভেতরের মাংস খেতে গো-মাংসের মতো মনে হয়। আমি এখনো সেই ২০ পাউন্ডের ব্যাপারে চিন্তিত, যেটি গত সপ্তাহে লুপিনের পরামর্শে আমি ব্যবসায় খাটিয়েছি। অবশ্য কামিংস্ও তাই করেছে।

৯ই ফেব্রুয়ারি। পুরো দুই সপ্তাহ পার হয়ে গেল, আমি গোয়িংকে দেখিনি। এমনকি, আমাদের দাওয়াত করে পরবর্তীতে তার ঘরে না থাকার সেই অস্বাভাবিক আচরণের কারণও আজ পর্যন্ত আমি জানতে পারিনি। সন্ধ্যেয় ক্যারী আমার কিনে আনা আধা-ডজন নতুন কলারে দাগচিহ্ন দেয়ার কাজে ব্যস্ত ছিলো। দাগচিহ্ন দেয়ার ব্যাপারে অন্যদের সাথে তুলনা করলে ক্যারীকেই আমি সমর্থন করবো। আমি যখন কলারগুলোকে আগুনে শুকাচ্ছিলাম আর ক্যারী আমাকে বকছিলো ওগুলোকে আগুনে জ্বালিয়ে দিচ্ছি বলে, ঠিক সেই মুহূর্তে কামিংস্ এসে ঘরে ঢুকলো।

আবার তাকে বেশ সুস্থ মনে হলো। কলারে আমাদের দাগচিহ্ন দেয়া দেখে সে ঠাট্টা করলো। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, গোয়িংয়ের কোনো খবর সে জানে কিনা। সে জবাব দিলো, সে জানেনা। আমি বললাম, আমি বিশ্বাসই করতে পারিনা গোয়িং এরকম অভদ্রের মতো আচরণ করতে পারে। কামিংস্ বললো, "ওর সম্পর্কে কিছু বলার সময় তুমি খুব নরম হয়ে যাও। আমার মনে হয়, সে একটি ইতরের কাজ করেছে।"

ওর মুখের কথা শেষ না হতেই দরজা খুলে গেল, এবং গোয়িং তার মাথাটি ভেতরে ঢুকিয়ে বললো, "ভেতরে আসতে পারি?" আমি বললাম, "নিশ্চয়ই।" ক্যারী খুবই সুনির্দিষ্টভাবে বললো, "যাই বলুন, আপনাকে কিন্তু আজ খুব অপরিচিত *লাগছে*।" গোয়িং বললো, "হ্যাঁ, গত দু'সপ্তাহ ধরে আমি শুধু ক্রোইডন্ যাওয়া-আসা

BanglaBook.org

করেছি।" আমি লক্ষ্য করলাম, কামিংস্ রাগে যেন ফেটে পড়ছে। এরপর সে গোয়িংকে তার সেই শনিবারের আচরণের ব্যাপারে খুব জোরালোভাবে আক্রমণ করলো। গোয়িংকে বিস্মিত মনে হলো। সে আমাকে উদ্দেশ্য করে বললো, "কেন, আমি তো সেদিন সকালে তোমার ঠিকানায় একটি চিঠি পাঠিয়েছিলাম এবং তাতে উল্লেখ করেছিলাম, আমাদের পার্টি 'রীতিমতো বাতিল' করা হয়েছে।" আমি বললাম, "কই, আমি তো পাইনি।" ক্যারীর দিকে ঘুরে গোয়িং বললো, "আমার ধারণা, চিঠিপত্র কখনো কখনো *মিসক্যারী* করে; তাই না, মিসেস ক্যারী?" কামিংস্ কড়াভাবে বললো, "এটা রসিকতা করার সময় নয়। পার্টি বাতিল হওয়ার ব্যাপারে আমি কিছুই জানতাম না।" গোয়িং জবাব দিলো, "আমি আমার চিঠিতে পুটারকে বলেছিলাম তোমাকে জানানোর জন্যে, কারণ আমার তাড়া ছিলো। সে যাই হোক, পোষ্ট অফিসে আমি খোঁজ নেবো। তবে আমরা অবশ্যই আরেকদিন আমার বাসায় মিলিত হবো।" আমি বললাম, আশা করি সেই অনুষ্ঠানে সে উপস্থিত থাকবে। এই কথা শুনে ক্যারী প্রচন্ড শব্দ করে হেসে উঠলো। এমনকি, কামিংস্ও না হেসে পারলোনা।

১০ই ফেব্রুয়ারি, রোববার। আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে ক্যারী বিকেলে লুপিনের সঙ্গে তার দুই চাকার ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে বেড়াতে যেতে রাজি হয়ে গেল। রোববার গাড়িতে চড়ে কোনোখানে বেড়াতে যাওয়া আমি মোটেও অনুমোদন করিনা। কিন্তু লুপিনের সঙ্গে ক্যারীকে একা ছেড়ে দিতেও আমি ভরসা পাচ্ছিলামনা। তাই আমি নিজেও যেতে রাজি হয়ে গেলাম। লুপিন বললো, "এতোক্ষণে কাজটি তুমি ভালো করলে, বাবা। তবে নিশ্চয়ই গাড়ির পেছনের সিটে বসতে তুমি আপত্তি করবেনা?"

লুপিন তার মাপের তুলনায় অনেক বড়ো, উজ্জ্বল নীল রঙের একটি কোট গায়ে দিতে এগিয়ে গেল। ক্যারী বললো, ওটার পেছনটা বেশ কিছুটা খাটো করা দরকার। লুপিন বললো, "তোমরা কি আগে কখনো বক্স-কোট দ্যাখোনি? অন্যকিছু গায়ে দিয়ে তো গাড়ি চালানো যাবেনা।"

ভবিষ্যতে তার যা খুশি সে পরুক, আমি আর কোনোদিন তার সঙ্গে গাড়িতে চড়বোনা। তার আচরণ সাংঘাতিক খারাপ। আমরা যখন হাইগেট্ আর্চওয়ের ওপর দিয়ে যাচ্ছিলাম, সেসময় কিছুক্ষণ পরপর গাড়ি থামিয়ে এমন কোনো লোক ছিলোনা যার সঙ্গে সে কথা বলতে চেষ্টা করেনি। যেসব সম্মানিত ব্যক্তি তাকে পথ ছেড়ে দিয়ে চুপচাপ রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলো, তাদেরকে উদ্দেশ্য করে সে চিৎকার করছিলো। একসময় ঘোড়ায় চড়া একজন বৃদ্ধ লোকের ঘোড়াকে হঠাৎ সে হাতের আঙ্গুল দিয়ে এমনভাবে টোকা দিলো, ঘোড়াটি হঠাৎ পেছনের দুই পায়ের ওপর ভর দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে গেল। এরপর আমাকে যখন ঘোড়ায় চড়ে পশ্চাদভিমুখে ফিরে আসতে হলো, তখন পথিমধ্যে আমাকে গাধার গাড়িতে চড়া একদল গুন্ডার সম্মুখীন হতে হলো। লুপিন গাড়ি নিয়ে যাওয়ার সময় এদের সঙ্গে ইয়ারকি করেছিলো এবং এরা পেছন ফিরে প্রায় মাইল খানেক পথ আমাদের পিছে পিছে এসে চিৎকার করে

BanglaBook.org

বাজে রসিকতা আর হাসাহাসি করেছিলো। মাঝে-মধ্যে আমাদের দিকে কমলালেবুর খোসা ছুঁড়ে মারার কথা তো বাদই দিলাম।

লুপিনের যুক্তি—প্রিন্স্ অফ্ ওয়েলস্ও যদি গাড়ি চড়ে ডার্বি যেতো, তাকেও এইসব জিনিস মুখ বন্ধ করে সহ্য করতে হতো—ক্যারী বা আমি আমাদের কাউকেই কোনো সান্ত্বনা দিতে পারলোনা। সন্ধ্যেয় ফ্রাঙ্ক্ মাট্লার বাসায় এলো এবং লুপিন তার সঙ্গে বাইরে গেল।

১১ই ফেব্রুয়ারি। লুপিনের ব্যাপারে আমি কিছুটা উদ্বিগ্ন। মিঃ পার্কাপের সঙ্গে ওর বিষয় নিয়ে আলাপ করার জন্যে আমি সাহস সঞ্চয় করলাম। মিঃ পার্কাপ্ সব সময়েই আমার প্রতি অত্যন্ত সদয়। তাই আমি তাঁকে সবকিছুই বললাম গতকালের দুঃসাহসিক অভিযানের কথাসহ। মিঃ পার্কাপ্ দয়া করে জবাব দিলেন, "এ ব্যাপারে আপনার চিন্তিত হবার কোনো কারণ নেই, মিঃ পুটার। এতো ভালো মা-বাবার ছেলের পক্ষে ভুলপথে যাওয়া একেবারেই অসম্ভব। মনে রাখবেন, তার এখন বয়স কম এবং অতি সত্বর সে বড়ো হবে। আমি খুশিই হতাম যদি ওর জন্যে এই ফার্মে আমরা একটি চাকরির ব্যবস্থা করতে পারতাম।" এই ভালো মানুষটির কথা শুনে আমার মনটা হাল্কা হয়ে গেল। সন্ধ্যেয় লুপিন বাসায় ফিরে এলো।

রাত্রের খাবারের পর সে বললো, "আমার আদরের বাবা-মা, আমার কাছে কিছু খবর আছে যা তোমাদেরকে বেশ কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত করবে বলে আমি ভয় পাচ্ছি।" আমার মনে হলো, একটি শারীরিক অসুস্থতাবোধ যেন আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেললো। আমি কিছুই বললাম না। এরপর লুপিন বললো, "এটা শুনে তোমরা হয়তো কষ্ট পাবে এবং কষ্ট যে পাবে তাতে আমার কোনো সন্দেহই নেই, তবু বলছিঃ আজ বিকেল থেকেই আমি আমার লোক-ঠকানো ব্যবসা চিরদিনের মতো ছেড়ে দিয়েছি।" কথাটা শুনে উদ্ভট মনে হতে পারে, কিন্তু আমি খুবই খুশি হলাম। সেই মুহূর্তে আমি একটি পোর্ট্ মদের বোতল খুললাম। গোয়িং ঠিক সময়েই এসে পৌছে গেল। সঙ্গে করে নিয়ে এলো লেজবিহীন গাধার ছাপ-দেয়া বিরাট একটি কাগজ। কাগজটি সে দেয়ালের গায়ে লাগিয়ে দিলো। এরপর সে ভিন্ন ভিন্ন কয়েকটি লেজ তৈরি করলো এবং আমরা চোখ-বাঁধা অবস্থায় লেজগুলিকে সঠিক জায়গায় পিন দিয়ে বিদ্ধ করার চেষ্টা করতে করতে বাকি সন্ধ্যেটা পার করে দিলাম। আমি যখন শুতে গেলাম, আমার দুই পাশ হাসির চোটে পুরোদস্তুর ব্যথা করতে লাগলো।

১২ই ফেব্রুয়ারি। সন্ধ্যেয় আমি লুপিনের সঙ্গে কথা বললাম ডেইজি মাট্লারের সাথে তার এংগেজমেন্টের বিষয় নিয়ে। আমি জিজ্ঞেস করলাম সে ডেইজির কোনো খবর পেয়েছে কিনা। সে জবাব দিলো, "না; ডেইজি তার বুড়ো বাক্সর্বস্ব বাবাকে কথা দিয়েছে, সে আমার সাথে আর যোগাযোগ রাখবেনা। অবশ্য ফ্রাঙ্ক্ মাট্লারের সঙ্গে আমার দেখা হয়। সে বলেছে, আজ সন্ধ্যেয় আবার সে আসতে পারে।" ফ্রাঙ্ক্ এলো। তবে সে বললো, সে দাঁড়াবেনা। কারণ, তার এক

BanglaBook.org

বন্ধু মারে পশ্ বাইরে তার জন্যে অপেক্ষা করছে। সে আরও বললো, তার বন্ধু একজন নাম-করা লোক। ক্যারী ফ্রাঙ্ককে বললো তাকে ভেতরে নিয়ে আসতে।

মিঃ মারে পশ্

তাকে ভেতরে নিয়ে আসা হলো। গোয়িংও একই সঙ্গে ঘরে ঢুকলো মিঃ মারে পশ্ লম্বা ও মোটাসোটা ধরনের এক যুবক এবং স্পষ্টতই খুব নার্ভাস প্রকৃতির লোক। কেননা, এক পর্যায়ে সে স্বীকার করলো, কোনো দুই-চাকা বা চার-চাকাঅলা ঘোড়ার গাড়ির চালক লাগাম হাতে তার আসনে গিয়ে আগে না-বসা পর্যন্ত ঐসব গাড়িতে সে কোনোদিন ওঠেনা

গোয়িংয়ের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দেয়া হলো। অতঃপর গোয়িং তার চিরদিনের অভ্যাসবশত বিচক্ষণতাবর্জিত ভাষায় তাকে বললো, "আপনার সঙ্গে কি 'পশের তিন-শিলিং দরের হ্যাট্'-এর কোনো সম্পর্ক আছে?" মিঃ পশ জবাব দিলো, "হ্যাঁ, তবে দয়াকরে বুঝতে চেষ্টা করুন আমি নিজে ঐসব টুপি পরে দেখিনা আমি ব্যবসাতে *সক্রিয়ভাবে* অংশ নেইনা।" আমি জবাব দিলাম, "আমার যদি এরকম একটি ব্যবসা থাকতো।" কথাটি শুনে মিঃ পশ্‌কে খুশিতে গদগদ বলে মনে হলো এবং সস্তা টুপি তৈরির অসাধারণ সমস্যাগুলির দীর্ঘ ও খুবই মজার বিবরণ দিতে শুরু করলো।

মারে পশ্ যেভাবে ডেইজি মাটলার সম্পর্কে কথা বলছিলো তাতে স্পষ্টতই বোঝা গেল, সে ডেইজি মাটলারকে খুব ঘনিষ্টভাবেই চেনে। ফ্রাঙ্ক মাটলারও একবার হাসতে হাসতে লুপিনকে বললো, "তুমি 'লুক আউট' না করলে পশ্ তোমাকে 'কাট্ আউট্' করে দেবে!" সবাই চলে যাওয়ার পর এই ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তি প্রসঙ্গে আমি লুপিনকে জিজ্ঞেস করতেই সে ব্যাঙ্গাত্মকভাবে বললো, "একজন ঈর্ষাপরায়ণ লোক নিজেকেই সম্মান করতে পারেনা। যে লোক মারে পশের মতো একটি হাতির হিংসা করবে, নিজের প্রতি তার শুধু ঘৃণাই জন্মাবে। আমি ডেইজিকে চিনি। তোমাদেরকে তো আগেই বলেছি, সে আমার জন্যে দশ বছর অপেক্ষা *করবে*। এমনকি, প্রয়োজন হলে *সে আমার জন্যে বিশ বছরও অপেক্ষা করবে*।"

BanglaBook.org

লুপিনের পরামর্শে অর্থ বিনিয়োগ করে
আমাদের লোকসান হলো। কামিংসেরও
তাই হলো। ডেইজি মাটলারের সঙ্গে
মারে পশের এংগেজমেন্ট হয়ে গেল।

অধ্যায়-১৬

১৮ই ফেব্রুয়ারি। ইদানীং ক্যারী আমার মাথার ওপরের চুল পাতলা হয়ে যাওয়ার বিষয়টির প্রতি কয়েকবার আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমাকে পরামর্শ দিয়েছে এ ব্যাপারে কিছু একটা করার জন্যে। আজ সকালে একটি ছোট্ট আয়না হাতে নিয়ে আমি আমার মাথার চুল দেখার চেষ্টা করছিলাম। হঠাৎ কিভাবে জানি চেষ্টঅব-ড্রয়ারের কিনারের সাথে আমার কনুইয়ের ধাক্কা লেগে আয়নাটি হাত থেকে পড়ে ভেঙ্গে গেল। ক্যারী এতে সাংঘাতিক বিচলিত হয়ে পড়লো। কেননা, সে অদ্ভুতভাবে কুসংস্কারে বিশ্বাস করে। পরিস্থিতি আরেকটু খারাপ হলো যখন রাত্রে ড্রয়িং-রুমে আমার বাঁধানো বড়ো ছবিটি নিচে পড়ে গিয়ে কাচ ভেঙ্গে গেল।

ক্যারী বললো, "আমার কথা মন দিয়ে শোনো, চার্লস। কোনো একটা দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা নিশ্চয়ই ঘটতে যাচ্ছে।"

আমি বললাম, "কী যা-তা বলছো, ডিয়ার।"

সন্ধ্যেয় লুপিন সকাল-সকাল বাসায় ফিরে এলো ওকে দেখে কিছুটা উত্তেজিত মনে হলো আমি বললাম, "কী হয়েছে, বাবা?" সে অনেকখানি ইতস্তত করে পরে বললো, "সেই 'প্যারাচিক্কা ক্লোরেট্স্'-এর কথা কি তোমার মনে আছে, আমি যে তোমাকে ২০ পাউন্ড বিনিয়োগ করতে বলেছিলাম?" আমি জবাব দিলাম, "হ্যাঁ, আমার বিশ্বাস সবকিছু ঠিক-ঠাক আছে?" সে জবাব দিলো, "না, আমাদের সবাইকে অবাক করে দিয়ে এর সবকিছু একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে।"

আমার দম যেন আটকে গেল। আমি কিছুই বলতে পারলাম না। ক্যারী আমার দিকে তাকালো এবং বললো, "আমি তোমাকে কী বলেছিলাম?" কিছুক্ষণ পর লুপিন বললো, "যাইহোক, তোমরা বিশেষভাবে সৌভাগ্যবান, আমি আগেই কিছু ইঙ্গিত পেয়ে অবিলম্বে তোমাদের শেয়ার বিক্রি করে দিয়েছি এবং সৌভাগ্যবশত ২ পাউন্ড পেয়েছি। কাজেই, এতোকিছুর পরেও তোমরা কিছু তো ফিরে পেলে।"

আমি স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে বললাম, "আমার বিনিয়োগের ছয় থেকে আট গুণ আমি ফিরে পাবো বলে তুমি যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলে, সে ব্যাপারে আমি কিন্তু

BanglaBook.org

তেমন আশাবাদী ছিলামনা। তবুও এতো অল্প সময়ের ভেতর ২ পাউন্ড লাভ তো ভালোই।" লুপিন কিছুটা বিরক্তির সঙ্গে বললো, "তুমি বুঝতে পারছোনা। আমি তোমার ২০ পাউন্ডের শেয়ার ২ পাউন্ডে বিক্রি করেছি এবং এই লেনদেনে ১৮ পাউন্ড লোকসান হয়েছে। কামিংস্ ও গোয়িংয়ের এতে পুরোটাই লোকসান হবে।"

১৯শে ফেব্রুয়ারি। শহরে যাওয়ার আগে লুপিন বললো, "ক্লোরেটের ব্যাপারে আমি খুবই দুঃখিত। আমার বস্ জব্ ক্লিনান্দস্ শহরে থাকলে এমনটি হতোনা। অফিসে যদি আমাদের মধ্যে কিছু একটা ঘটে যায়, তাতে তুমি কিন্তু অবাক হবেনা। গত কয়েকদিন ধরে জব্ ক্লিনান্দস্‌কে দেখা যাচ্ছেনা এবং আমার মনে হচ্ছে অনেক লোক বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে তার সঙ্গে *নিশ্চয়ই* দেখা করতে চাচ্ছে।"

সন্ধ্যেয় গোয়িং কিংবা কামিংসের মুখোমুখি হওয়া এড়ানোর লক্ষ্যে লুপিন বাইরে যেতে উদ্যত হয়েছে, এমন সময় গোয়িং দরজায় টোকা না দিয়েই ঘরে এসে প্রবেশ করলো। তবে তার চিরদিনের অভ্যাসবশত দুষ্টামির ছলে সে বললো, "ভেতরে আসতে পারি?"

সে ঘরে এসে ঢুকলো। কিন্তু লুপিন ও আমি বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করলাম, তাকে খুবই উচ্ছ্বসিত দেখাচ্ছে। লুপিন বা আমি কেউই কথাটি তার সামনে উচ্চারণ করলাম না। কিন্তু সে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে ঐ বিষয়টিই উত্থাপন করলো সে বললো, "আমি বলি, সেই 'প্যারাচিক্কা ক্লোরেট্স্' তো একেবারে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে! তো মাস্টার লুপিন, তোমার কী পরিমাণ লোকসান হয়েছে?" লুপিন আমাকে একেবারে অবাক করে দিয়ে বললো, "ওর মধ্যে আমার কিছুই ছিলোনা আমার দরখাস্তে আনুষ্ঠানিকতাজনিত কিছু ভুল ছিলো– চেক্ বা এরকম কিছু একটা সংযুক্ত করতে আমি ভুলে গিয়েছিলাম। আর তাই আমি কোনো শেয়ারই পাইনি বাবার ১৮ পাউন্ড লোকসান হয়েছে।" আমি বললাম, "আমার পুরোপুরি ধারণা ছিলো, তুমিও এর মধ্যে আছো তা নাহলে আমি কিছুতেই স্পেকুলেট করতে যেতামনা লুপিন জবাব দিলো, "দ্যাখো, এতে করার কিছুই নেই: আমার পরবর্তী পরামর্শে অবশ্যই তুমি দ্বিগুণ আয় করবে আমার জবাব দেয়ার আগেই গোয়িং বললো, "যাক, সৌভাগ্যক্রমে আমার কোনো লোকসানই হয়নি। আসলে ওদের সম্পর্কে আমি যা শুনেছিলাম, তাতে ওদের ব্যবসার ওপর আমার কোনো আস্থাই ছিলোনা তাই আমি কামিংসকে আমার ১৫ পাউন্ড মূল্যের শেয়ার কিনে নিতে রাজি করিয়েছিলাম, কেননা ওদের ওপর আমার চেয়ে ওরই আস্থা ছিলো বেশি।"

লুপিন হঠাৎ হাসতে শুরু করলো এবং অত্যন্ত অশালীন ভঙ্গিতে বললো, "হায়, বেচারি কামিংস্! তার ৩৫ পাউন্ড লোকসান হবে।" ঠিক এসময় কলিং বেল বেজে উঠলো। লুপিন বললো, "আমি কামিংসের সাথে দেখা করতে চাইনা।" যদি সে দরজা দিয়ে বাইরে যেতো, তাহলে করিডোরেই কামিংসের সাথে তার দেখা হয়ে যেতো তাই যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব লুপিন পার্লারের জানালা খুলে বেরিয়ে গেল। গোয়িং হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে বলে উঠলো, "আমিও তো ওর সঙ্গে দেখা করতে চাইনা!" এবং আমি কিছু বলার আগেই সে লুপিনকে অনুসরণ করে জানালা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

BanglaBook.org

আমার নিজের কথা বলতে গেলে বলতে হয়, আমার নিজের পুত্র এবং আমার অত্যন্ত ঘনিষ্ট বন্ধুদের একজনকে বাধাপ্রাপ্ত দুই সিঁধেল চোরের মতো আজ ঘর থেকে পালিয়ে যেতে হলো—এই কথাটি ভাবতেই আমি আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়লাম। বেচারি কামিংস্ খুবই মনমরা এবং স্বাভাবিকভাবেই লুপিন ও গোয়িংয়ের ওপর তার খুব রাগ। আমি তাকে হুইস্কি পান করতে জোর করলাম। কিন্তু সে জবাব দিলো, সে হুইস্কি পান করা ছেড়ে দিয়েছে: তবে 'মিষ্টি ছাড়া' মদ থাকলে সামান্য নিতে পারে, যেহেতু তাকে বলা হয়েছে এটা অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর মদ। কিন্তু আমাদের ঘরে তা নেই। তাই সারাহ্‌কে 'লক্‌উড্‌স্' দোকানে পাঠালাম কিছু আনার জন্যে।

২০শে ফেব্রুয়ারি। *স্ট্যান্ডার্ড* পত্রিকা খুলে প্রথমেই যে জিনিসটির ওপর আমার চোখ পড়লো, সেটি হলো—'স্টক্ এ্যান্ড্ শেয়ার ব্যবসায়ীদের চরম ব্যর্থতা! মিঃ জব্ ক্লিনান্দ্‌স্ পলাতক!' আমি পত্রিকাটি ক্যারীর হাতে দিতেই সে জবাব দিলো, "হয়তো লুপিনের ভালোর জন্যেই এটা হয়েছে। আমি কখনোই এটাকে লুপিনের জন্যে উপযুক্ত চাকরি বলে মনে করিনি।" আমার কাছে পুরো ব্যাপারটাই খুব মর্মান্তিক বলে মনে হলো।

লুপিন সকালের নাস্তা খেতে নিচে নেমে এলো। ওকে দেখে খুবই দুঃখভারাক্রান্ত বলে মনে হলো। তাই আমি বললাম, "আমরা খবরটা জানতে পেরেছি, বাবা। তোমার জন্যে আমাদের সত্যিই খুব দুঃখ হয়।" লুপিন বললো, "কিভাবে জানতে পারলে? কে তোমাদের বলেছে?" আমি *স্ট্যান্ডার্ড* পত্রিকাটি তার হাতে তুলে দিলাম। পত্রিকাটি নিচে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সে বললো, "এজন্যে আমি একবিন্দুও পরোয়া করিনা! আমি ওটা আশা করেছিলাম, তবে এটা কোনোদিন ভাবতে পারিনি।" এরপর সে ফ্রাঙ্ক মাট্‌লারের একটি চিঠি পড়লো। চিঠিতে লেখা ছিলো, সামনের মাসে ডেইজি মাট্‌লারের সাথে মারে পশের বিয়ের দিন ধার্য করা হয়েছে আমি হঠাৎ বলে উঠলাম, "মারে পশ্! এটা কি সেই লোকটা নয়, যাকে গত সপ্তাহে ফ্রাঙ্ক ধৃষ্টতা দেখিয়ে আমাদের বাসায় নিয়ে এসেছিলো?" লুপিন বললো, "হ্যাঁ, সেই 'পশের তিন-শিলিং দরের হ্যাট্'-এর সেই লোকটা।"

আমরা অতঃপর পরিপূর্ণ নিঃস্তব্ধতার মধ্য দিয়ে সকালের নাস্তা খাওয়া শেষ করলাম।

আসলে আম কিছুই খেতে পারলাম না। আমি যে শুধু অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলাম তাই নয়, নরম বেকন্ আমি খেতে পারিনা, এবং আমি খাবোও না। স্ট্রীকি বেকন্ না পেলে আমি নাস্তাই খাবোনা

লুপিন যখন যাওয়ার জন্যে উঠে দাঁড়ালো, তার মুখমণ্ডলে বিদ্বেষপূর্ণ একটি হাসির ছাপ আমি লক্ষ্য করলাম। এর অর্থ কী, আমি জিজ্ঞেস করতেই সে জবাব দিলো, "ও কিছু না, সামান্য একটু সান্ত্বনা আরকি—এতোকিছুর পরেও কিছুটা সান্ত্বনা *পাচ্ছি*। এইমাত্র আমার মনে পড়লো, *আমার* পরামর্শে মিঃ মারে পশ্ প্যারাচিক্কা ক্লোরেট্‌সে ৬০০ পাউন্ড বিনিয়োগ করেছিলো!"

BanglaBook.org

ডেইজি মাট্‌লার ও মারে পশের
বিয়ে। আমার জীবনের স্বপ্ন পূরণ হলো।
মিঃ পার্কাপ্ তাঁর অফিসে লুপিনকে
একটি চাকরি দিলেন।

অধ্যায়-১৭

২০শে মার্চ। আজকের দিনটি ডেইজি মাট্‌লার ও মারে পশের বিয়ের দিন হওয়ায় লুপিন আজ সারাটা দিন কাটানোর জন্যে তার এক বন্ধুর সঙ্গে বেড়াতে গেছে গ্রেভ্‌সেন্ডে। এই ব্যাপারটা নিয়ে লুপিন ভীষণ মানসিক যন্ত্রণায় ভুগছে, যদিও সে মুখে বলছে, তাদের সম্পর্ক ভেঙ্গে যাওয়ায় সে খুব খুশি। আমি চাই, সে যেন এতোগুলো মিউজিক হলে যাওয়া-আসা না করে। কিন্তু কারও সাহস হয়না এ ব্যাপারে তাকে কিছু বলার। এই মুহূর্তে সারাঘরে অর্থহীন বাজে কী সব গান গেয়ে সে আমাকে খুব বিরক্ত করেঃ "গ্ল্যাড্‌স্টোনের কী হয়েছে? সে ভালো আছে! লুপিনের কী হয়েছে? সে ভালো আছে!" *আমার* মনে হয়না তাদের কেউই ভালো আছে। সন্ধ্যেয় গোয়িং এলো এবং আমাদের আলোচনার প্রধান বিষয়বস্তু হলো মারে পশের সঙ্গে ডেইজি মাট্‌লারের বিয়ে। আমি বললাম, ব্যাপারটা শেষ হয়ে যাওয়ায় আমি খুশি। কেননা, ডেইজি মাট্‌লার লুপিনকে শুধু বোকাই বানাতো। গোয়িং তার স্বাভাবিক রুচিবোধের পরিচয় দিয়ে বললো, "আরে, মাস্টার লুপিন তো কারো সাহায্য ছাড়াই নিজেকে নিজে বোকা বানাতে পারে।" ক্যারী এই মন্তব্যে খুব যথার্থভাবেই রাগান্বিত হলো এবং গোয়িং ব্যাপারটা সহজেই উপলব্ধি করে এজন্যে দুঃখপ্রকাশ করলো।

২১শে মার্চ। আজ আমি আমার ডায়েরি লেখা শেষ করবো। কারণ, আজকের দিনটি আমার জীবনের সবচাইতে খুশির দিনগুলির একটি। গত কয়েক সপ্তাহের–প্রকৃতপক্ষে বহু বছরের–আমার অনেক বড়ো স্বপ্ন আজ পূরণ হয়েছে। আজ সকালেই মিঃ পার্কাপের একটি চিঠি এলো। তাতে তিনি আমাকে লিখেছেন, লুপিনকে আমি যেন সঙ্গে করে অফিসে নিয়ে যাই। আমি লুপিনের রুমে গেলাম। বেচারিকে খুব মনমরা মনে হলো এবং সে বললো, তার সাংঘাতিক মাথা ধরেছে। গতকালই সে গ্রেভ্‌সেন্ড্ থেকে ফিরেছে। সেখানে দিনের কিছু অংশ সে পানির ওপর ছোট্ট একটি নৌকোয় বসে কাটিয়েছে। সে এমনই উন্মাদ ছিলো যে, যাওয়ার সময়

BanglaBook.org

তার ওভারকোট্‌টি পর্যন্ত সঙ্গে করে নিয়ে যায়নি। আমি তাকে মিঃ পার্কাপের চিঠিটি দেখালাম। সে যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব উঠে বসলো। আমি তাকে মিনতি করে বললাম, সে যেন তার উগ্র রঙের পোষাক ও টাই বাদ দিয়ে কালো রঙের অথবা দেখে শান্ত নম্র মনে হয় এমন কিছু পরে যায়।

ক্যারী চিঠিটি পড়ে কাঁপতে শুরু করলো। তার মুখ থেকে বার বার যে কথাটি উচ্চারিত হলো, সেটি ছিলোঃ "আমি নিশ্চিতভাবে বলছি, সব ঠিক হয়ে যাবে।" এদিকে আমার অবস্থা হলো, আমি সকালের নাস্তা বলতে গেলে খেতেই পারলাম না। লুপিন বেশ শান্ত ও নম্র ধরনের পোষাক পরে নিচে নেমে এলো। দেখে সত্যিকারের ভদ্রলোক বলেই মনে হলো তাকে। শুধু তার মুখমন্ডলে কিছুটা ভীতির ছাপ লক্ষ্য করা গেল। ক্যারী তাকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বললো, "তোমাকে খুব চমৎকার দেখাচ্ছে, লুপিন।" লুপিন জবাব দিলো, "হ্যাঁ, মেক্‌-আপ্‌টা ভালোই হয়েছে, কী বলো? একজন নিয়মিত, সহজ-সরল, সম্মানিত, শোকাহত এবং বড়ো শহরের প্রথম শ্রেণীর একটি ফার্মের জুনিয়র ক্লার্ক্‌।" সে খানিকটা শ্লেষপূর্ণ হাসি হাসলো।

হলরুমে একটি বিকট শব্দ শোনা গেল। সেই সঙ্গে লুপিনকেও চিৎকার করে কথা বলতে শোনা গেল। সে সারাহ্‌কে বলছে, তার পুরনো হ্যাট্‌টি নিয়ে আসতে। আমি করিডোরে গিয়ে দেখলাম, লুপিন প্রচন্ডভাবে উত্তেজিত হয়ে একটি নতুন লম্বা হ্যাটে পা দিয়ে লাথি মেরে মেরে হ্যাট্‌টিকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলছে। আমি বললাম, "বাবা লুপিন, এসব কী হচ্ছে? খুব খারাপ কাজ করছো তুমি! কোনো গরিব মানুষ এটা পেলে কতো খুশি হবে।" লুপিন জবাব দিলো, "আমি কোনো গরিব মানুষকে এটা দিয়ে অপমান করতে চাইনা।"

সে বাইরে চলে যাওয়ার পর আমি টুকরো টুকরো হয়ে-যাওয়া হ্যাট্‌টিকে মেঝে থেকে উঠিয়ে লক্ষ্য করলাম, এর ভেতরে লেখা রয়েছে 'পশের পেটেন্ট্‌'। বেচারি লুপিন! ওকে ক্ষমা করা যায়। অফিসে পৌছুতে মনে হলো যেন কয়েকঘন্টা লেগে গেল। মিঃ পার্কাপ্‌ লুপিনকে ডেকে পাঠালেন। লুপিন প্রায় একটি ঘন্টা তাঁর সঙ্গে থেকে বেরিয়ে এলো। আমি যা ভেবেছিলাম, তার চোখে-মুখে হতাশার ছাপ। আমি বললাম, "কী ব্যাপার, লুপিন? মিঃ পার্কাপ্‌কে তোমার কেমন লাগলো?" লুপিন তার গান শুরু করলোঃ "পার্কাপের কী হয়েছে? তিনি ভালো আছেন?" আমি সহজাতভাবে বুঝতে পারলাম, আমার ছেলের চাকরি হয়ে গেছে। আমি মিঃ পার্কাপের কাছে গেলাম, কিন্তু কোনো কথা বলতে পারলাম না। তিনি বললেন, "মিঃ পুটার, এসব কী?" আমাকে দেখে নিশ্চয়ই বোকা মনে হচ্ছিলো, কেননা আমার মুখ থেকে শুধু এটুকুই বের হলোঃ "মিঃ পার্কাপ্‌, আপনি খুব ভালো মানুষ।" তিনি আমার দিকে একবার তাকিয়ে বললেন, "না, মিঃ পুটার, আপনিই খুব ভালো মানুষ; এবং আমরা দেখবো আপনার ছেলেকে এই চমৎকার দৃষ্টান্ত আমরা অনুসরণ করাতে পারি কিনা।" আমি বললাম, "মিঃ পার্কাপ্‌, আমি কি এখন বাসায় যেতে পারি? আজ আর কোনো কাজ আমি করতে পারবোনা।"

BanglaBook.org

আমার মণিব ঈষৎ মাথা নেড়ে সাদরে আমার সঙ্গে করমর্দন করলেন। বাসায় যাওয়ার সময় আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করলাম বাসের ভেতর আমার যাতে কান্না না পায়। আসলে আমি হয়তো কেঁদেই ফেলতাম যদি লুপিন আমাকে বাধা না দিতো। সে মোটা একজন লোকের সঙ্গে ঝগড়া করছিলো বাসে অতিরিক্ত জায়গা দখল করার অভিযোগে।

সন্ধ্যেয় ক্যারী কামিংস্ ও তার স্ত্রী এবং গোয়িংকে ডেকে পাঠালো। আমরা সবাই আগুনের চারিপাশে বসে দোকান থেকে সারাহ্‌র নিয়ে-আসা 'জ্যাক্‌সন্ ফ্রেইরেস্' -এর একটি বোতল খুলে পান করে লুপিনের সু-স্বাস্থ্য কামনা করলাম। আমি ঘন্টার পর ঘন্টা জেগে শুয়ে থেকে ভবিষ্যতের কথা ভাবতে লাগলাম। আমার ছেলে আমারই সাথে একই অফিসে কাজ করবে। আমরা একসঙ্গে বাসে চড়ে অফিসে যাবো, একসঙ্গেই আবার বাসায় ফিরে আসবো। কে জানে, অবশেষে কোনো এক সময় হয়তো আমাদের ছোট্ট সংসারের প্রতি তার খুব আগ্রহ জন্মাবে, ঘরের এখানে-সেখানে পেরেক বসানোর কাজে আমাকে এবং দেয়ালে ছবি টাঙানোর কাজে তার মাকে হয়তো সাহায্য করতে সে এগিয়ে আসবে। গ্রীষ্মকালে বাগান করার কাজে এবং স্ট্যান্ড্ ও পট্‌গুলিকে রং করার কাজে হয়তো সে আমাদেরকে সাহায্য করবে। (ভালো কথা, আমাকে অবশ্যই আরও কিছু এনামেল পেইন্ট কিনতে হবে)। এই বিষয়গুলো আমি হাজারো সুখস্মৃতির পাশাপাশি বার বার চিন্তা করলাম। ঘড়িতে চারটা বাজার ঘন্টা শুনতে পেলাম এবং খুব সহসা আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। চোখে আমার স্বপ্ন শুধু তিনজন সুখী মানুষকে ঘিরে–লুপিন, ক্যারী ও আমি।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

একটি স্টাইলোগ্রাফিক কলম নিয়ে সমস্যায় পড়লাম। আমরা একটি ভলান্টিয়ার্ নৃত্যানুষ্ঠানে গেলাম, যেখানে আমাকে একটি ব্যয়বহুল নৈশভোজে জড়িয়ে পড়তে হলো। একজন গাড়ি-চালকের হাতে আমি সাংঘাতিকভাবে অপমানিত হলাম। আমি সাউথ্-এন্ড্ যাওয়ার একটি অদ্ভুত আমন্ত্রণ পেলাম।

অধ্যায়-১৮

৮ই এপ্রিল। আজ তেমন গুরুত্বপূর্ণ কোনো ঘটনা নেই, কেবল গোয়িংয়ের জোরালো সুপারিশে আমার কেনা নতুন পেটেন্টের একটি স্টাইলোগ্রাফিক কলমের বিষয় ছাড়া। কলমটি কিনতে আমাকে ব্যয় করতে হয়েছে নয় শিলিং ছয় পেন্স্। এই পুরো নয় শিলিং ছয় পেন্সই একেবারে পানিতে পড়েছে। কলমটি বার বার আমাকে বিরক্ত করছে ও মেজাজকে বিগড়িয়ে দিচ্ছে। এর মাথা থেকে সবসময় কালি চুইয়ে পড়ে এবং আমার হাতদুটো বিশ্রীভাবে কালিতে ভরে যায়। একবার তো অফিসে কালি ঝাড়ার জন্যে আমার হাতের তালু দিয়ে আমি যখন টেবিলের ওপর আঘাত করছিলাম, ঠিক সেই মুহূর্তে হঠাৎ মিঃ পার্কাপ্ রুমে ঢুকে চিৎকার করে উঠলেন, "বন্ধ করুন ওসব আওয়াজ! আমার মনে হয় আপনিই আওয়াজ করছিলেন, মিঃ পিট্?" সেই দুষ্ট তরুণ পিট্ বিদ্বেষপূর্ণ উল্লাসের সাথে কিছুটা উচ্চস্বরেই জবাব দিলো, "না স্যার; আমাকে মাফ করবেন, মিঃ পুটার তাঁর কলম দিয়ে ঐ আওয়াজ করছিলেন। সারাটা সকাল ধরেই ঐ অবস্থা চলছে।" ব্যাপারটা অধিকতর খারাপ মনে হলো যখন দেখলাম, লুপিন তার টেবিলের পেছনে মুখ লুকিয়ে হাসছে। আমার মনে হলো, কিছু না-বলাই বুদ্ধিমানের কাজ। কলমটিকে আমি দোকানে নিয়ে গিয়ে ফেরত দিতে চাইলাম, যেহেতু এটা দিয়ে কাজ হচ্ছেনা। পুরো দাম আমি ফেরত পাওয়ার আশা করিনি, তবে অন্তত অর্ধেকটা আমি পেতে চেয়েছিলাম। কিন্তু দোকানের লোকটা তাতে রাজি হলোনা। সে বললো, কেনা আর বেচা দুটো ভিন্ন জিনিস। লুপিন মিঃ পার্কাপের অফিসে চাকরি নেয়ার পর থেকে যে ভালো আচরণ দেখিয়ে চলেছে, তা নিঃসন্দেহে আদর্শস্বরূপ। কিন্তু আমার একমাত্র ভয়, এতো ভালো কোনোকিছু বেশিদিন টেকেনা।

BanglaBook.org

৯ই এপ্রিল। গোয়িং বেড়াতে এলো। সঙ্গে করে নিয়ে এলো ক্যারী ও আমার জন্যে ঈস্ট্ এ্যাক্টন্ রাইফেল্ ব্রিগেড্ আয়োজিত একটি নৃত্যানুষ্ঠানে যাওয়ার আমন্ত্রণলিপি। তার ধারণা, এটা দারুণ জাঁকালো কোনো একটা ব্যাপার হবে নিশ্চয়ই। কেননা, ঈস্ট্ এ্যাক্টনের সদস্য(স্যার উইলিয়াম গ্রাইম) এই অনুষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতা করবেন বলে কথা দিয়েছেন। আমরা তার দয়া করে নিয়ে আসা আমন্ত্রণলিপিটি গ্রহণ করলাম এবং সে ডিনার পর্যন্ত থেকে গেল। এই ডিনারের সময়টিকেই আমি বুদ্বুদ-কণা-ওঠা 'আল্‌জেইরা'র একটি বোতল খোলার উপযুক্ত সময় বলে মনে করলাম। বোতলটি (সাটনের) মিঃ জেম্‌স উপহার হিসেবে আমার কাছে পাঠিয়েছিলেন। গোয়িং মদে শুধু একটি চুমুক দিলো, যেহেতু এর আগে সে কোনোদিন এটি পান করেনি। সে আরো মন্তব্য করলো, তার নীতি হচ্ছে অধিকতর সুপরিচিত ব্র্যান্ডের মদই শুধু পান করা। আমি তাকে বললাম, এটি আমার এক ঘনিষ্ট বন্ধু উপহার হিসেবে অমাকে দিয়েছে এবং কোনো উপহারই অকৃতজ্ঞতার সঙ্গে গ্রহণ করা উচিত নয়। গোয়িং অশালীন ঠাট্টার সাথে জবাব দিলো, সে এটাকে মুখ দিয়ে গ্রহণ করাও পছন্দ করেনা।

আমি ভাবলাম, ওর এই মন্তব্যের ভেতর রূঢ়তা ছাড়া হাসির কিছু নেই। কিন্তু আমি নিজে একটু মুখে দিয়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে, ওর ঐ মন্তব্যের কিছুটা যৌক্তিকতা অবশ্যই আছে। বুদ্বুদ-কণা-ওঠা 'আলজেইরা'র স্বাদ অনেকটা আপেল থেকে তৈরি সাইডার মদের মতো, কেবল টকের পরিমাণটা কিছুটা বেশি। আমি বললাম, হয়তো বজ্রপাতের কারণে কিছুটা টক হয়ে গেছে। সে শুধু জবাব দিলো, "না! আমার তা মনে হয়না।" আমরা তাসের একটি মজার খেলা খেললাম, যদিও তাতে ক্যারী এক শিলিং ও আমি চার শিলিং হারলাম। গোয়িং বললো, সেও নাকি ছয় পেন্সের মতো হেরেছে। যেহেতু গোয়িং বাদে ক্যারী ও আমি ছাড়া আর কোনো খেলোয়াড়ই সেখানে ছিলোনা, কাজেই সে কিভাবে খেলায় হারতে পারে সেটা একটা রহস্যই থেকে গেল।

১৪ই এপ্রিল, রোববার। আমি অনুমান করছি, অস্থির আবহাওয়ার কারণেই বোধহয় আমার মনে হচ্ছে আমার চামড়া আমার মুখমন্ডলের ওপর ড্রামের মতো আঁটসাঁট হয়ে লেগে রয়েছে। গির্জায় একসঙ্গে উপাসনাশেষে মিঃ ও মিসেস ট্রিয়েন সারাটা পথ আমাদের সঙ্গেই হেঁটে এলেন। ওঁদেরকে সঙ্গে নিয়ে আমরা বাগানের চারিদিকে হাঁটতে লাগলাম। হঠাৎ কাঁকর বিছানো পথের ওপর বড়ো একটি খবরের কাগজভর্তি হাড়গোড় পড়ে থাকতে দেখে আমি খুবই বিরক্ত হলাম। স্পষ্টতই বোঝা গেল, পাশের বাড়ির গ্রিফিন্‌দের ছোটোছোট ছেলেগুলোই এটা এখানে ছুঁড়েছে। যখনই আমাদের বাসায় কোনো অতিথি আসে, ওরা ওদের বাগানের কাচের ঘরের খালি সিঁড়িগুলোর ওপর উঠে জানালায় টোকা দেয়, মুখ ভেংচায়, শিস দেয় আর পাখির স্বর নকল করে ডাকে।

BanglaBook.org

১৬ই এপ্রিল। উওরসেস্টার্ সস্ খেতে গিয়ে আমি আমার জিভ্টা বিশ্রীভাবে পুড়িয়ে ফেললাম। সেই বোকা-মেয়ে সারাহ সসের বোতলটি টেবিলে রাখার আগে প্রচন্ডভাবে ঝাঁকুনি দেয়ায় এই বিপত্তি ঘটে গেল।

১৬ই এপ্রিল। ঈস্ট্ এ্যাকটন্ আয়োজিত ভলান্টিয়ার্ নৃত্যানুষ্ঠানের রাত। ক্যারীকে ম্যানসন হাউসে যে পোষাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছিলো, আজ সে সেই পোষাকটিই পরেছে। কেননা, আমার কাছে মনে হয়েছে, যেহেতু এটি সশস্ত্রবাহিনীর একটি অনুষ্ঠান, কাজেই মিঃ পার্কাপ্, যাঁকে আমি অনারেবল্ আর্টিলারি কোম্পানির একজন অফিসার বলেই জানি, অবশ্যই সেখানে উপস্থিত থাকবেন লুপিন তার চিরাচরিত দুর্বোধ্য ভাষায় মন্তব্য করলো, সে শুনেছে এটা নাকি 'বর্বরদের নাচের অনুষ্ঠান' আমি ওর এই কথার কোনো অর্থ না বুঝলেও ওকে জিজ্ঞেস করিনি। কোত্থেকে যে এসব কথা সে পায়, জানিনা; তবে নিশ্চয়ই সে এগুলো ঘরে শেখেনা।

গ্রিফিনদের ছোটছোট ছেলেগুলো মুখ ভেংচাচ্ছে, শিস দিচ্ছে আর পাখির স্বর নকল করে ডাকছে।

আমন্ত্রণলিপিতে আমাদের পৌঁছানোর সময় দেয়া ছিলো রাত সাড়ে আটটা। আমি ঠিক করলাম, আমাদের একঘন্টা পরে গিয়ে পৌঁছানোই ভালো। তাতে অনুষ্ঠানের একেবারে শুরুতেই গিয়ে উপস্থিত হওয়া যাবে এবং কেউ আমাদেরকে

'আন্‌ফ্যোশনেবল্ লোক বলে মনেও করবেনা, মিসেস জেম্‌স যে কথাটি প্রায়ই বলে থাকেন। আমরা আমাদের গন্তব্যস্থল খুঁজে পাচ্ছিলামনা। গাড়িচালককে বহুবার গাড়ি থেকে নেমে আশপাশের বাড়িগুলোতে গিয়ে জিজ্ঞেস করতে হলো, ড্রিল্ হল্ কোন্‌দিকে। আমি সুদূর নির্জন এলাকায় বসবাসকারী ঐসব লোকদের কথা ভেবে অবাক হয়ে যাই। একজন লোকও ড্রিল্ হল্ চেনে বলে মনে হলোনা। যাইহোক, বেশ কতকগুলো আধো-আলোকিত রাস্তা পার হয়ে শেষাবধি আমরা আমাদের গন্তব্যে পৌঁছুলাম। আমার জানা ছিলোনা, হলোওয়ে থেকে জায়গাটা এতো দূরে। গাড়িচালককে আমি পাঁচ শিলিং দিলাম। সে বিড়বিড় করে বলতে লাগলো, অর্ধেক রাজত্ব দিলেও কম হয়ে যায়; এবং সে আমাকে ধৃষ্টতার সাথে পরামর্শ দিলো, ভবিষ্যতে কোনো নৃত্যানুষ্ঠানে যেতে হলে আমি যেন বাসে করে যাই।

ক্যাপ্টেন ওয়েলকাট্ আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন। তিনি বললেন, আমরা আসতে কিছুটা দেরিই করে ফেলেছি যদিও একেবারে না-আসার চাইতে বিলম্বে আসা অনেক ভালো। ভদ্রলোক দেখতে খুব সুন্দর, যদিও ক্যারী মন্তব্য করলো, "অফিসার হিসেবে খানিকটা খাটো।" তিনি একটি নাচ নিয়ে ব্যস্ত থাকায় আমাদেরকে ছেড়ে তাঁকে ভেতরে যেতে হলো। এজন্যে যাওয়ার সময় আমাদের কাছে তিনি ক্ষমা চেয়ে নিলেন এবং আশা প্রকাশ করে বললেন, আমরা নিশ্চয়ই এখানে নিজের বাড়ির মতোই স্বচ্ছন্দ বোধ করবো। ক্যারী আমার হাত ধরলো এবং আমরা রুমগুলো দু'তিনবার ঘুরে ঘুরে দেখলাম, লোকজন নাচছে। উপস্থিত অধিকাংশ লোকই ইউনিফর্ম-পরা অবস্থায় থাকায় আমি আমার পরিচিত একজন লোককেও সেখানে দেখতে পেলামনা। আমরা খাওয়ার রুমে ঢুকতে যাওয়ার সময় হঠাৎ আমার কাঁধের ওপর একটি থাপ্পড় খেলাম এবং এর পরপরই আমার সঙ্গে সাদর অভ্যর্থনাজ্ঞাপক হ্যান্ড্‌শেক্ করা হলো। আমি বললাম, "মিঃ প্যাজ্ মনে হয়?" তিনি জবাব দিলেন, "তা ঠিক।"

আমি ক্যারীকে একটি চেয়ার এনে দিলাম। যে ভদ্রমহিলাটি তার পাশে বসেছিলেন, তিনি খুব তাড়াতাড়ি ক্যারীকে আপন করে নিলেন।

টেবিলগুলোর ওপর প্রচুর দামি খাবার সাজিয়ে রাখা হয়েছে। শ্যাম্পেইন, লাল মদ, ইত্যাদিও প্রচুর পরিমাণে রাখা হয়েছে। কোনোকিছুতেই খরচের কোনো হিসেব করা হয়েছে বলে মনে হলোনা। মিঃ প্যাজ্ এমন একজন ব্যক্তি যার প্রতি আমার বিশেষ কোনো আসক্তি নেই। তবুও আমার খুব ভালো লাগলো, অন্তত একজনকে তো পেলাম যাকে আমি চিনি। তাই তাঁকে আমাদের টেবিলেই আমি বসতে বললাম। আমাকে স্বীকার করতেই হচ্ছে, একজন মোটা ও খাটো লোক হওয়া সত্ত্বেও ইউনিফর্ম পরা অবস্থায় তাঁকে দেখে ভালোই লাগছিলো, যদিও আমার ধারণা তাঁর গায়ের আঁটো জামাখানি পেছনদিকে বেশ ঢোলা ছিলো। আমি যতোগুলো রুমে ঢুকেছি, তার ভেতর একমাত্র এই খাওয়ার রুমেই মানুষের উপচে পড়া ভিড় চোখে পড়লোনা। বস্তুত আমরাই ছিলাম সেখানে একমাত্র প্রাণী, বাকিরা সবাই তখন নাচে মশগুল।

BanglaBook.org

আমি ক্যারী ও তার নতুন সঙ্গীকে, যিনি তাঁর নিজের নাম লুপ্‌কিন্‌ বলে জানিয়েছেন, শ্যাম্পেইনের গ্লাস এগিয়ে দিলাম। অতঃপর নিজে একগ্লাস ঢেলে নিয়ে বোতলটি মিঃ প্যাজ্‌কে দিলাম, যাতে তিনিও একইভাবে ঢেলে নিতে পারেন। আর সেই সঙ্গে বললাম, "আপনাকে কিন্তু নিজেরটা নিজেকে উঠিয়ে নিতে হবে।" তিনি জবাব দিলেন, "তা ঠিক।" সেই সঙ্গে অর্ধেক বোতল খালি করে শ্যাম্পেইন ঢেলে নিলেন এবং ক্যারী ও (মিঃ প্যাজের ভাষায়) 'তার গুণবান স্বামী'র সু-স্বাস্থ্য কামনা করে তিনি তা পান করলেন। আমরা সবাই অত্যন্ত মজাদার কবুতরের মাংসের কয়েকটি বড়া খেলাম এবং অতঃপর আইসক্রিম খেয়ে আমাদের নৈশভোজ শেষ করলাম।

ওয়েটারগুলো খুবই মনোযোগী ছিলো। তারা জিজ্ঞেস করলো, আমাদের আরো মদ লাগবে কিনা। আমি ক্যারী, তার সঙ্গী ও মিঃ প্যাজ্‌কে এ ব্যাপারে সাহায্য করলাম। যেসব ব্যক্তি সবেমাত্র নাচঘর থেকে এসে উপস্থিত হয়েছে এবং ব্যবহারে খুবই ভদ্র, আমি তাদেরকেও সাহায্য করলাম। ঠিক ঐ সময়ে আমার কাছে মনে হলো, ভদ্রলোকদের ভেতর কেউ কেউ হয়তো আমাকে শহরে দেখেছে এবং চেনে। কেননা, তারা খুবই বিনয়ের সঙ্গে আমার সাথে কথা বলছিলো। "ভদ্রতা করতে পয়সা লাগেনা" –এই পুরনো প্রবাদটির কথা মনে করে আমি সবাইকেই সাহায্য করতে শুরু করলাম এবং এক পর্যায়ে বহু ভদ্রমহিলাকেও আইসক্রিম নিতে সাহায্য করলাম।

নাচের জন্যে ব্যান্ড্‌ বেজে উঠলো। সবাই নাচঘরে চলে গেল। ভদ্রমহিলারা (ক্যারী ও মিসেস লুপ্‌কিন্‌) নাচ দেখার জন্যে অধীর হয়ে উঠলো। আমার খাওয়া তখনো শেষ না হওয়ায় মিঃ প্যাজ্‌ তাদের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন এবং তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে নাচঘরে চলে গেলেন। যাওয়ার সময় আমাকে তাঁদের অনুসরণ করতে বলে গেলেন। আমি মিঃ প্যাজ্‌কে বললাম, "এটা কিন্তু পুরোপুরি ওয়েষ্ট্‌-এন্ডের ব্যাপার।" জবাবে মিঃ প্যাজ্‌ বললেন, "তা ঠিক।"

আমি যখন খাওয়া শেষ করে রুম থেকে বেরুতে যাচ্ছিলাম, ঠিক সেই মুহূর্তে আমাদের টেবিলের ওয়েটার আমার কাঁধে একটি থাপ্পড় মেরে আমার মনোযোগ আকর্ষণ করলো। আমি চিন্তা করলাম, ব্যক্তিগত পর্যায়ে আয়োজিত কোনো নৃত্যানুষ্ঠানে ওয়েটারদেরকে তো টিপ্‌স্‌ চাইতে দেখা যায়না। যাইহোক, তা সত্ত্বেও তাকে এক শিলিং দিলাম, যেহেতু আমাদেরকে সে মনোযোগসহকারে খাবার পরিবেশন করেছে। সে মৃদু হেসে জবাব দিলো, "মাফ করবেন স্যার, এতে হবেনা," শিলিংটির প্রতি ইঙ্গিত করে সে কথাগুলো বললো। "আপনাদেরকে দেয়া হয়েছে জনপ্রতি ৫শিলিং দরে চারজনের খাবার। সেই সঙ্গে দেয়া হয়েছে ১শিলিং দরে পাঁচটি আইসক্রিম, প্রতি বোতল ১১শিলিং ৬পেন্স্‌ দরে তিন বোতল শ্যাম্পেইন, একগ্লাস লাল মদ, আর সেই মোটাসোটা ভদ্রলোকটির জন্যে ছয়-পেনি দামের একটি চুরুট–সবমিলিয়ে ৩ পাউন্ড ৬ পেন্স্‌!"

BanglaBook.org

আমার জীবনে আমি এতোখানি বিস্মিত কোনোদিন হয়েছি বলে মনে পড়েনা। শ্বাসরুদ্ধকণ্ঠে কোনোমতে তাকে অবহিত করে বললাম, আমি একটি ব্যক্তিগত আমন্ত্রণে এখানে এসেছি। এতে সে জবাব দিলো, সেটা সে ভালোকরেই জানে, এবং বললো, ঐ আমন্ত্রণের সাথে খানাপিনার কোনো কথা ছিলোনা। পানঘরে দন্ডায়মান এক ভদ্রলোক দৃঢ়ভাবে ওয়েটারের কথা সমর্থন করে এর সত্যতা সম্পর্কে আমাকে আশ্বস্ত করলো।

ওয়েটার আমাকে বললো, আমি যদি তাকে এ ব্যাপারে ভুল বুঝে থাকি, তাহলে সে অত্যন্ত দুঃখিত: তবে এতে তার করার কিছুই নেই। অবশ্যই তখন আর করার কিছুই ছিলোনা একমাত্র আমার অর্থ পরিশোধ করা ছাড়া। কাজেই আমি আমার পকেট বের করে কোনোমতে নয় শিলিং যোগাড় করতে সক্ষম হলাম। ম্যানেজারকে আমার কার্ডটি দেয়ার পর সে বললো, "ঠিক আছে, এখন আর কোনো সমস্যা নেই।"

আমার মনে হয়না আমার জীবনে আমি কোনোদিন এতোখানি অপমানিত বোধ করেছি। ক্যারীকে এই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার কথা জানাবোনা বলে সিদ্ধান্ত নিলাম। কেননা, এতে তার আনন্দদায়ক সন্ধ্যের সবটুকু আনন্দই মাটি হয়ে যাবে। আমি অনুভব করলাম, ঐ সন্ধ্যেয় আমি আর কোনোকিছুতেই আনন্দ পাবোনা। এদিকে অনেক দেরিও তখন হয়ে গেছে। তাই আমি ক্যারী ও মিসেস লুপ্‌কিন্‌কে খুঁজতে লাগলাম। ক্যারী বললো, সে যাওয়ার জন্যে একেবারে প্রস্তুত। আর মিসেস লুপ্‌কিন্‌কে আমরা 'গুডবাই' জানানোর সময় তিনি ক্যারী ও আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আমরা কখনো সাউথেন্ড বেড়াতে গেছি কিনা। আমি বললাম, আমি অনেকদিন সেখানে যাইনি। আমার কথা শুনে তিনি অত্যন্ত সদয়ভাবে বললেন, "তাহলে আপনারা আমার ওখানে এসে কয়েকদিন বেড়াননা?" যেহেতু তিনি অত্যন্ত সাগ্রহে আমাদের আমন্ত্রণ জানালেন এবং ক্যারীও যাওয়ার ইচ্ছে ব্যক্ত করলো, তাই আমরা মিসেস লুপ্‌কিন্‌কে কথা দিলাম, আগামী শনিবার আমরা তাঁর ওখানে যাবো এবং সোমবার পর্যন্ত থেকে আসবো। মিসেস লুপ্‌কিন্‌ বললেন, তিনি কাল আমাদেরকে চিঠি দিয়ে তাঁর ঠিকানা এবং ট্রেন ইত্যাদির বিবরণ জানাবেন।

আমরা যখন ড্রিল্‌ হল্‌ থেকে বেরিয়ে এলাম, তখন এতো জোরে বৃষ্টি হচ্ছিলো যে, রাস্তাগুলোকে দেখে রীতিমতো খালের মতো মনে হলো এবং ঘোলাই বাহুল্য, আমাদেরকে হলোওয়ে পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার জন্যে একজন গাড়িচালক খুঁজে পাওয়া তখন খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়ালো। বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর একজন লোক আমাদের বললো, সে তার গাড়ি দিয়ে আমাদেরকে কোনোভাবে ইজ্‌লিংটনের 'এ্যাঞ্জেল' পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারবে এবং সেখান থেকে খুব সহজেই আমরা আরেকটি গাড়ি ধরতে পারবো। গোদা ভ্রমণটা আমার কাছে অত্যন্ত বিরক্তিকর বলে মনে হলো। বৃষ্টির ফোঁটা জানালায় আঘাত করে গাড়ির ভেতরে চুইয়ে চুইয়ে পড়তে লাগলো।

BanglaBook.org

আমরা যখন 'এ্যাঞ্জেল'-এ এসে পৌঁছুলাম, তখন ঘোড়াটিকে খুবই ক্লান্ত দেখাচ্ছিলো। ক্যারী গাড়ি থেকে নেমে দৌড়ে একটি দেওড়ির মধ্যে গিয়ে দাঁড়ালো। আর আমি গাড়িভাড়া পরিশোধ করতে গিয়ে আঁতকে উঠলাম। আমার মনে পড়ে গেল, আমার পকেটে কোনো পয়সা নেই। আমি জানতাম, ক্যারীর কাছেও কোনো পয়সা নেই। আমরা নৈশভোজ খেতে গিয়ে কী পরিস্থিতিতে পড়েছিলাম, গাড়িচালককে আমি সব খুলে বললাম। আমার জীবনে আমি এমন অপমানিত কোনোদিন হইনি। গাড়িচালক লোকটা খুবই অমার্জিত, কাউকে নরম পেলে তার ঘাড়ের ওপর চেপে বসে। এমনকি আমার ধারণা, সে ধীরস্থির শান্ত স্বভাবের মানুষও নয়। তার মুখে যতোগুলো গালি এলো, সব সে আমার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করলো এবং এক পর্যায়ে আমার দাড়ি ধরে এমনভাবে টানতে লাগলো যে, আমার চোখে পানি না আসা পর্যন্ত সে আমাকে ছাড়লোনা। একজন পুলিশ দূর থেকে আমার ওপর হামলা করার এই দৃশ্য তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলো। সে গাড়িচালককে পুলিশে না দেয়ায় আমি তার নম্বর টুকে নিলাম। সে বললো, সে এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পারেনা এবং সে কাউকে হামলা করতেও দেখেনি। সে আরো বললো, পয়সা ছাড়া কারো গাড়িতে চড়া উচিত নয়।

অঝোর বৃষ্টিতে প্রায় দুই মাইল পথ পায়ে হেঁটে আমাদেরকে বাসায় ফিরে আসতে হলো। বাসায় এসেই আমি গাড়িচালকের সঙ্গে আমার কথোপকথনের বিবরণ হুবহু লিখে রাখলাম। কারণ আমার ইচ্ছে, আমি *টেলিগ্রাফ* পত্রিকায় চিঠি দিয়ে প্রস্তাব করবো, শুধুমাত্র সরকার-নিয়ন্ত্রিত লোকদেরকেই গাড়ি চালাতে দেয়া উচিত, যাতে সাধারণ মানুষদেরকে লজ্জাকর অপমান ও চরম সন্ত্রাসের হাত থেকে রক্ষা করা যায়, যা আজ আমাকে সহ্য করতে হয়েছে।

১৭ই এপ্রিল। আমাদের পানির ট্যাঙ্কে আবার পানি নেই। পাট্‌লীকে ডেকে পাঠালাম। সে বলেছে, খুব শীগ্‌গির সে এর প্রতিকারের ব্যবস্থা করবে যেহেতু ট্যাঙ্কটি দস্তার তৈরি।

১৮ই এপ্রিল। পানির সমস্যা দূর হয়েছে। বিকেলে সাটনের মিসেস জেম্‌স বেড়াতে এলেন। ক্যারীকে সঙ্গে নিয়ে তিনি ড্রয়িং রুমের ফায়ার-প্লেসের ওপরের তাকটিকে কাপড় দিয়ে ঢেকে তার ওপর সারাটা জায়গা জুড়ে ছোট ছোট খেলনার মাকড়সা, ব্যাঙ আর গুবরেপোকা রেখে দিলেন। মিসেস জেম্‌স বলেন, এটাই বর্তমান সময়ের ফ্যাশন। তিনিই ক্যারীকে এভাবে তাকটিকে সাজানোর পরামর্শ দিয়েছিলেন; আর ক্যারী তো তাই করে, মিসেস জেম্‌স তাকে যা করতে বলেন। আর আমার কথা হলো, আমি ফায়ার-প্লেসের ওপরের তাকটিকে আগের মতো রাখতেই পছন্দ করি। কেননা, আমি একজন সরল-সোজা লোক, নিজেকে শুধু শুধু ফ্যাশনের অনুসারী বলে মিথ্যে পরিচয় দিতে চাইনা।

BanglaBook.org

১৯শে এপ্রিল। আমাদের পাশের বাড়ির প্রতিবেশী মিঃ গ্রিফিন্ এসে বেশ আপত্তিকর ভঙ্গিতে অভিযোগ করলেন, তাঁদের পানির ট্যাঙ্ক ছিদ্র করে ঐ ট্যাঙ্কের সব পানি পার্শ্ববর্তী আমাদের ট্যাঙ্কে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এজন্যে তিনি 'আমাকে' অথবা 'কোনো একজনকে' দায়ী করতে চান। তিনি বললেন, তাঁদের ট্যাঙ্কটি তিনি মেরামত করাবেন এবং এর বিল আমাদের কাছে পাঠিয়ে দেবেন।

২০শে এপ্রিল। কামিংস্ একটি লাঠির ওপর ভর করে খোঁড়াতে খোঁড়াতে বাসায় এসে উপস্থিত হলো। সে বললো, এক সপ্তাহ ধরে সে অসুস্থ হয়ে বিছানায় পড়ে ছিলো। আমার কাছে মনে হলো, সে বাইরে থেকে তার শোবার ঘরের দরজা বন্ধ করতে চেষ্টা করছিলো। কিন্তু এর আগে কখন যে একটি কুকুর বোতলের একটি ছিপি নিয়ে খেলতে খেলতে হঠাৎ তার হাত ফসকিয়ে ছিপিটি ছিটকে এসে দরজার কপাটের ফাঁকে আটকিয়ে গিয়েছিলো, কামিংস্ তা জানতোইনা। ছিপিটি আটকিয়ে থাকার কারণে দরজা বন্ধ করতে তার খুবই কষ্ট হচ্ছিলো। আর তাই সে অতিরিক্ত শক্তি প্রয়োগ করে দরজার হ্যান্ডেল ধরে জোরে টান দিতেই হ্যান্ডেলটি ছুটে তার হাতে চলে আসে। যেহেতু তার শোবার ঘরটি সিঁড়ির ঠিক ওপরেই ছিলো, তাই সে সঙ্গে সঙ্গে পেছন দিকে উল্টিয়ে গিয়ে নিচের তলার মেঝের ওপর চিৎ হয়ে পড়ে যায়।

এই কথা শোনামাত্র লুপিন হঠাৎ লাফ দিয়ে তার বিছানা থেকে উঠে পড়লো এবং শরীরের একপাশ দরজার দিকে ঘুরিয়ে কাত হয়ে হাঁটতে হাঁটতে দ্রুত রুম থেকে বেরিয়ে গেল। কামিংস্‌কে দেখে খুব ক্রুদ্ধ মনে হলো। সে বললো, একজন লোকের পিঠ ভেঙ্গে যাচ্ছে, এ অবস্থায় এ ধরনের কৌতুকের কোনো মানে হয়না। যদিও আমার সন্দেহ হচ্ছিলো লুপিন হয়তো হাসছে, তথাপি আমি কামিংস্‌কে আশ্বস্ত করে বললাম, আসলে লুপিন দৌড়ে বাইরে গেছে দরজা খোলার জন্যে; কারণ ওর এক বন্ধুর আসার কথা। কামিংস্ বললো, এবারেরটা নিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো তাকে বিছানায় পড়ে থাকতে হলো, অথচ আমরা কেউ তার খোঁজ নিলামনা। আমি বললাম, এ ব্যাপারে আমি কিছুই জানতামনা। কামিংস্ বললো, "*বাইসাইকেল নিউজ* পত্রিকায় খবরটি ছাপা হয়েছিলো।"

২২শে এপ্রিল। কিছুদিন ধরে আমি লক্ষ্য করছি, ক্যারী কোনো একটি যন্ত্র দিয়ে প্রায়ই তার নখ ঘষছে, আর সে কী করছে আমি জিজ্ঞেস করলেই জবাব দিচ্ছে, "আমি হাত আর নখের পরিচর্যা করা শিখছি। এটাই বর্তমান সময়ের ফ্যাশন।" আমি বললাম, "আমার বিশ্বাস, মিসেস জেম্‌স তোমার মাথায় এটা ঢুকিয়েছেন।" ক্যারী হাসতে হাসতে জবাব দিলো, "হ্যাঁ, কিন্তু সবাইতো এখন এটা করে।"

আমি চাই, মিসেস জেম্‌স যেন আর এ বাসায় না আসেন। যখনই তিনি আসেন, কিছু-না-কিছু নতুন জঞ্জাল ক্যারীর মাথায় তিনি ঢুকিয়ে দেন। খুব সহসাই তাঁকে আমি বলবো, তাঁর এখানে আসা আমি পছন্দ করিনা। আমি নিশ্চিত, মিসেস

BanglaBook.org

জেমস্‌ই ক্যারীকে গাঢ় স্লেট্‌-পাথর রঙের কাগজের ওপর সাদা কালি দিয়ে লেখার মতলব জুগিয়েছিলেন। যতো সব বাজে চিন্তা-ভাবনা!

২৩শে এপ্রিল। সাউথেন্ড্‌ থেকে মিসেস লুপ্‌কিনের একটি চিঠি পেলাম। তিনি শনিবারের ট্রেন সম্পর্কে আমাদের জানিয়ে লিখেছেন, তিনি আশা করছেন আমরা তাঁর ওখানে থাকবো বলে যে অঙ্গীকার করেছি, তা আমরা পালন করবো। চিঠির শেষে তিনি লিখেছেন, "আপনাদের অবশ্যই আসতে হবে এবং আমার বাড়িতেই থাকতে হবে। আপনারা 'রয়্যালে' থাকলে যে ভাড়া দিতে হতো, আমরা তার অর্ধেকমাত্র চার্জ করবো। তাছাড়া এখানকার দৃশ্যও রয়্যালের মতোই সুন্দর চিঠির ওপরে লেখা ঠিকানার দিকে লক্ষ্য করতেই দেখতে পেলাম লেখা রয়েছেঃ "লুপ্‌কিন্‌স্‌ ফ্যামিলি এ্যান্ড কমার্শিয়াল হোটেল।"

আমি চিঠির জবাব দিলাম। তাতে লিখলাম, আমরা তাঁর 'সাদর আমন্ত্রণকে প্রত্যাখ্যান' করতে বাধ্য হচ্ছি। ক্যারীর মতে কথাটি খুব ব্যাঙ্গাত্মক ও যথাযথ হয়েছে।

ভালো কথা, রাত্রে আমার অপরিচিত কোনো রঙের কাপড় আমি কখনোই কিনিনা। তাই আগেরবার যে রঙের কাপড় আমি কিনেছিলাম, সেই একই রঙের কাপড় কিনে বাগানে পরার জন্যে এড্‌ওয়ার্ড্‌সে নতুন একটি স্যুট তৈরি করতে দিলাম। দোকানের গ্যাসবাতিতে ভালো করে রংটা দেখে নিলাম। দেখে মনে হলো, রংটা অনেকটা হালকা গোলমরিচের গুঁড়া আর লবণের মিশ্রণের রঙের মতো, ওপরে সাদা ডোরাকাটা। আজ সকালে যখন তৈরি-করা স্যুট বাসায় এলো, আমি কাপড়ের রং দেখে আঁতকে উঠলাম। সারাটা স্যুট চক্‌চকে রঙের। সর্বত্রই সবুজের ছড়াছড়ি। এর ওপর উজ্জ্বল হলুদ রঙের ডোরাকাটা।

কোটটি আমি গায়ে দিতে চেষ্টা করলাম। ক্যারীকে ঐসময় ফিকফিক করে হাসতে দেখে খুব বিরক্ত হলাম। সে বললো, "তুমি কোন্‌ রং যেন চেয়েছিলে বললে?"

আমি বললাম, "হালকা গোলমরিচের গুঁড়া আর লবণের মিশ্রণের রং।"

ক্যারী বললো, "দ্যাখো, সত্যি কথাটি যদি শুনতে চাও তাহলে বলি, ওটার রং অনেকটা সরিষার মতো।"

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

পুরনো স্কুলফ্রেন্ড টেডি ফিন্স্ওয়ার্থের সঙ্গে
দেখা হলো। তার আঙ্কেলের বাড়িতে আমরা একটি
আনন্দদায়ক মধ্যাহ্নভোজ উপভোগ করলাম। কিন্তু কেবল
মিঃ ফিন্স্ওয়ার্থের ছবিগুলো সম্পর্কে আমার কয়েকটি
বেফাঁস মন্তব্যের কারণে সব আনন্দ মাটি হয়ে গেল
স্বপ্ন সম্পর্কে আমরা আলোচনা করলাম।

অধ্যায়-১৯

২৭শে এপ্রিল। আজ অন্যদিনের চাইতে কিছুটা বেশি সময় পর্যন্ত অফিসে ছিলাম। যখন তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে আসছিলাম, ঠিক তখনই একজন লোক আমাকে পথ রোধ করে বললো, "হ্যালো, তোমার মুখটা বেশ পরিচিত মনে হচ্ছে।" আমি ভদ্রভাবে জবাব দিলাম, "তা তো হতেই পারে: অনেক লোকই *আমাকে* চেনে যদিও আমি তাদের চিনিনা।" সে জবাব দিলো, "*আমাকে* কিন্তু তুমি চেনো–টেডি ফিন্স্ওয়ার্থ।" সত্যিই আমি তাকে চিনতে পারলাম। সে আমার সঙ্গে একই স্কুলে পড়তো। আমি বহু বছর তাকে দেখিনি। আমি যে তাকে চিনতে পারিনি, এতে অবাক হবার কিছু নেই! স্কুলে সে আমার চেয়ে কমপক্ষে একটি মাথা পরিমাণ লম্বা ছিলো; আর এখন আমি তার চেয়ে কমপক্ষে একটি মাথা পরিমাণ লম্বা। তার মুখে ঘন ও প্রায় সাদা দাড়ি রয়েছে। সে আমাকে একগ্লাস মদ পান করতে জোর করলো, যা আমি কখনোই করিনা। সে জানালো, সে মিড্ল্স্বোরোতে থাকে এবং সেখানে সে একজন ডেপুটি টাউন ক্লার্ক, যা পদমর্যাদায় লন্ডনের টাউন ক্লার্কের সমান তো বটেই, এমনকি তার চেয়েও বড়ো। সে আরো বললো, সে কয়েকদিন লন্ডনে তার আঙ্কেল মিঃ এড্গার পল্ ফিন্স্ওয়ার্থের বাড়িতে থাকবে, যাঁর লন্ডনে 'ওয়াট্নি লজ্' নামে চমৎকার একটি বাড়ি আছে–মাস্ওয়েল হিল স্টেশন থেকে পায়ে হেঁটে গেলে মাত্র কয়েকমিনিটের পথ। সে বললো, তার আঙ্কেল আমাকে দেখে অত্যন্ত খুশি হবেন। আমি তাকে আমাদের ঠিকানা দিয়ে বাসায় ফিরে এলাম।

সন্ধ্যেয় তাকে বাসায় দেখে আমি রীতিমতো অবাক হয়ে গেলাম। মিঃ ফিন্স্ওয়ার্থের লেখা চমৎকার একটি চিঠি নিয়ে আমার সঙ্গে সে দেখা করতে এসেছে। চিঠিতে মিঃ ফিন্স্ওয়ার্থ লিখেছেন, আমরা(ক্যারীসহ) কাল(রোববার) বেলা দুটোয় তাঁদের সঙ্গে লাঞ্চ করলে তিনি খুবই আনন্দিত হবেন। ক্যারীর যাওয়ার

BanglaBook.org

কোনো ইচ্ছেই ছিলোনা; কিন্তু টেডি ফিন্স্ওয়ার্থের চাপে আমরা যেতে রাজি হয়ে গেলাম। ক্যারী সারাহ্কে কসাইয়ের দোকানে পাঠিয়ে দিলো আমাদের ভেড়ার অর্ধেক রানের অর্ডারটি বাতিল করার জন্যে। আগামীকালের জন্যে আমরা এই অর্ডার দিয়েছিলাম।

২৮শে এপ্রিল, রোববার। 'ওয়াট্নি লজ্' যে জায়গাটায় হবে বলে আমরা ধারণা করেছিলাম, বাস্তবে দেখলাম তার চেয়ে বেশ দূরেই এটি অবস্থিত। আমরা যখন এসে পৌঁছুলাম, ঘড়িতে তখন কেবল বেলা দুটো বাজার ঘন্টা শোনা গেল। আমরা বেশ গরম আর অস্বস্তি বোধ করছিলাম। ঠিক ঐসময় ভেড়ার পাল পাহারা-দেয়া বড়ো একটি লোমশ কুকুর আমাদের অভ্যর্থনা জানাতে এসে সামনে ঝাঁপিয়ে পড়লো। উচ্চস্বরে ঘেউ ঘেউ করে লাফ দিয়ে ক্যারীর গায়ের ওপর এসে পড়লো। এতে ক্যারীর এই প্রথমবারের মতো গায়ে-দেয়া হালকা স্কার্টটি কাদায় ভরে গেল। টেডি ফিন্স্ওয়ার্থ বেরিয়ে এসে কুকুরটিকে সরিয়ে দিলো এবং এই দুর্ঘটনার জন্যে দুঃখ প্রকাশ করলো। আমাদেরকে চমৎকারভাবে সাজানো ড্রইং রুমে নিয়ে যাওয়া হলো। সারাটা রুম টুকিটাকি সব আসবাবে ভর্তি। দেয়ালে কিছু প্লেট ঝোলানো। কয়েকটি ছোটছোট কাঠের টুলের ওপর হাতে-আঁকা ছবি বসানো। এছাড়াও সাদা রঙের কাঠের একটি ব্যাঞ্জো চোখে পড়লো, যেটি মিঃ পল্ ফিন্স্ওয়ার্থের একজন ভাগিনেয়ী–অর্থাৎ টেডির কাজিন্ রং করেছিলো।

মিঃ পল্ ফিন্স্ওয়ার্থকে দেখে পরিপূর্ণভাবে একজন বিশিষ্ট চেহারার প্রবীণ ভদ্রলোক বলে মনে হলো। ক্যারীর প্রতি তাঁর বিশেষ মনোযোগ লক্ষ্য করা গেল। দেয়ালে প্রচুর জলরঙের ছবি টাঙানো, যেগুলোর বেশিরভাগই ভারতের বিভিন্ন জায়গার প্রাকৃতিক দৃশ্য নিয়ে আঁকা উজ্জ্বল রঙের ছবি। মিঃ ফিন্স্ওয়ার্থ বললেন, ছবিগুলো 'সিম্জ্'-এর আঁকা। তিনি আরো বললেন, ছবি সম্পর্কে তাঁর তেমন কোনো ধারণাই নেই; তবে একজন বিশেষজ্ঞের কাছ থেকে তিনি জানতে পেরেছেন, ওগুলোর দাম অন্তত কয়েক শ' পাউন্ড হবে, যদিও প্রতিটি ছবি ফ্রেমসহ তিনি মাত্র কয়েক শিলিং দরে পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে কিনেছেন।

খুব সুন্দর ফ্রেমে বাঁধানো হালকা রঙের চকখড়ি দিয়ে আঁকা বড়ো আকারের একটি ছবিও চোখে পড়লো। দেখতে কোনো একটি ধর্মীয় বিষয়ের ছবি বলে মনে হলো। ছবির কারুকাজকরা ফিতা দিয়ে তৈরি কলার দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম, একেবারে সত্যিকারের কলারের মতো দেখতে। কিন্তু দুঃখজনকভাবে ঐসময় আমি ছবিটিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে একটি বেফাঁস মন্তব্য করে বসলাম, চেহারার অভিব্যক্তি থেকে মনে হচ্ছেনা ওর মনে কোনো আনন্দ আছে। মনে হলো, আমি কোথাও যেন আঘাত করলাম। মিঃ ফিন্স্ওয়ার্থ দুঃখের সাথে জবাব দিলেন, "হ্যাঁ, চেহারাটা আঁকা হয়েছিলো ওর মৃত্যুর পর–আমার স্ত্রীর বোন।"

আমি মারাত্মকভাবে বিব্রত বোধ করলাম এবং সদুঃখে অপরাধ স্বীকার করার ভঙ্গিতে মাথা নত করলাম। ফিসফিস করে বললাম, ওঁর অনুভূতিতে আঘাত না

BanglaBook.org

লাগলেই আমি বাঁচি। আমরা দু'জনে কয়েকমিনিট ধরে ছবিটির দিকে তাকিয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে রইলাম। মিঃ ফিন্স্ওয়ার্থ একসময় পকেট থেকে রুমাল বের করে বললেন, "গত গ্রীষ্মে আমাদের বাগানে সে বসেছিলো" কথাটি বলেই প্রচন্ডভাবে তিনি নাক ঝাড়লেন। তাঁকে দেখে খুবই বিচলিত মনে হলো তাই আমি ঘুরে অন্যকিছুর দিকে তাকাতে চেষ্টা করলাম এবং দেখতে উৎফুল্ল এমন একজন রক্তিম চেহারার খড়ের হ্যাট-পরা মাঝবয়েসী ভদ্রলোকের ছবির সামনাসামনি দাঁড়ালাম মিঃ ফিন্স্ওয়ার্থকে আমি বললাম, "এই আমুদে ভদ্রলোকটি কে? জীবনে তার খুব বেশি কষ্ট আছে বলে তো মনে হয়না।" মিঃ ফিন্স্ওয়ার্থ বললেন, "না, তা নেই তিনিও মৃত–আমার ভাই।"

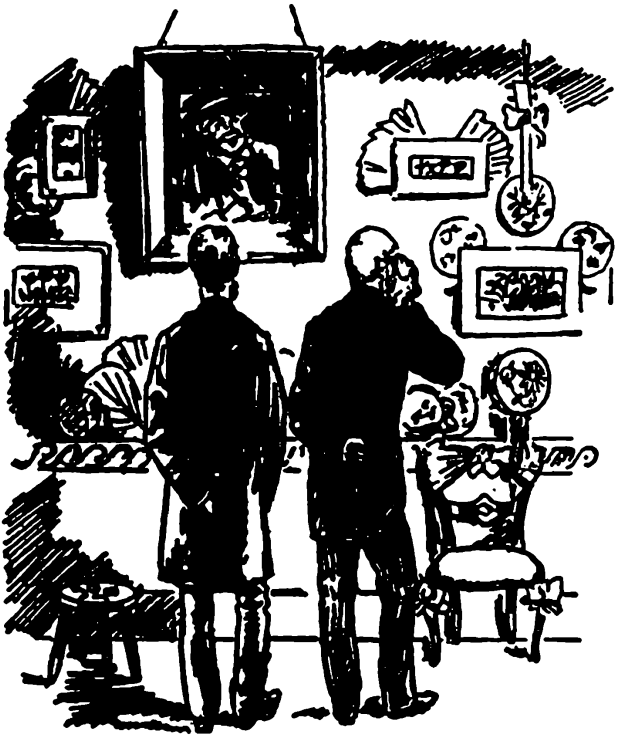

তিনিও মৃত

আমি আমার নিজের বিব্রতকর অবস্থা দেখে একেবারে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়লাম সৌভাগ্যক্রমে ঠিক সেই মুহূর্তে ক্যারী মিসেস ফিন্স্ওয়ার্থকে সঙ্গে নিয়ে রুমে এসে ঢুকলো মিসেস ফিন্স্ওয়ার্থ তাকে ওপরে নিয়ে গিয়েছিলেন তার মস্তকাবরণটি খুলে রেখে স্কার্টটিকে ব্রাশ দিয়ে পরিস্কার করার জন্যে টেডি বললো, "শর্ট দেরি করে ফেললো।" ঠিক সেই মুহূর্তে উল্লেখিত ভদ্রলোক এসে পৌছুলেন এবং তাঁর সঙ্গে

টেডি আমাকে পরিচয় করিয়ে দিলো। টেডি আমাকে বললো, "তুমি কি মিঃ শর্টকে চেনো?" আমি হেসে জবাব দিলাম, আমার সে সৌভাগ্য হয়নি; তবে মিঃ *শর্ট*কে আমার চিনতে এখন আর *লং* টাইম লাগবেনা। আমার এই ছোট্ট কৌতুকটি সে ধরতে পেরেছে বলে দেখে মনে হলোনা, যদিও আমি দু'বার সামান্য হাসির সঙ্গে এর পুনরাবৃত্তি করলাম। হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল, আজ রোববার: এবং মিঃ শর্ট এই কারণেই বোধহয় *খুব সতর্ক*।

এই জায়গাটাতেই আমি ভুল করে ফেললাম। কারণ, লাঞ্চের পর তার কতকগুলো মন্তব্য শুনে মনে হলো, সে মোটেও সতর্ক নয়। আসলে তার একটি মন্তব্য শুনে আমি এমনই লজ্জিত হলাম যে, মিসেস ফিন্স্ওয়ার্থকে আমার একটি আশঙ্কার কথা জানিয়ে আমি বললাম, মিঃ শর্টকে নিয়ে নিশ্চয়ই তাঁকে মাঝে-মধ্যে বেশ বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে হয়। আমাকে অবাক করে দিয়ে তিনি বললেন, "আপনি জানেন না, ওঁকে এ ব্যাপারে বিশেষ অধিকার দেয়া হয়েছে।" প্রকৃতই আমার জানা ছিলোনা: তাই আমি সদুঃখে অপরাধ স্বীকার করার ভঙ্গিতে মাথা নত করলাম। আমার বোধগম্য হলোনা, মিঃ শর্টকে বিশেষ অধিকার দেয়া হবে কেন।

খাওয়ার সময় আরেকটি বিষয় আমার খুব বিরক্তিকর বলে মনে হলো ডাইনিং টেবিলের নিচে ভেড়ার পাল পাহারা-দেয়া বড়ো লোমশ কুকুরটিকে থাকতে দেয়া, যেটি ক্যারীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো। যতোবার আমি পা নাড়িয়েছি, ততোবার কুকুরটি গর্জন করে আমার বুটজুতোকে কামড়ে ধরতে এসেছে। আমার বেশ নার্ভাস লাগছিলো তাই মিসেস ফিন্স্ওয়ার্থকে এ ব্যাপারে বললাম তিনি জবাব দিলেন, "এটাই ওর একমাত্র খেলা।" তিনি লাফ দিয়ে উঠে 'বিব্‌স' নামের ভয়ানক কুৎসিৎ চেহারার একটি স্প্যানিয়েল্ কুকুরকে ঘরে ঢুকতে দিলেন, যেটি দরজায় নখ দিয়ে আঁচড় দিচ্ছিলো এই কুকুরটিকেও আমার বুটজুতোর প্রতি আকৃষ্ট বলে মনে হলো এবং পরে একসময় আমি লক্ষ্য করলাম, আমার জুতোর কালো রঙের সবটুকুই সে চেটে সাফ করে দিয়েছে এ অবস্থায় কারো সামনে যেতে তখন আমার রীতিমতো লজ্জা লাগছিলো আমাকে বলতেই হবে, মিসেস ফিন্স্ওয়ার্থ কারো কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দেয়ার লোক নন্। তিনি বললেন, "কী আর বলবো, আমাদের অতিথিদের সঙ্গে বিব্‌সের এই আচরণ দেখে আমরা অভ্যস্ত।"

মিঃ ফিন্স্ওয়ার্থ কিছু খাঁটি পোর্ট মদ পান করলেন, যদিও আমার প্রশ্ন বিয়ারের সঙ্গে পোর্ট মদ পান করা ঠিক কিনা। কেননা, এতে আমার চোখে কিছুটা ঘুমের ভাব জাগলো, আর মিঃ শর্টকে তার 'বিশেষাধিকারের' সীমা মারাত্মক পর্যায়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করলো। এই এপ্রিলেও এতোখানি ঠান্ডা থাকার কারণে ড্রয়িং রুমে আগুন জ্বালানো ছিলো আমরা এর চারপাশে ইজি চেয়ারের ওপর বসেছিলাম। টেডি আর আমি আমাদের পুরনো স্কুলের দিনগুলোর কথা নিয়ে আলোচনায় মেতে উঠলাম। এতে বাকিরা সবাই ঘুমে ঢলে পড়লো। আমি খুশি হলাম, আমাদের আলোচনা মিঃ শর্টের ওপরেও একই ধরনের প্রভাব ফেলতে *সক্ষম হয়েছে* দেখে।

BanglaBook.org

আমরা বিকেল চারটা পর্যন্ত ওখানে থাকলাম। তারপর পায়ে হেঁটে বাসায় ফিরে এলাম। আসার সময় পথে কয়েকজন মূর্খ লোক আমার পালিশ-ছাড়া বুটজুতোর দিকে তাকিয়ে ফিকফিক করে হাসছিলো। শুধুমাত্র এই কারণেই আমাদের বাসায় ফিরে আসা একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হয়ে রইলো। বাসায় এসে আমি নিজেই জুতোজোড়া পালিশ করলাম। সন্ধ্যেয় গির্জায় গেলাম। কিন্তু ঘুমে চোখ বুঁজে আসছিলো। আমি আর কোনোদিন বিয়ারের সঙ্গে পোর্ট মদ মিশিয়ে পান করবোনা।

২৯শে এপ্রিল। আমার প্রতি লুপিনের অবজ্ঞাপূর্ণ আচরণ দেখতে দেখতে আমি বেশ অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। এমনকি, ক্যারীর ধমক দিয়ে কথা বলাতেও আমি কিছু মনে করিনা। কারণ আমার ধারণা, আমার সঙ্গে এমন আচরণ করার কিছু অধিকার তার রয়েছে কিন্তু একই সঙ্গে স্ত্রী, পুত্র ও আমার উভয় অতিথির অবজ্ঞাপূর্ণ আচরণ সহ্য করা যে খুবই কঠিন, সেটাও আমি উপলব্ধি করি।

গোয়িং ও কামিংস্ সন্ধ্যেয় বাসায় এলো। হঠাৎ আমার কয়েকরাত আগের দেখা একটি অসাধারণ স্বপ্নের কথা মনে পড়ে গেল। আমি স্বপ্নটি তাদের বলবো বলে চিন্তা করলাম স্বপ্নে আমি দেখেছিলাম, একটি দোকানে বরফের বিশাল কয়েকটি চার-কোণা টুকরো রয়েছে এবং তাদের পেছন দিকে চোখ-ধাঁধানো তীব্র আলোর বিচ্ছুরণ ঘটছে আমি দোকানে ঢুকতেই অত্যন্ত প্রবল তাপ অনুভব করলাম। হঠাৎ দেখা গেল, বরফের টুকরোগুলোতে আগুন ধরে গেছে। পুরো ব্যাপারটা একেবারে অতিপ্রাকৃত হওয়া সত্ত্বেও স্বপ্নে এমন বাস্তব মনে হচ্ছিলো যে, ঘুম থেকে জেগে দেখি, আমার সমস্ত শরীর ঠান্ডা ঘামে ভিজে গেছে। লুপিন অত্যন্ত অবজ্ঞার সঙ্গে বললো, "কী সব বাজে বকছো!"

এর জবাব দেয়ার আগেই গোয়িং বললো, অন্যের স্বপ্নের মতো অমন পুরোপুরি নীরস কোনো বিষয় আর হতে পারেনা।

আমি কামিংসের মতামত জানতে চাইলাম। কিন্তু সে বললো, তাকে অন্যদের সাথে একমত হতেই হবে এবং আমার স্বপ্নটি বিশেষভাবে অর্থহীন। আমি বললাম, "কিন্তু আমার কাছে এতো বাস্তব মনে হচ্ছিলো।" গোয়িং জবাব দিলো, "হ্যাঁ, *তোমার* কাছে মনে হতে পারে, কিন্তু *আমাদের* কাছে নয়।" এই কথা শুনে সবাই হো হো করে হেসে উঠলো।

ক্যারী এতোক্ষণ চুপচাপ সবার কথা শুনছিলো সে বললো, 'প্রায় রোজ সকালেই সে তার যতোসব আজগুবি স্বপ্নের কথা আমাকে শোনায়।' আমি জবাব দিলাম, "ঠিক আছে, ডিয়ার, আমি প্রতিজ্ঞা করছি, যতোদিন বেঁচে থাকবো আর কোনোদিন আমার স্বপ্নের কথা তোমাকে বা অন্য কাউকে আমি বলবোনা।" লুপিন বললো, "সাবাস! সাবাস!" এই বলে সে আরেকগ্লাস বিয়ার ঢেলে নিলো। সৌভাগ্যক্রমে আলাপের প্রসঙ্গ হঠাৎ পাল্টিয়ে গেল। কামিংস্ 'ঘোড়া অপেক্ষা বাইসাইকেল শ্রেয়'–এই বিষয়ের ওপর খুবই মজার একটি প্রবন্ধ আমাদের পড়ে শোনালো

BanglaBook.org

মিঃ হার্ড্‌ফার হাট্‌লের সঙ্গে পরিচিত
হওয়ার উদ্দেশ্যে ফ্রাঞ্চিংয়ের বাড়িতে
একটি ডিনার পার্টিতে যোগদান।

অধ্যায়-২০

১০ই মে। পেক্‌হ্যামের মিঃ ফ্রাঞ্চিংয়ের একটি চিঠি পেলাম। আজ সন্ধ্যে সাতটায় আমেরিকান খবরের কাগজের বিশিষ্ট কলামিষ্ট মিঃ হার্ড্‌ফার হাটলের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার উদ্দেশ্যে তাঁর বাড়িতে একটি ডিনার পার্টিতে যোগদান করার জন্যে তিনি আমাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। এতো অল্প সময়ের প্রস্তুতিতে আমাদের আসতে বলায় ফ্রাঞ্চিং তাঁর চিঠিতে দুঃখ প্রকাশ করে বলেছেন, শেষ মুহূর্তে তাঁর দু'জন অতিথি ডিনারে আসতে অপারগতা প্রকাশ করায় তিনি মনে করছেন, তাঁর পুরনো বন্ধু হিসেবে আমরা তাদের শূন্যস্থান পূরণ করতে আপত্তি করবোনা। ক্যারী আমন্ত্রণে যেতে কিছুটা আপত্তি করলো। কিন্তু আমি তাকে বোঝালাম, ফ্রাঞ্চিং অত্যন্ত ধনী ও প্রভাবশালী একজন ব্যক্তি; কাজেই তাঁকে চটানো আমাদের উচিত হবেনা। তাছাড়া ওখানে খাওয়াটাও ভালো হবে, তৃপ্তিভরে একগ্লাস শ্যাম্পেইনও পান করা যাবে। "যা তোমার পেটে কখনোই সহ্য হয়না!"–ক্যারী পাল্টা জবাব দিলো। আমি ক্যারীর কথায় কোনো আমলই দিলামনা। মিঃ ফ্রাঞ্চিং আমাদেরকে বলেছেন টেলিগ্রাম করে তাঁর চিঠির জবাব দিতে। যেহেতু তিনি পোষাক সম্পর্কে কিছুই বলে দেননি, তাই আমি পাল্টা টেলিগ্রাম করলাম, "সানন্দে। পোষাক কি আনুষ্ঠানিক?" আমাদের নাম বাদ দিয়ে শুধুমাত্র বার্তাটি পাঠানোর কাজ ছয় পেন্সের ভেতরেই সেরে ফেললাম।

সাজতে যাতে সময় পাওয়া যায় সেজন্যে আজ সকাল-সকাল আমি বাসায় ফিরে এলাম। আমাদের পাওয়া ফিরতি টেলিগ্রামেই এ কথা বলে দেয়া হয়েছে। আমি চেয়েছিলাম, ক্যারী ফ্রাঞ্চিংয়ের বাড়িতেই আমার সঙ্গে দেখা করুক, কিন্তু সে তাতে রাজি হলোনা। তাই তাকে সঙ্গে নেয়ার জন্যে আমাকে বাসায় আসতে হলো। হলোওয়ে থেকে পেক্‌হ্যাম এতো দূর! মানুষ এতো দূরে বাস করে কেন? যেহেতু পথে বাস বদল করতে হয়, তাই আমরা প্রচুর সময় হাতে নিয়ে রওনা হলাম। আসলে সময়টা একটু বেশিই আমাদের হাতে রয়ে গেছে; কেননা, আমরা যখন পৌঁছুলাম, তখনও ঘড়িতে সাতটা বাজতে বিশ মিনিট বাকি। বাড়ির কাজের ছেলে জানালো, ফ্রাঞ্চিং এইমাত্র পোষাক পাল্টানোর জন্যে ওপরে গেছেন

BanglaBook.org

যাইহোক, ঘড়িতে সাতটার ঘন্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিচে নেমে এলেন। নিশ্চয়ই তাঁকে খুব তাড়াতাড়ি কাপড় পরতে হয়েছে।

আমাকে স্বীকার করতেই হবে, অত্যন্ত মর্যাদাকর একটি পার্টি ছিলো এটি: এবং আমরা ব্যক্তিগতভাবে কাউকে না চিনলেও সবাইকে বেশ বিশিষ্ট ব্যক্তি বলেই মনে হলো। ফ্রাঞ্চিং একজন পেশাদার ওয়েটার যোগাড় করেছিলেন এবং সবকিছু দেখে আমার মনে হলো, পয়সা খরচ করতে তিনি কোনো কার্পণ্য করেননি। টেবিলের ওপর রঙিন কাচের কয়েকটি ছোট ছোট বাতিকে ঘিরে ফুল রাখা হয়েছিলো, যেগুলো অপরূপ সুন্দর দেখাচ্ছিলো মদের আয়োজন ছিলো চমৎকার টেবিল-ভর্তি প্রচুর শ্যাম্পেইন ছিলো এ ব্যাপারে ফ্রাঞ্চিং বললেন, তাঁর নিজের কখনো এ ছাড়া অন্যকিছু মুখে দিতে ইচ্ছে করেনা আমরা সংখ্যায় ছিলাম দশজন, প্রত্যেকের হাতে একটি করে খাবারের তালিকা একজন ভদ্রমহিলা বললেন, তিনি সবসময় খাবারের তালিকাটি সংরক্ষণ করেন এবং এর উল্টোপিঠে আমন্ত্রিত অতিথিদের নিজ-হাতে লেখা তাঁদের নাম সংগ্রহ করেন

আমরা সবাই ঐ ভদ্রমহিলাকে অনুসরণ করলাম, কেবল মিঃ হার্টল্ ছাড়া যতোই হোক, তিনি ছিলেন ঐ অনুষ্ঠানের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অতিথি।

ডিনার পার্টিতে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা হলেনঃ মিঃ ফ্রাঞ্চিং, মিঃ হার্ডফার হার্টল্, মিঃ ও মিসেস স্যামুয়েল হিলবার্টার, মিসেস ফিল্ড, মিঃ ও মিসেস পার্ডিক, মিঃ প্র্যাট্, মিঃ আর, কেন্ট এবং মিঃ ও মিসেস চার্লস পুটার। ফ্রাঞ্চিং বললেন, আমাকে সঙ্গে করে খাওয়ার টেবিলে নিয়ে যাওয়ার মতো কোনো ভদ্রমহিলা তাঁর কাছে নেই বলে তিনি দুঃখিত আমি জবাব দিলাম, থাকলে ভালোই হতো। পরে অবশ্য মনে হলো, কথাটা খুবই অশোভন হয়ে গেছে

ডিনারে আমি মিসেস ফিল্ডের পাশে বসলাম। ভদ্রমহিলাকে দেখে মনে হলো, বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর খুব ভালো জানাশোনা রয়েছে, যদিও কানে খুবই খাটো এতে অবশ্য তেমন কিছু এসে যায়নি, কেননা মিঃ হার্ডফার হার্টল্ই সর্বক্ষণ একচেটিয়াভাবে কথা বলে গেলেন তিনি একজন বিস্ময়কর মনীষী ব্যক্তি, এবং যেসব কথা তিনি বলেন তা অন্য কেউ বললে রীতিমতো ভয়ঙ্কর বলে মনে হবে আমি ভাবতেও পারিনা, তাঁর চমৎকার কথপোকথনের সিকি ভাগ আমি মনে রাখতে পারবো খাবারের তালিকার কার্ডটির ওপর অতি সংক্ষেপে কয়েকটি কথা আমি টুকে রাখলাম।

একটি মন্তব্য আমাকে খুবই নাড়া দিলো। মন্তব্যটি নিঃসন্দেহে জোরালো, যদিও আমার চিন্তাধারার সঙ্গে মোটেও খাপ খায়না। মিসেস পার্ডিক হঠাৎ বলে উঠলেন, "আপনি নিশ্চয়ই গোঁড়া নন, মিঃ হার্টল্।" মিঃ হার্টল্ অদ্ভুত ধরনের এক অভিব্যক্তির সঙ্গে(যা এই মুহূর্তে আমার চোখে ভাসছে) ধীরে ধীরে ও চমৎকারভাবে বললেন, "মিসেস পার্ডিক, 'গোঁড়া' হচ্ছে একটি বাগাড়ম্বরপূর্ণ শব্দ, যার অর্থ রক্ষণশীল কলম্বাস আর স্টিফেনসন যদি গোঁড়া হতো, তাহলে আমেরিকা বা স্টিম ইঞ্জিন

BanglaBook.org

কোনোকিছুরই আবিস্কার হতোনা।" সবাই একেবারে চুপ হয়ে গেল। অবস্থাদৃষ্টে আমার কাছে মনে হলো, এ ধরনের উপদেশ নিঃসন্দেহে বিপজ্জনক। তবুও আমি অনুভব করলাম এবং আমার বিশ্বাস আমরা সবাই একইসঙ্গে অনুভব করলাম, এই যুক্তির কোনো জবাব নেই কিছুক্ষণ পর মিসেস পার্ডিক, যিনি ফ্রাঞ্চিংয়ের বোন এবং অনুষ্ঠানে গৃহকর্ত্রীর ভূমিকাও পালন করছিলেন, টেবিল থেকে উঠে দাঁড়ালেন মিঃ হাট্‌ল তাঁকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "আপনারা ভদ্রমহিলারা কেন এতো তাড়াতাড়ি আপনাদের সঙ্গলাভ করা থেকে আমাদেরকে বঞ্চিত করতে চাচ্ছেন? আমাদের চুরুট শেষ না হওয়া পর্যন্ত থাকুন না কেন?"

এই কথার রোমাঞ্চকর এক প্রভাব লক্ষ্য করা গেল ভদ্রমহিলারা(ক্যারীসহ) তখন আর কিছুতেই মিঃ হাট্‌লের মুগ্ধ করার মতো আকর্ষণীয় সান্নিধ্য থেকে নিজেদেরকে বঞ্চিত করতে রাজি নয় সবার সশব্দ হাসি এবং কারো কারো ঠাট্টার মাঝখানে তারা আবার তাদের নিজ নিজ আসনে বসে পড়লো মিঃ হাট্‌ল বললেন, "খুব ভালো লক্ষণ এখন থেকে আর আপনাদেরকে কেউ কোনোদিন গোঁড়া বলে অপমান করতে পারবেনা মিসেস পার্ডিক, যাঁকে দেখে বুদ্ধিমতী ও বেশ চটপটে মহিলা বলে মনে হলো, বললেন, "মিঃ হাট্‌ল, আমরা আপনার সঙ্গে মাঝ-পথে দেখা করবো-মানে, আপনি যখন আপনার চুরুটের ঠিক অর্ধেকটা শেষ করবেন, তখন ফলাফল যা-ই হোক না কেন, সেটাই হবে নিরাপদ মধ্যপন্থা।"

এই 'নিরাপদ মধ্যপন্থা' শব্দদু'টি তাঁর ওপর যে কী পরিমাণ প্রভাব ফেললো, সেই অভিজ্ঞতার কথা আমি জীবনে কোনোদিন ভুলবোনা তিনি এই শব্দদু'টির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে অসামান্য বুদ্ধিমত্তা ও দুঃসাহসের পরিচয় দিলেন। সুস্পষ্টভাবে আমাকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে তিনি যা বললেন, তা অনেকটা এ রকমঃ "সত্যি, নিরাপদ মধ্যপন্থাই বটে আপনি কি জানেন 'নিরাপদ মধ্যপন্থা' মাত্র দু'টি শব্দ, যার অর্থ 'দুর্বিষহ মাঝামাঝি অবস্থা'? আমার কথা হলো, সবসময় দুটোর একটিকে বেছে নেবেন হয় উৎকৃষ্ট, নাহয় নিকৃষ্ট: বিয়ে করলে করবেন রানীকে, নচেৎ তার রান্নাঘরের সহচরীকে 'নিরাপদ মধ্যপন্থা'র অর্থ শ্রদ্ধালাভের উপযুক্ততা, আর শ্রদ্ধালাভের উপযুক্ততার অর্থ নীরসতা তাই না, মিঃ পুটার?"

ব্যক্তিগতভাবে আমার মতামত জানতে চাওয়ায় আমি এমনভাবে চমকে উঠলাম যে, আমি শুধু আমার অক্ষমতার জন্যে সদুঃখে মাথা নত করে বললাম, আমার ভয় হচ্ছে আমি বোধহয় মতামত দেয়ার উপযুক্ত নই ক্যারী কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলো, কিন্তু তাকে থামিয়ে দেয়া হলো এতে আমি বরং খুশিই হলাম কেননা, সে যুক্তি দিয়ে কথা বলার ব্যাপারে তেমন দক্ষ নয় আসলে মিঃ হাট্‌লের মতো মানুষের সঙ্গে কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে গেলে যেকোনো লোকেরই এ ব্যাপারে বাড়তি কিছু দক্ষতা থাকা প্রয়োজন।

তিনি তাঁর কথা বলেই চললেন। তাঁর বক্তব্যগুলো শোনার বিন্দুমাত্র আগ্রহ কারো ছিলোনা। তথাপি তাঁর বিস্ময়কর বাকপটুতার কারণে তাঁর কথাগুলো

BanglaBook.org

নিঃসন্দেহে সবার কাছে বেশ বিশ্বাসযোগ্য বলেই মনে হলো। তিনি বললেন, "নিরাপদ মধ্যপন্থা কোনো একটি কার্য সম্পাদনের অতি সাধারণ মধ্য-উপায় ছাড়া আর কিছুই নয়। যে ব্যক্তি শ্যাম্পেইন ভালোবাসে, সে যদি এর এক-পাইন্ট পরিমাণকে খুবই সামান্য মনে করে এবং অপরদিকে পুরো একটি বোতলের পরিমাণকে অত্যধিক মনে করে ভয়ে নিরাপদ মধ্যপন্থা হিসেবে এর এক ইম্পেরিয়্যাল পাইন্টকে বেছে নেয়, তাহলে সে কোনোদিনও ব্রুকলিন ব্রিজ কিংবা আইফেল টাওয়ার গড়তে পারবেনা। না, তার কোনো উদ্যম নেই, সে মধ্য-উপায় ছাড়া কিছু বোঝেনা, একেবারেই গতানুগতিক, প্রকৃতপক্ষে যাকে বলা হয় একজন নিরাপদ মধ্যপন্থী জীবনের বাকি দিনগুলো সে কাটাবে শহরের উপকণ্ঠে বিচ্ছিন্ন একটি বাড়িতে, যার সামনে থাকবে সিমেন্টের বিভিন্ন ধরনের প্রলেপ দেয়া স্তম্ভের ওপর ছাদবিশিষ্ট ছোট্ট একটি দহলিজ, দেখে মনে হবে ঠিক যেন চার-পায়া বিশিষ্ট একটি খাট।"

আমরা সবাই হেসে উঠলাম

"এ ধরনের জিনিস," মিঃ হাটল্ বলতে লাগলেন, "মানায় একজন নরম প্রকৃতির মানুষকে, যার আছে নরম দাড়ি, নরম মাথা আর আঁকড়ি দিয়ে আটকানো টাই।"

আমার কাছে মনে হলো, কোনো বিশেষ ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করেই এই কথাগুলো তিনি বললেন দেরাজঅলা আলমারির কাচে দু'বার নিজের চেহারার দিকে তাকালাম কেননা, *আমি* নিজেই আঁকড়ি দিয়ে আটকানো টাই পরে এসেছি আর কেনই বা আমি আঁকড়ি দিয়ে আটকানো টাই পরবোনা? যদি এই মন্তব্যগুলো কোনো বিশেষ ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে বলা না হয়ে থাকে, তবে নিশ্চয়ই কথাগুলো তিনি অসতর্কতাবশত বলেছেন আর তাহলে তাঁর পরবর্তী কয়েকটি মন্তব্যও তিনি অবশ্যই একইভাবে অসতর্কতাবশত করেছেন, যার কারণে মিঃ ফ্রাঞ্চিং এবং তাঁর অতিথিদেরকে নিশ্চয়ই খুব অস্বস্তিবোধ করতে হয়েছে। আমার মনে হয়না মিঃ হাটল্ কাউকে উদ্দেশ্য করে কথাগুলো বলেছেন কেননা, তিনি আরো বললেন, "এ ধরনের লোক এদেশে আছে বলে আমাদের জানা নেই। তবে আমেরিকায় আছে জানি। তাদের প্রতি আমার কোনো অভিরুচিই নেই

ফ্রাঞ্চিং কয়েকবার বললেন টেবিলের চারপাশে মদ পাস্ করার জন্যে কিন্তু মিঃ হাটল্ সে কথায় কোনো কর্ণপাত না করে অনবরত তাঁর কথা বলেই চললেন, যেন তিনি বক্তৃতা দিচ্ছিলেনঃ

"আমেরিকায় আমাদের যে জিনিসটার প্রয়োজন, সেটা হলো বাসস্থান গাড়িতে বসেই আমাদের জীবনের বেশিরভাগ সময় কেটে যায়। আপনার সহজ-সরল শান্ত জীবন এবং একটি বাসস্থান খুবই আনন্দের, মিঃ ফ্রাঞ্চিং। নিজেকে জাহির করা বা নিজে যা নই তাই বলে দাবি করার কোনো ব্যাপার সেখানে নেই। নিজে ঘরে একা বসে যে খাবার আপনি খাচ্ছেন, আমাদেরকে দাওয়াত করেও সেই খাবারই আপনি

BanglaBook.org

খাওয়াচ্ছেন। খাবার পরিবেশনের জন্যে নিজের ব্যক্তিগত এ্যাটেনডেন্টকেই কাজে লাগাচ্ছেন, কোনো ভাড়া-করা ওয়েটার আপনি রাখছেননা

আমি স্পষ্টতই লক্ষ্য করলাম, ফ্রাঞ্চিং এই কথা শুনে লজ্জায় কুঁচকে উঠলেন।

মিঃ হাট্ল্ আবার বলতে শুরু করলেন, "কেবল ছোট্ট একটি ডিনারের আয়োজন করা হচ্ছে, যেখানে স্বল্প সংখ্যক ভালো খাবারের আইটেম থাকছে, যেমনটি আজকের এই সন্ধ্যায় আমরা উপভোগ করছি আপনি আপনার আমন্ত্রিত অতিথিকে বোতলপ্রতি ছয় শিলিং দরে শ্যাম্পেইন কিনে আনার জন্যে মুদি দোকানে পাঠিয়ে অপমান করছেননা

ঠিক এই মুহূর্তে আমি তিন শিলিং পেন্স দরের 'জ্যাকসন ফ্রেইরেস্'-এর কথা না ভেবে পারলাম না!

'গোঁড়া' হচ্ছে আড়ম্বরপূর্ণ কম

"আসলে" বললেন মিঃ হাটল, "যে মানুষ এটা করে, তাকে একজন খুনির চেয়ে সামান্য একটু ভালো বলা যেতে পারে যে পুরুষ ঘরে বসে স্ত্রীর সাথে ডমিনোজ খেলে সন্ধ্যেটা মাটি করে দেয়, সে নিতান্তই একজন নিরীহ প্রকৃতির নির্জীব পুরুষ ছাড়া আর কিছু নয় আমি এই ধরনের লোকের কথা শুনেছি আমরা তাদেরকে এই টেবিলে বসতে দিতে চাইনা আমাদের আজকের এই পার্টিতে যাঁরা এসেছেন, তাঁদেরকে ভালোভাবে বাছাই করে নেয়া হয়েছে যেসব বয়স্ক মহিলা কানে খাটো হওয়ার দরুন বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনার কথা শুনতে পায়না, তাদের প্রতি আমাদের কোনো অভিরুচি নেই

আমাদের সবার চোখ মিসেস ফিল্ডের ওপর গিয়ে পড়লো, যিনি সৌভাগ্যক্রমে কানে খাটো হওয়ায় মিঃ হাটলের মন্তব্য শুনতে না পেয়ে হেসে হেসে মাথা নেড়ে তাঁর কথায় সম্মতি জানাচ্ছিলেন

"এখানে মিঃ ফ্রাঞ্চিংয়ের এই টেবিলে ঐ ধরনের কোনো বয়স্কা মহিলা নেই", মিঃ হাটল্ বললেন, "যিনি জীবনে শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত, যাঁর চিন্তা, কথাবার্তা ও আচার-আচরণ মূর্খতাপূর্ণ এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর নাচের আসরে যাতায়াত করে নিজেকে সমাজের উঁচু শ্রেণীর বাসিন্দা বলে কল্পনা করেন। সমাজ তাঁকে চেনেনা, তাঁর প্রতি সমাজের সামান্যতম কোনো আগ্রহ নেই।"

মিঃ হাটল্ কিছুক্ষণের জন্যে থামলেন। এতে ভদ্রমহিলারা উঠে দাঁড়ানোর সুযোগ পেলেন আমি চুপেচাপে মিঃ ফ্রাঞ্চিংকে বললাম আমাকে যাওয়ার অনুমতি দিতে কেননা, শেষ ট্রেনটি আমরা হাত-ছাড়া করতে চাইনা ক্যারীর কাপড়ের তৈরি ক্রিকেট-ক্যাপটি হারিয়ে যাওয়ায় তখন এই শেষ ট্রেনটিই আমাদের হাত-ছাড়া হওয়ার উপক্রম হয়ে দাঁড়ায় এই ক্যাপটি আমরা কোথাও বাইরে গেলে ক্যারী সবসময় মাথায় দিয়ে যায়।

ক্যারী ও আমি অনেক দেরি করে বাসায় ফিরে এলাম সিটিং-রুমে ঢুকেই আমি বললাম, "ক্যারী, মিঃ হার্ডফার হাটল্‌কে তোমার কেমন লাগলো?" সে শুধু জবাব দিলো, "একেবারে লুপিনের মতো!" আমিও ট্রেনে বসে তাই ভাবছিলাম এই তুলনার কথা ভাবতে ভাবতে অর্ধেকটা রাতই আমি জেগে কাটিয়ে দিলাম মিঃ হাটল অবশ্য তুলনামূলকভাবে বয়স্ক ও অনেক প্রভাবশালী ব্যক্তি তবুও তিনি লুপিনের *মতোই*। এই পর্যায়ে আমি চিন্তা করলাম, লুপিনের বয়স হলে এবং সে অনেক বেশি প্রভাবশালী হলে কী বিপজ্জনকই না সে হবে। কতকগুলো বিষয়ে *অবশ্যই* মিঃ হাটলের সঙ্গে লুপিনের যথেষ্ট মিল আছে, এ কথা ভেবে আমি গর্ববোধ করি মিঃ হাটলের মতো লুপিনের মধ্যেও মৌলিক এবং কখনো কখনো চমৎকার ধারণার অস্তিত্ব দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু তার ধারণাগুলো খুবই বিপজ্জনক তার এই ধারণা মানুষকে চরম পর্যায়ে ধনীতে অথবা চরম পর্যায়ে দরিদ্রতে পরিণত করতে পারে, মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করতে পারে আবার মানুষে মানুষে মিলন ঘটাতে পারে সবসময় আমার মনে হয়, দুনিয়াতে সে-ই সবচেয়ে সুখী যে সাদামাটা ও সহজ-সরল জীবনযাপন করে। আমার বিশ্বাস, আমি সুখী। কারণ আমি উচ্চাকাঙ্ক্ষী নই যেকোনো কারণেই হোক আমার মনে হয়, লুপিন যেহেতু মিঃ পার্কাপের সান্নিধ্যে রয়েছে, অতএব সে নিশ্চয়ই এতোদিনে শান্ত হয়ে তার পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করার জন্যে প্রস্তুত হয়ে গেছে। এটাই আমার সান্ত্বনা

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

লুপিনকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হলো।
আমরা অনেক বড়ো বিপদে পড়ে গেলাম।
অন্য এক জায়গায় ভালো বেতনে আবার
লুপিনের চাকরি হলো

অধ্যায়-২১

১৩ই মে। একটি ভীষণ দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটে গেল লুপিনকে মিঃ পার্কাপের অফিস থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে আমি বলতে পারবোনা কিভাবে আজ আমি আমার ডায়েরি লিখছি গত শনিবার আমি অফিসে ছিলামনা আমার বিশ বছরের চাকরিজীবনে এই প্রথমবার আমি অসুস্থতার কারণে অফিস যেতে পারিনি আমার ধারণা, নিশ্চয়ই কোনো গলদা চিংড়ি থেকে বিষক্রিয়া ঘটেছে নিয়তির কী খেলা, মিঃ পার্কাপ্‌ও সেদিন অফিসে ছিলেননা এরকম একটি পরিস্থিতিতে আমাদের অত্যন্ত দামি একজন কাস্টমার মিঃ ক্রাউবিলন্ সেদিন রেগেমেগে আমাদের অফিসে গিয়ে তাঁর সমস্ত ব্যবসা প্রত্যাহার করে নিয়েছেন আমাদের লুপিন সেসময় শুধু যে তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়ে ধৃষ্টতা দেখিয়েছে তাই নয়, সে গিল্টারসনের ফার্ম 'সন্স এ্যান্ড কোং লিঃ'-এর সঙ্গে তাঁকে ব্যবসা করার পরামর্শও দিয়েছে যদিও ব্যাপারটা আমার নিজের ছেলেকে নিয়ে, তবুও আমার ক্ষুদ্র বিচারে এটা একধরনের বিশ্বাসঘাতকতা বলেই আমার কাছে মনে হচ্ছে

আজ সকালে মিঃ পার্কাপের একটি চিঠি পেলাম লুপিনকে তার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়ার কথা জানিয়ে তিনি আমাকে বেলা এগারোটায় তাঁর সঙ্গে কথা বলার জন্যে চিঠিতে লিখেছেন বুকভরা বেদনা নিয়ে অফিসে গেলাম আমার ভয়, মিঃ পার্কাপের সঙ্গে এ ব্যাপারে আমাকে কথা বলতে হবে, যার সঙ্গে কোনোদিন এরকম কোনো বিষয়ে আমি কথা বলিনি। সকালে লুপিনের চেহারাটি পর্যন্ত দেখা গেলনা। আমার অফিসে যাওয়ার সময় পর্যন্ত সে ঘুম থেকে ওঠেনি ক্যারী বললো, এ সময় ওকে আমার বিরক্ত করা ঠিক হবেনা। অফিসে আমি এমনই অন্যমনস্ক হয়ে থাকলাম যে, ঠিকভাবে আমার কাজটি পর্যন্ত করতে পারলাম না।

যা ভেবেছিলাম, মিঃ পার্কাপ্ আমাকে ডেকে পাঠালেন। অতঃপর আমার যদ্দুর মনে পড়ে, তাঁর সঙ্গে আমার নিচের কথপোকথনটি হলোঃ

মিঃ পার্কাপ্ বললেন, "গুড্ মর্নিং, মিঃ পুটার! এটা একটা খুবই গুরুতর ব্যাপার। আমি আপনার ছেলের চাকরি থেকে বরখাস্ত হওয়ার ব্যাপারে খুব বেশি

BanglaBook.org

কথা বলতে চাইনা। কারণ আমি জানতাম, আগে-পরে এমনটি ঘটবেই। শুধু একটা কথা আমি আপনাকে স্পষ্ট করে বলতে চাই, আর তা হলোঃ *আমিই* এই পুরনো, প্রভাবশালী এবং অত্যন্ত মর্যাদাসম্পন্ন ফার্মের প্রধান কাজেই আমার কাছে যখন মনে হচ্ছে এই ব্যবসার ভেতর একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে হবে, তখন সেই কাজটি আমি নিজেই করবো।"

আমি লক্ষ্য করলাম, আমার মালিক বেশ বিচলিত তাই আমি বললাম, "স্যার, আশা করি আপনি ভাববেন না আমার ছেলের কর্তৃত্বহীন নাক গলানোকে আমি কোনো-না-কোনোভাবে সমর্থন করি।" মিঃ পার্কাপ তাঁর আসন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে আমার হাতটি চেপে ধরে বললেন, "মিঃ পুটার, যেদিন আমি আপনাকে সন্দেহ করবো, সেদিন আমি নিজেকেই সন্দেহ করবো আমি আনন্দে এমনই উত্তেজিত হয়ে পড়লাম যে, তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাতে গিয়ে কী বলবো, আর কী বলবোনা, স্থির করতে না পেরে আর একটু হলে 'গ্র্যান্ড ওল্ড ম্যান' বলে তাঁকে আমি ডেকেই ফেলেছিলাম।"

সৌভাগ্যক্রমে সময়মতো নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে তাঁকে বললাম, তিনি সত্যিই একজন 'গ্র্যান্ড ওল্ড মাস্টার'। আমার আচরণ সম্পর্কে আমি তখন এমনই উদাসীন হয়ে পড়েছিলাম যে, তাঁকে দাঁড় করিয়ে রেখে আমি নিজে চেয়ারে বসে পড়লাম। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে আমি আবার উঠে দাঁড়ালাম কিন্তু মিঃ পার্কাপ্ তখন আমাকে বসতে আদেশ করলেন আমি সানন্দে তাঁর আদেশ পালন করলাম। মিঃ পার্কাপ্ আবার শুরু করলেন, "আপনি নিশ্চয়ই বোঝেন, মিঃ পুটার। আমাদের এই ফার্মের যে সুনাম-সুখ্যাতিপূর্ণ অবস্থান রয়েছে, তাতে আমরা কারো কাছে নতি স্বীকার করতে পারিনা। মিঃ ক্রাউবিলন্ যদি অপেক্ষাকৃত কম অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কারো সঙ্গে ব্যবসা করতে চান, সেক্ষেত্রে আমরা তাঁকে ফিরিয়ে আনার জন্যে তাঁর হাতে-পায়ে ধরতে পারিনা "আপনি কক্ষনো তা করতে *যাবেননা*, স্যার" আমি মিঃ ক্রাউবিলনের আচরণের প্রতি ক্ষোভ দেখিয়ে বললাম "ঠিক বলেছেন" মিঃ পার্কাপ্ জবাব দিলেন, "আমি কক্ষনো তা *করবোনা* আমি শুধু কথাটা ভাবছিলাম, মিঃ পুটার আমার বিশ্বাস, কথাটা আমাদের দু'জনের বাইরে কেউ জানতে পারবেনা। মিঃ ক্রাউবিলন আমাদের অত্যন্ত দামি ক্লায়েন্ট এবং তাঁকে হাত-ছাড়া করার ঝুঁকি আমরা নিতে পারিনা, বিশেষ করে এই সময়ে যখন আমাদের খুব একটা ভালো সময় যাচ্ছেনা। এরকম একটি পরিস্থিতিতে আমার ধারণা, একমাত্র আপনিই পারেন আমাদেরকে সাহায্য করতে।"

আমি জবাব দিলাম, "মিঃ পার্কাপ্, আমি আপনার জন্যে দিনরাত কাজ করে যাবো!"

মিঃ পার্কাপ্ বললেন, "আমি জানি আপনি তা করবেন। তবে এখন আপনাকে কী করতে হবে, শুনুন। আপনি নিজে মিঃ ক্রাউবিলনকে একটি চিঠি লিখবেন। অবশ্য কোনো অবস্থাতেও তাঁকে বুঝতে দেবেননা আপনার চিঠি লেখা সম্পর্কে

BanglaBook.org

ঘুণাক্ষরেও আমি কিছু জানি। এই চিঠিতে তাঁকে বোঝাতে চেষ্টা করবেন, আপনার ছেলেকে কেবলমাত্র একজন কেরানি হিসেবে এখানে নেয়া হয়েছিলো একেবারে অনভিজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও শুধুমাত্র আপনার প্রতি সম্মান দেখিয়েই এই ফার্ম তাকে চাকরি দিয়েছিলো, মিঃ পুটার এবং এটাই হলো বাস্তব সত্য। আমি আপনাকে আপনার ছেলের আচরণ সম্পর্কে কঠোর ভাষায় সমালোচনা করে কোনোকিছু লিখতে বলছিনা: যদিও আমার বলা উচিত, সে আমার ছেলে হলে তার এই অনধিকার নাক গলানোর তীব্র নিন্দা জানিয়ে কোনোকিছু লিখতে আমি একটুও কার্পণ্য করতাম না সেটা আমি আপনার ওপরেই ছেড়ে দিলাম আমার ধারণা, এর ফল দাঁড়াবে এই যে, মিঃ ক্রাউবিলন বুঝতে পারবেন কতো মারাত্মক ভুল তিনি করেছেন আমাদের কাছ থেকে তাঁর ব্যবসা প্রত্যাহার করে নিয়ে এবং আমাদের ফার্মও কী মর্যাদায় কী অর্থে--কোনো দিক দিয়েও আর ক্ষতিগ্রস্ত হবেনা

আমি না ভেবে পারলাম না, কী মহৎ ও অমায়িক ব্যক্তি এই মিঃ পার্কাস তাঁর আচার-আচরণ ও কথা বলার ভঙ্গি দেখে যে-কেউ শ্রদ্ধায় শিহরিত হয়ে উঠবে।

আমি বললাম, "আপনি কি চিঠিটি পাঠানোর আগে একবার দেখবেন?"

মিঃ পার্কাস বললেন, "না! আমার না দেখাই ভালো। আমার তো এ ব্যাপারে কিছু জানারই কথা নয় তাছাড়া আপনার ওপর আমার পুরো আস্থা রয়েছে চিঠিটি একটু সতর্কতার সাথে আপনাকে লিখতে হবে আমাদের এখন তেমন কোনো ব্যস্ততা নেই কাজেই আপনি বরং কালকের পুরো সকালটাই এ ব্যাপারে কাজে লাগান, ইচ্ছে করলে পুরো দিনটিও আপনি নিতে পারেন। আমি নিজে কাল পুরো দিনই এখানে থাকবো, প্রকৃতপক্ষে পুরো সপ্তাহই বলতে পারেন, যদি ঘটনাচক্রে মিঃ ক্রাউবিলন আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেই পড়েন

আমি বেশ প্রফুল্ল মনে বাসায় ফিরে এলাম সারাহকে বলে রাখলাম, সন্ধ্যেয় গোয়িং, কামিংস কিংবা অন্য যে-কেউ বাসায় আসুক না কেন, কারো সঙ্গে আমি দেখা করতে পারবোনা লুপিন মাথায় একটি নতুন হ্যাট পরে কিছুক্ষণের জন্যে পার্লারে এসে আমাকে জিজ্ঞেস করলো, নতুন হ্যাটে তাকে কেমন দেখাচ্ছে। আমি বললাম, এ ব্যাপারে মতামত দেয়ার মতো মনের অবস্থা এখন আমার নেই এবং জানালাম, তার বর্তমান অবস্থায় নতুন হ্যাট কেনার কথা আমি ভাবতেই পারিনা। লুপিন অসতর্কভাবে জবাব দিলো, "এটা আমি কিনিনি, উপহার হিসেবে পেয়েছি।"

বর্তমানে লুপিনের ওপর আমার এমন ভয়ঙ্কর অবিশ্বাস জন্মে গেছে যে, তাকে কোনো প্রশ্নই জিজ্ঞেস করতে আমার ইচ্ছে করেনা। ওর জবাবগুলোকে আমি খুবই ভয় পাই। যাইহোক, সে নিজেই এই সমস্যা থেকে আমাকে উদ্ধার করলো।

সে বললো, "একজন বন্ধুর সঙ্গে আজ আমার দেখা হয়ে গেল। পুরনো বন্ধু। প্রথমটায় তাকে আমি বন্ধু বলে ভাবতেই পারিনি, পরে অবশ্য আমার মনে হয়েছে, ওটা ঠিকই আছে। কেননা, সে বিচক্ষণতার সাথে আমাকে বললো, প্রেম ও যুদ্ধে কোনো কাজই দোষের নয়, কাজেই আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব না থাকার কোনো

BanglaBook.org

কারণই থাকতে পারেনা। সে বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষ, হাসিখুশি প্রকৃতির একজন লোক। তোমার সেই অহঙ্কারী বুদ্ধু পার্কাপের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।"

আমি বললাম, "চুপ কর, লুপিন! কাটা ঘায়ে আর নুনের ছিটা দিয়োনা

লুপিন বললো, "কাটা ঘা বলতে তুমি কী বোঝাতে চাচ্ছো? আমি আবারও বলছি, আমার কারণে কারো কাটা ঘায়ের সৃষ্টি হয়নি। ক্রাউবিলন একটি নিষ্ক্রিয়, পুরনো সেকেলে ফার্মের সাথে ব্যবসা করতে করতে একেবারে হাঁপিয়ে উঠেছিলেন। আর তাই তিনি নিজ থেকেই তাঁর ব্যবসা প্রত্যাহার করেছেন আমি শুধু তাঁকে একটি নতুন ফার্মের নাম বলেছি আর সেটা শুধুমাত্র একজন মানুষকে ভালো পরামর্শ দেয়ার খাতিরেই, যেটাকে নিঃসন্দেহে একটি গুড় ওল্ড বিজ বলা যায়!"

আমি শান্তভাবে বললাম, "আমি তোমার অপশব্দের অর্থ বুঝিনা, আর এ বয়সে তা শেখার আগ্রহও নেই কাজেই বাবা, এসো, আমরা বরং অন্য প্রসঙ্গ নিয়ে আলাপ করি যদি তুমি চাও, তাহলে তোমার নতুন হ্যাটের এ্যাড়ভেঞ্চার নিয়েই আমরা আলাপ করতে পারি।"

লুপিন বললো, "এ প্রসঙ্গে আর আমার তেমন কিছু বলার নেই শুধুমাত্র এটুকুই বলতে পারি, তার বিয়ের পর থেকে একটিবারও তার সঙ্গে আমার আর দেখা হয়নি সে বললো, আমার সঙ্গে দেখা হওয়ায় সে খুব খুশি এবং আমাকে আবার সে বন্ধু হিসেবে পেতে চায়। বন্ধুত্বকে শক্তিশালী করতে আমি তাকে একটি ড্রিঙ্ক উপহার দিয়েছি, আর সে আমাকে উপহার দিয়েছে তার নিজের একটি নতুন হ্যাট

আমি বেশ ক্লান্তির সঙ্গে বললাম, "কিন্তু তুমি তো তোমার নতুন বন্ধুর নামই এখনো বলোনি?"

লুপিন অন্যমনস্কতার ভান করে বললো, "ও তাই বুঝি? ঠিক আছে, আমি বলছি, ওর নাম *মারে পশ*

১৪ই মে। লুপিন আজ সকালে দেরি করে নিচে নেমে এলো সারাটা সকাল আমাকে বাসায় দেখে সে এর কারণ জানতে চাইলো ক্যারী ও আমি আগেই চিন্তা করেছিলাম, মিঃ ক্রাউবিলনের কাছে আমার চিঠি লেখার কথা ওকে না বলাই ভালো তাই আমি প্রশ্নটি কৌশলে এড়িয়ে গেলাম

লুপিন বাইরে গেল। বলে গেল, সে মারে পশের সঙ্গে শহরে লাঞ্চ করতে যাচ্ছে। আমি বললাম, আমার মনে হচ্ছে মারে পশ ওকে একটি চাকরি দেবে। লুপিন হাসতে হাসতে বাইরে গেল। যেতে যেতে বললো, পশের একদরের হ্যাট *মাথায় দিতে* আমার কোনো আপত্তি নেই, তবে তা *বিক্রি করতে* আমি কোনোদিন যাবোনা।" বেচারি লুপিন, আমার ভয় হচ্ছে, সে বোধহয় একেবারেই নিরাশ হয়ে পড়েছে।

মিঃ ক্রাউবিলনের কাছে চিঠি লিখতে পুরো একটি দিনই প্রায় আমার লেগে গেল। দু'একবার আমি ক্যারীর কাছে পরামর্শ চেয়েছি। যদিও ব্যাপারটা

BanglaBook.org

অকৃতজ্ঞতার পর্যায়ে পড়ে, তথাপি আমাকে বলতে হচ্ছে, তার একটি পরামর্শও মূল প্রসঙ্গের সাথে সম্পর্কযুক্ত তো ছিলোইনা, বরং দু'একটি ছিলো একেবারেই বোকার মতো। অবশ্য আমি তাকে তা বলিনি। চিঠিটি লেখা শেষ করে মিঃ পার্কাপ্‌কে দেখানোর জন্যে অফিসে নিয়ে গেলাম। কিন্তু আবারও তিনি বললেন, তিনি আমাকে বিশ্বাস করেন।

সন্ধ্যেয় গোয়িং বাসায় এলো। ওকে লুপিন আর মিঃ পার্কাপের ব্যাপারটা আমাকে বলতেই হলো। কিন্তু তার লুপিনের পক্ষ নিয়ে কথা বলার প্রবণতা দেখে আমি অবাক না হয়ে পারলামনা। ক্যারীও তার সঙ্গে যোগ দিয়ে আমাকে বললো, তার ধারণা, আমি ব্যাপারটাকে নিয়ে অত্যধিক চিন্তা করে অযথাই বিষন্নতায় ভুগছি গোয়িং 'ম্যাডেইরা'র একটি এক-পাইন্টের বোতল বের করে বললো, ওটা তাকে নমুনা হিসেবে দেয়া হয়েছে, যা পান করলে বিষন্নতা দূর হয়ে যায়। আমি অনুমান করলাম, পরিমাণে আরো বেশি হলে হয়তো এতে বিষন্নতা দূর হতো। কিন্তু গোয়িংয়ের পরপর তিন গ্লাস পান করার পর ক্যারী ও আমার জন্যে বিষন্নতা দূর করার মতো খুব বেশি আর অবশিষ্ট রইলোনা।

১৬ই মে। ভীষণ দুশ্চিন্তার একটি দিন। যেকোনো মুহূর্তে মিঃ ক্রাউবিলনের কাছ থেকে আমার চিঠির জবাব এসে যেতে পারে। সন্ধ্যেয় ডার্কপিয়ন এসে দুটো চিঠি দিয়ে গেল। একটি আমার জন্যে, যেটির খামের পেছনে বড়ো সোনালী ও লাল রঙের ছাপার অক্ষরে লেখা ছিলো 'ক্রাউবিলন্ হল্' এবং অপরটি লুপিনের জন্যে, যেটি খুলে দেখতে আমার খুবই ইচ্ছে করছিলো, কেননা এর খামের পেছনে লেখা ছিলো 'গিল্টারসন্, সন্স্ এ্যান্ড কোং লিমিটেড'। এই ফার্মের কথাই লুপিন মিঃ ক্রাউবিলনকে বলেছিলো মিঃ ক্রাউবিলনের চিঠি খুলে আমি শিউরে উঠলাম। আমি তাঁকে ষোলো পৃষ্ঠা লিখেছি, লাইনের মাঝখানে কোনো ফাঁক না রেখে আর তিনি আমাকে ষোলোটা লাইনও লেখেননি

তিনি লিখেছেনঃ "মহোদয়, আমি আপনার সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে ভিন্নমত পোষণ করছি আপনার পুত্র আমার সঙ্গে পাঁচ মিনিটের আলাপে যে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছে, আপনাদের ফার্ম গত পাঁচ বছরে তা দেখাতে ব্যর্থ হয়েছে আপনার বিশ্বস্ত, গিলবার্ট ই. গিলাম ও. ক্রাউবিলন্।"

আমি এখন কী করবো? এটি এমন একটি চিঠি, যা মিঃ পার্কাপ্‌কে দেখানোর সাহস আমার নেই, আবার লুপিনকেও কিছুতেই আমি দেখাতে পারবোনা। এর মধ্যে আবার নতুন একটি সঙ্কটও দেখা দিলো। লুপিন এসে তার চিঠি খুলে আমাকে ২৫ পাউন্ডের একটি চেক্ দেখালো মিঃ ক্রাউবিলনের কাছে ফার্মের পক্ষে সুপারিশ করার কমিশন হিসেবে তাকে এই অর্থ দেয়া হয়েছে। এ থেকে স্পষ্টতই বোঝা গেল, মিঃ ক্রাউবিলনের ব্যবসা চিরদিনের মতো মিঃ পার্কাপের হাত-ছাড়া হয়ে গেছে কামিংস্ ও গোয়িং উভয়েই বাসায় এলো এবং তারা দু'জনেই লুপিনের পক্ষ নিয়ে কথা বলতে শুরু করলো। কামিংস্ এদ্দুর পর্যন্ত বলে ফেললো যে, লুপিন

BanglaBook.org

ভবিষ্যতে খুব নাম করবে। আমার মনে হয়, আমি তখন খুবই হতাশাগ্রস্ত ছিলাম। কেননা, তার কথার জবাবে শুধু বললাম, "হ্যাঁ, কিন্তু কী ধরনের নাম?"

১৬ই মে। আমি মিঃ পার্কাপ্‌কে চিঠির বিষয়বস্তু জানালাম, তবে একটু পরিবর্তন করে। তিনি বললেন, "আশা করি, কাউকে এটা বলবেন না। ব্যাপারটা চূড়ান্তভাবেই শেষ হয়ে গেছে। আপনার ছেলে নিজেই এর শাস্তি পাবে।" আমি লুপিনের হতাশাজনক ভবিষ্যতের কথা ভাবতে ভাবতে সন্ধ্যেয় বাসায় ফিরে এলাম। বাসায় এসে লুপিনকে সান্ধ্যকালীন আনুষ্ঠানিক পোষাকে বাঁধ-ভাঙ্গা উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত দেখা গেল সে আমার পড়ার জন্যে টেবিলের ওপর একটি চিঠি ছুঁড়ে দিলো

আমি প্রচন্ড বিস্ময়ের সাথে চিঠিটি পড়লাম। গিল্টারসন্ এ্যান্ড্ সন্স্ লুপিনকে বাৎসরিক ২০০ পাউন্ড বেতনে পুরোপুরি চাকরিতে নিয়োগ করেছে। সঙ্গে অন্যান্য সুবিধাদিও রয়েছে। আমি চিঠিটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তিনবার পড়লাম এবং ভাবলাম, এটা নিশ্চয়ই আমার জন্যে হবে। কিন্তু ওতে পরিস্কার লেখা -লুপিন পুটার আমি কোনো কথা বললাম না। লুপিন বললো, "পার্কাপের সাধ এখন মিটলো তো? আমার পরামর্শ নাও বাবা, পার্কাপ্‌কে ছেড়ে গিল্টারসন্‌কে শক্ত করে ধরো ওটা আগামী দিনের ফার্ম আর পার্কাপের ফার্ম? যেন নিশ্চল মূর্তি বছরের পর বছর স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, এখন পেছনের দিকে যাচ্ছে। আমি চাকরিটা *চালিয়ে যেতে* চাই। ও হ্যাঁ, এখন আমাকে যেতে হবে। কেননা, আজ রাতে মারে পশ্‌দের সাথে আমার ডিনার খাওয়ার কথা।"

সে চলে যাওয়ার সময় উচ্ছ্বাসের প্রাচুর্যে তার হ্যাট্‌টিকে হাতের ছড়ি দিয়ে আঘাত করলো, জোরে 'উ-উ-প্' বলে চিৎকার করে একটি চেয়ারের ওপর দিয়ে লাফ মারলো এবং আমার মাথার চুলগুলোকে কোনোপ্রকার অনুমতি ছাড়াই সারাটা কপাল জুড়ে এলিয়ে দিয়ে দ্রুত রুম থেকে বেরিয়ে গেল। তার বয়সের কথা এবং বাবার প্রতি তার যে সম্মান দেখানো দরকার সে বিষয়টা তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়ার কোনো সুযোগই সে আমাকে দিলোনা। গোয়িং ও কামিংস্ সন্ধ্যেয় বাসায় এলো এবং লুপিনের ব্যাপারে আমাকে সুস্পষ্টভাবে অভিনন্দন জানিয়ে উৎসাহিত করলো

গোয়িং বললো, "আমি সবসময় বলেছি, সে উন্নতি করবে আমার কথা বিশ্বাস করো, আমাদের তিনজনের মাথার ঘিলুকে একত্র করলে ওর একার ঘিলুর সমান হবে

ক্যারী বললো, "সে দ্বিতীয় হার্ড্‌ফার হাট্‌ল্।"

BanglaBook.org

মাস্টার পার্সি এড্‌গার স্মিথ্‌ জেম্‌স। মিসেস জেম্‌স (সাটনের) আবার আমাদের বাসায় বেড়াতে এলেন এবং 'অধ্যাত্ম-বৈঠক' চালু করলেন।

অধ্যায়-২২

২৬শে মে, রোববার। আমরা মধ্যাহ্নভোজ সেরে সাটন্‌ গেলাম মিঃ ও মিসেস জেম্‌সের সঙ্গে বিকেলের চা-নাস্তা খাবো বলে। বেলা দুটোয় লাঞ্চ্‌ করার কারণে আমার খাওয়ার তেমন কোনো প্রবৃত্তিই ছিলোনা। তার ওপর ওদের একমাত্র শিশুপুত্র পার্সির কারণে আমাদের পুরোটা সন্ধ্যেই মাটি হয়ে গেল। বাবা-মায়ের অত্যধিক আদরে ছেলেটার স্বভাব একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে বলে তার আচরণ দেখে আমার মনে হলো

দু'-তিনবার সে আমার দিকে এগিয়ে এসে ইচ্ছেকৃতভাবে আমার পা দুটোতে লাথি মারলো। একবার এমনভাবে সে আমাকে ব্যথা দিলো যে, আমার চোখ দিয়ে রীতিমতো পানি চলে এলো আমি তাকে শান্তভাবে বললাম দুষ্টামি না করতে। এতে মিসেস জেম্‌স বললেন, "প্লিজ্‌, ওকে বকবেন না। ছোট বাচ্চাদের প্রতি কঠোরতায় আমি বিশ্বাস করিনা ওতে তাদের স্বভাব নষ্ট হয়ে যায়।"

ছোট্ট পার্সি একসময় কান-ফাটা আওয়াজ করে কাঁদতে শুরু করলো যেই ক্যারী তাকে থামাতে চেষ্টা করতে গেল, আর অমনি সে ক্যারীর গালে একটি চড় বসিয়ে দিলো।

আমি তার ওপর এতোই বিরক্ত হলাম যে, মিসেস জেম্‌সকে বললাম, "ওভাবে শিশুদের মানুষ করার পক্ষপাতী আমি নই, মিসেস জেম্‌স।"

মিসেস জেম্‌স বললেন, "দেখুন, শিশুদের মানুষ করার ব্যাপারে একেকজনের পদ্ধতি একেকরকম আপনার ছেলে লুপিনের কথাই ধরুন তাকেও তো উৎকর্ষের মাপকাঠি বলে ধরে নেয়া যায়না

জনৈক মিঃ মেজিনি(একজন ইটালিয়ান বলে আমার মনে হলো) পার্সিকে কোলে নিলেন। সঙ্গে সঙ্গে শিশুটি মোচড় দিয়ে ও লাথি মেরে মিঃ মেজিনির কোল থেকে মুক্ত হয়ে তাঁকে বললো, "তোমাকে আমি পছন্দ করিনা। তোমার মুখ কুৎসিৎ

মিঃ বার্কস্‌ স্পুনার নামের একজন চমৎকার ভদ্রলোক শিশুটির হাতের কব্জিতে ধরে আদর করে বললেন, "এখানে এসো বাবা, এতে কেমন শব্দ হচ্ছে শোনো।"

BanglaBook.org

সে টান দিয়ে তার হাতের ঘড়িটি চেইন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিলো এবং এতে ঘড়ির কাঁটা ঘুরে ছয়টার ঘরে গিয়ে পৌঁছালো।

আমরা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়লাম যখন সে তার হাত থেকে ঘড়িটি ছিনিয়ে নিলো এবং একটি বলের মতো ঘড়িটিকে মেঝেতে ছুঁড়ে মারলো।

মিঃ বার্কস স্পুনার অত্যন্ত অমায়িক একজন ব্যক্তি। তিনি বললেন, এর জন্যে নতুন একটি কাচ তিনি সহজেই পেয়ে যাবেন, আর ঘড়িটির ভেতরে কোনোকিছু নষ্ট হয়নি বলেই তাঁর ধারণা।

মানুষে মানুষে মতের কেমন পার্থক্য হয়, তার একটি উদাহরণ দিচ্ছি ক্যারী বললো, শিশুটি বদ মেজাজি ঠিকই, তবে তার এই খুঁত সে তার চেহারা দিয়েই ঢেকে দিয়েছে কেননা, তার মতে, সে যে একটি সুন্দর শিশু, তাতে কোনো সন্দেহ নেই

আমার ধারণা ভুল হতে পারে তবে আমার জীবনে এর চেয়ে কুৎসিৎ কোনো শিশু আমি কখনো দেখেছি বলে আমার মনে পড়েনা অবশ্য এটা একান্তই *আমার* ব্যক্তিগত ধারণা

মাস্টার পার্সি এডগার জেমস

৩০শে মে। আমি জানিনা কেন এমন হয় আমাদের বাসায় সাটনের মিসেস জেমসের বেড়াতে আসাটাকে আমি কখনোই আনন্দের সাথে প্রত্যাশা করতে পারিনা তিনি আবার আসছেন কয়েকদিন আমাদের বাসায় থাকবেন বলে আজ সকালে বাইরে যাওয়ার সময় আমি ক্যারীকে বললাম, "ডিয়ার ক্যারী, মিসেস জেমসকে আমি যতোখানি পছন্দ করি তার চেয়ে যদি তাকে একটু বেশি পছন্দ করতে পারতাম

ক্যারী বললো, "আমিও তাই ভাবি। কিন্তু দ্যাখো, আমি বহু বছরযাবৎ মিঃ গোয়িংয়ের মতো একজন অমার্জিত লোককে সহ্য করে চলেছি। মিঃ কামিংস্ আমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল বটে, কিন্তু একেবারে নীরস। তাকেও আমি সহ্য করে যাচ্ছি। কাজেই আমি নিশ্চিত, ডিয়ার, মাঝেমধ্যে মিসেস জেম্সের বেড়াতে আসায় তুমি কিছু মনে করবেনা। ভদ্রমহিলার একটি আঙ্গুলে যে বোধশক্তি আছে, তোমার উভয় বন্ধুর সারা শরীরে তা নেই।"

আমি আমার দুই ঘনিষ্ট বন্ধুর ওপর এই প্রচন্ড আক্রমণে এমনভাবে হতচকিত হলাম যে, একটি কথাও আর বলতে পারলাম না। ঠিক সেই মুহূর্তে আমার বাস এসে পড়ার শব্দ শুনে খুব তাড়াতাড়ি করে ক্যারীকে একটি চুমু খেলাম একটু বেশি তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে আমার ওপরের ঠোঁটটি ক্যারীর দাঁতে লেগে সামান্য কেটে গেল। পরে প্রায় ঘন্টাখানেক ঠোঁটটি খুব ব্যথা করেছে। সন্ধ্যেয় যখন বাসায় ফিরে এলাম, দেখলাম ক্যারী স্পিরিচুয়ালিজমের ওপর ফ্লোরেন্স সিঙ্গলেইটের লেখা *দেয়ার ইজ্ নো বার্থ* বইখানি খুব মনোযোগের সাথে পড়ছে বলার অপেক্ষা রাখেনা, বইটি সাটনের মিসেস জেম্স ক্যারীর কাছে পাঠিয়েছেন পড়ার জন্যে যেহেতু সে একটি কথাও আমার সঙ্গে না বলে খুবই মনোযোগের সঙ্গে বই পড়ছিলো, আমি সিঁড়ির কার্পেটগুলোকে মেরামত করে বাকি সন্ধ্যেটা পার করে দিলাম এগুলোর দুই পাশ ক্ষয় হয়ে যাওয়ার লক্ষণ দেখা দিতে শুরু করেছিলো

মিসেস জেম্স এসে পৌঁছে গেলেন এবং যথারীতি সন্ধ্যে নাগাদ সবকিছুর পুরো ব্যবস্থাপনা নিজের হস্তগত করে নিলেন তাঁকে ও ক্যারীকে অধ্যাত্ম-বৈঠকের জন্যে টেবিল উল্টানোর আয়োজন করতে দেখে আমি চিন্তা করলাম, এটাই উপযুক্ত সময় ওদের বাধা দেয়ার এ ধরনের নির্বোধ আচরণকে আমি চিরকাল সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করে এসেছি। বহু বছর আগে আমাদের পুরনো বাসায় ক্যারী যখন প্রত্যেক রাতেই বেচারি মিসেস ফাস্টার্সের (যিনি বর্তমানে মৃত) সঙ্গে অধ্যাত্ম-বৈঠক করতো, তখনই আমি এসব একেবারে বন্ধ করে দিয়েছিলাম যদি এর ভেতর কোনো উপকারিতা দেখতে পেতাম, তাহলে অবশ্য আমি কিছু বলতাম না যেহেতু আমি অতীতে এসব বন্ধ করে দিয়েছি, কাজেই আজও এসব করতে দেবোনা

আমি বললাম, "আমি খুবই দুঃখিত, মিসেস জেম্স আজ সন্ধ্যেয় আমার পুরনো বন্ধুদের এখানে বেড়াতে আসার কথা তাছাড়া এসব জিনিস আমি একদম পছন্দ করিনা।"

মিসেস জেম্স বললেন, "তাহলে কি আপনি এটাই বলতে চাচ্ছেন যে, *দেয়ার ইজ্ নো বার্থ* বইখানি আপনি পড়েননি?" আমি বললাম, "না, এবং আমার পড়ার ইচ্ছেও নেই।" মিসেস জেম্সকে দেখে বিস্মিত মনে হলো। তিনি বললেন, "সারা দুনিয়া বইটির জন্যে পাগল হয়ে আছে।" আমি বেশ চালাকির সঙ্গে জবাব দিলাম,"হতে দিন। এদের ভেতর অন্তত একজন সুস্থমস্তিষ্ক লোক থাকবেই, তার ফলাফল যা-ই হোক না কেন

BanglaBook.org

মিসেস জেম্‌স বললেন, তাঁর ধারণা আমি খুবই নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক এবং সবাই যদি আমার মতো কোনো বিষয় সম্পর্কে সঠিকভাবে না জেনে কথা বলতো, তাহলে কোনোদিনই টেলিগ্রাফ বা টেলিফোনের আবিস্কার হতোনা।

আমি বললাম, ওটা একেবারেই আলাদা কথা।

মিসেস জেম্‌স পাল্টা প্রশ্ন করলেন, "কোনদিক দিয়ে? বলুন, কোনদিক দিয়ে?"

আমি বললাম "অনেক দিক দিয়ে।"

মিসেস জেম্‌স বললেন, "ঠিক আছে, *একটি* দিকের কথা বলুন।"

আমি শান্তভাবে জবাব দিলাম, "মাফ করবেন, মিসেস জেম্‌স: এ ব্যাপারে আমি কথা বলতে চাচ্ছিনা। এসব বিষয়ে আমি মোটেও আগ্রহী নই।"

ঠিক সেই মুহূর্তে সারাহ্ দরজা খুলে কামিংস্‌কে ভেতরে আসতে সাহায্য করলো। এজন্যে আমি ওর প্রতি কৃতজ্ঞ। কারণ আমি ধারণা করলাম, এবার অন্তত ওদের নির্বোধ টেবিল-উল্টানো বন্ধ হবে। কিন্তু আমার ধারণা পুরোপুরি ভুল প্রমাণিত হলো কেননা, বিষয়টি সম্পর্কে আবার আলোচনা শুরু হতেই কামিংস্ বললো, সে স্পিরিচুয়ালিজমের ব্যাপারে খুবই আগ্রহী, যদিও সে স্বীকার করে, এতে তার তেমন একটা বিশ্বাস নেই তা সত্ত্বেও সে ব্যাপারটা ভালো করে বুঝতে চায়।

আমি এতে অংশ নিতে দৃঢ়ভাবে অস্বীকৃতি জানালাম এর ফল দাঁড়ালো এই যে, আমার উপস্থিতিকে উপেক্ষা করা হলো। আমি তিনজনকে পার্লারের ভেতর ড্রইংরুম থেকে নেয়া ছোট্ট একটি গোল টেবিলের পাশে বসিয়ে রেখে রুম থেকে বেরিয়ে এলাম একটু পায়চারি করার উদ্দেশ্যে হলঘরে প্রবেশ করতে গিয়ে যেই আমি দরজা খুলেছি, আর অমনি যে লোকটি ভেতরে এসে প্রবেশ করলো সে আর কেউ নয়, গোয়িং!

ভেতরে কী হচ্ছে শুনে সে প্রস্তাব দিলো, আমরা ঐ তিনজনের সঙ্গে টেবিলের চারপাশে গিয়ে বৃত্তাকারে বসবো আর ঐসময় সে নিজে ঘুমের মতো অবস্থায় বসে থাকবে সে আরো বললো, সে কামিংস সম্পর্কে কতকগুলো জিনিস *জানে*, আর মিসেস জেম্‌স সম্পর্কে *বানিয়ে বানিয়ে* বেশ কিছু কথা সে বলতে পারবে। যেহেতু আমি জানি কতো বিপজ্জনক লোক এই গোয়িং, তাই তাকে এ ধরনের নির্বোধ কাজ করতে আমি দিলাম না। সারাহ্ আধঘন্টার জন্যে বাইরে যেতে চাইলো। আমি গোয়িংকে নিয়ে ঠান্ডা ড্রয়িং রুমের চাইতে রান্নাঘরে বসাই বেশি আরামদায়ক হবে ভেবে সারাহ্‌কে বাইরে যেতে অনুমতি দিলাম আমরা লুপিন আর মিঃ ও মিসেস মারে পশ্‌কে নিয়ে ব্যাপক আলোচনা করলাম, যাদের সঙ্গে লুপিন অন্যান্য দিনের মতো আজও সন্ধ্যে অতিবাহিত করতে গেছে। গোয়িং বললো, "আমার ধারণা, বুড়ো পশ্ মারা গেলে লুপিনের জন্যে মন্দ হবেনা।"

আমার বুকটা আতঙ্কে লাফ দিয়ে উঠলো। এ ধরনের একটি বিষয় নিয়ে ঠাট্টা করার জন্যে আমি গোয়িংকে কঠোরভাবে তিরস্কার করলাম আমি এ বিষয়ে চিন্তা করতে করতে অর্ধেকটা রাত পার করে দিলাম, আর বাকি অর্ধেকটা কেটে গেল একই বিষয়ের ওপর দুঃস্বপ্ন দেখতে দেখতে।

BanglaBook.org

৩১শে মে। আমি লন্ড্রির মেয়েটাকে কড়া করে একটি চিঠি লিখলাম। এ ধরনের একটি চিঠি লিখতে পেরে আমি বেশ আনন্দিত। কারণ আমার মনে হলো চিঠিটির ভাষা খুবই ব্যঙ্গাত্মক হয়েছে। আমি লিখলাম, "তুমি আমার রুমালগুলোকে রং ছাড়া ফেরৎ দিয়েছো। সম্ভবত তুমি আমার রুমালের রং কিংবা তার মূল্য আমাকে ফেরৎ দেবে।" এই চিঠির জবাবে সে কী বলে জানার জন্যে আমি ভীষণ উৎসুক হয়ে রইলাম।

আজ সন্ধ্যেয় অধ্যাত্ম-বৈঠকে আরো টেবিল-উল্টানো হলো। ক্যারী বললো, গতরাতে তারা কিছুটা সফল হয়েছে, কাজেই আবারও তাদের বসতে হবে। কামিংস্ এলো তাকে বেশ আগ্রহী মনে হলো। আমি ড্রয়িং রুমে গ্যাস-বাতি জ্বালালাম। ধীরে ধীরে পা ফেলে ওপরে উঠে কার্নিসটি মেরামত করলাম। এটা আমার কিছুটা চক্ষুশূল হয়ে উঠেছিলো। হঠাৎ কোনোকিছু না ভেবেই পার্লারের ওপরের মেঝেতে হাতুরি দিয়ে আঘাত করে দু'বার জোরে শব্দ করলাম এই ঘরেই তখন অধ্যাত্ম-বৈঠক চলছিলো। অবশ্য পরে এজন্যে আমি অনুতাপও করলাম। কেননা, এ ধরনের হাস্যকর ও গোঁয়ার্তুমিপূর্ণ কাজ কেবল গোয়িং কিংবা লুপিনকেই মানায়।

যাইহোক, ওরা কেউ আর এ ব্যাপারে কোনোকিছু জানার চেষ্টা করেনি। শুধু ক্যারী বললো, টেবিলের মাধ্যমে তার কাছে অদ্ভুত রকমের একটি বার্তা এসেছে। বার্তাটি এমন একজন ব্যক্তি সম্পর্কে, যাকে বহু বছর আগে শুধু ক্যারী ও আমি জানতাম, অন্য কেউ তাকে মোটেও চিনতোনা। আমরা যখন শু'তে গেলাম, সেসময় ক্যারী তার প্রতি আমার সমর্থনের চিহ্নস্বরূপ আগামীকাল রাতে তাদের সঙ্গে আমাকে টেবিলে বসতে অনুরোধ করলো। সে আরো বললো, টেবিলে ওদের সঙ্গে আমি না বসাতে সবাই আমাকে কিছুটা নিষ্ঠুর ও অসামাজিক বলেই মনে করছে। আমি তাকে কথা দিলাম, আমি একবার বসবো

১লা জুন। আমি নেহায়েত অনীহার সঙ্গে সন্ধ্যেয় ওঁদের সাথে টেবিলে বসলাম এবং স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি, কতকগুলো আজগুবি ঘটনা আমার চোখের সামনে ঘটে গেল। আমি মানি, সেগুলো নিছক আকস্মিক মিল ছাড়া আর কিছু নয়, তবে নিঃসন্দেহে আজগুবি যেমন, ক্যারী একবার ইচ্ছে প্রকাশ করলো, আমি আত্মাকে একটি প্রশ্ন করি সঙ্গে সঙ্গে টেবিলটি আমার দিকে কাত হয়ে গেল। আমি নিয়ম অনুসরণ করে আত্মাকে(যে বললো তার নাম 'লীনা') জিজ্ঞেস করলাম, সে আমার এক পুরনো আন্টির নাম বলতে পারবে কিনা যার কথা ঐ মুহূর্তে আমি ভাবছিলাম এবং যাকে আমরা আন্ট ম্যাগী বলে ডাকতাম, টেবিল ইংরেজিতে ধীরে ধীরে, কষ্টের সাথে বানান করে বললো, "সি-এ-টি" 'ক্যাট'। আমরা এ থেকে কিছুই বুঝতে পারলাম না। হঠাৎ আমার মনে পড়লো, তার দ্বিতীয় নাম ছিলো 'ক্যাথেরিন', যেটা স্পষ্টতই টেবিল বানান করতে চেষ্টা করছিলো। ক্যারী পর্যন্ত এটা জানতো বলে আমার মনে হয়না। আর যদি তার জানাও থাকতো, সে কক্ষনো প্রতারণা করতোনা। আমাকে স্বীকার করতেই হবে, এটা একটা আজগুবি কান্ড ছাড়া

BanglaBook.org

আর কিছুই ছিলোনা। এরকম আরো অনেক কিছুই ঘটলো। আমি সোমবার আরেকটি অধ্যাত্ম-বৈঠকে বসতে রাজি হলাম।

৩রা জুন। লন্ড্রির মেয়েটা বাসায় এলো এবং বললো, রুমালগুলোর ব্যাপারে সে খুবই দুঃখিত। সে নয় পেন্স্ ফেরতও দিলো আমি বললাম, রং উঠে রুমালগুলো যেখানে একেবারেই নষ্ট হয়ে গেছে, সেখানে এই নয় পেন্স্ মোটেও যথেষ্ট নয়। ক্যারী জবাব দিলো, রুমালদুটো নতুন কেনার সময় দাম নিয়েছিলো মাত্র ছয় পেন্স্, কেননা হলোওয়ে *বন্ মার্চেই* থেকে ওগুলো কেনার কথা এখনো তার স্পষ্ট মনে আছে। এ কথা শুনে আমি ক্যারীকে জোর করলাম লন্ড্রির মেয়েটাকে তিন পেন্স্ ফেরত দিতে। লুপিন কয়েকদিন পশ্‌দের বাড়িতে থাকবে বলে বেড়াতে গেছে। এই বিষয়টা চিন্তা করলে আমার খুবই অস্বস্তি লাগে। ক্যারী বললো, এ নিয়ে দুশ্চিন্তা করা রীতিমতো হাস্যকর। মিঃ পশ্ লুপিনকে খুব ভালোবাসে যতোই হোক, সে নিতান্ত একজন বালক।

সন্ধ্যেয় আমরা আরেকটি অধ্যাত্ম-বৈঠকে বসলাম যেটি কোনো কোনো দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যদিও প্রথমদিকটায় কিছুটা সন্দেহজনক মনে হয়েছিলো। গোয়িং এলো, কামিংস্‌ও এলো। তারা উভয়েই আমাদের সঙ্গে বৈঠকে যোগদান করতে চাইলো। আমি আপত্তি করতে চাইলাম। কিন্তু মিসেস জেম্‌স, যাঁকে দেখে মনে হলো এসব বিষয়ের একজন ভালো সমঝদার (যদি সত্যিই এর ভেতর কিছু থেকে থাকে), মনে করলেন, গোয়িং যোগদান করলে আত্মার শক্তি কিছুটা বৃদ্ধি পাবে তাই আমরা পাঁচজনই বৈঠকে বসে পড়লাম

যেই আমি গ্যাস-বাতি নিভিয়ে দিলাম, আর অমনি টেবিলের ওপর আমার হাত রাখার আগেই টেবিলটি প্রচন্ডভাবে একবার দুলে উঠে পরক্ষণেই কাত হয়ে গেল। এরপর সঙ্গে সঙ্গে রুমের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তের দিকে টেবিলটি দ্রুত চলতে শুরু করলো। গোয়িং চিৎকার করে বলে উঠলো, "চলতে দাও, চলতে দাও! যে যেভাবে বসে আছো, সেভাবেই থাকো!" আমি গোয়িংকে বললাম, সে ভদ্রলোকের মতো আচরণ না করলে আমি গ্যাস-বাতি জ্বালিয়ে অধ্যাত্ম-বৈঠকের ওখানেই পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে দেবো সত্যি বলতে কি, আমি ধারণা করেছিলাম, ওসব গোয়িংয়েরই চালাকি এবং আমি তাকে ঐরকমই ইঙ্গিত দিয়েছিলাম। কিন্তু মিসেস জেম্‌স বললেন, তিনি বহুবার টেবিলকে মেঝে থেকে ওপরে উঠে যেতে দেখেছেন। 'লীনা' নামের আত্মাটি আবার এলো এবং তিন-চারবার ইংরেজিতে 'ডব্লিউ-এ-আর-এন' বা 'ওয়ার্ন্' শব্দেটির বানান উচ্চারণ করলো কিন্তু এর ব্যাখ্যা দিতে সে অস্বীকৃতি জানালো। মিসেস জেম্‌স বললেন, 'লীনা' কখনো কখনো খুব জেদি। সে বহুবার এ ধরনের আচরণ করেছে। এ রকম অবস্থায় সবচেয়ে ভালো হয় যদি তাকে ফেরত পাঠিয়ে দেয়া যায়।

তিনি অতঃপর টেবিলে জোরে একটি আঘাত করে বললেন, "ফিরে যাও, লীনা; তোমাকে আমরা চাইনা। ফিরে যাও!" আমার চিন্তা করা উচিত, আমরা প্রায় পৌনে

BanglaBook.org

একঘন্টাযাবৎ টেবিলে বসে ছিলাম। কিন্তু এর ভেতর কিছুই ঘটেনি। আমার হাত একেবারে ঠান্ডা হয়ে গিয়েছিলো। তাই আমি বৈঠক বন্ধ করার পরামর্শ দিলাম। কিন্তু ক্যারী ও মিসেস জেম্‌স এবং সেই সঙ্গে কামিংস্‌ও এতে রাজি হলোনা। দশ মিনিট যেতে না যেতেই টেবিলটি আমার দিকে খানিকটা কাত হলো। আমি টেবিলকে বর্ণমালা দিলাম। টেবিল ধীরে ধীরে, কষ্টের সাথে ইংরেজিতে বানান করে বললো, "এস্‌-পি-ও-ও-এফ্‌"। 'স্পূফ্‌'। আমি গোয়িং ও লুপিনের মুখে 'স্পূফ্‌' শব্দটি শুনেছি এবং ঐসময় শুনতে পেলাম গোয়িং নীরবে হাসছে। তাই আমি সরাসরি গোয়িংকে অভিযুক্ত করে বললাম, সে-ই টেবিলটিকে ধাক্কা দিয়েছে। সে অস্বীকার করলো কিন্তু আমি দুঃখের সাথে বলছি, তার কথা আমার বিশ্বাস হয়নি

গোয়িং বললো, "সম্ভবত টেবিলটি 'স্পূক্‌' বোঝাতে চাচ্ছে, যার অর্থ 'ভূত'।"

আমি বললাম, "*তুমি* খুব ভালো করেই জানো, টেবিলটি এ ধরনের কোনোকিছুই বোঝাতে চাচ্ছেনা।"

গোয়িং বললো, "ঠিক আছে, খুব ভালো কথা। তোমাদের ভূতের কথা বলে আমি ভয় দেখিয়েছি এজন্যে আমি দুঃখিত।" এই বলেই সে টেবিল থেকে উঠে পড়লো।

এই নির্বোধ কৌতুকটি কেউই খেয়াল করলোনা। মিসেস জেম্‌স গোয়িংকে কিছুক্ষণ বাইরে গিয়ে বসে থাকতে বললেন। গোয়িং রাজি হয়ে গেল এবং আর্ম্‌-চেয়ারে গিয়ে বসলো

টেবিলটি আবার চলতে শুরু করলো আমরা হয়তো খুব চমৎকার একটি অধ্যাত্ম-বৈঠক উপভোগ করতে পারতাম, কিন্তু গোয়িংয়ের বোকার মতো বাধা দেয়ার কারণে তা আর হলোনা ক্যারীর দেয়া বর্ণমালার জবাবে টেবিল ইংরেজিতে বানান করলো, "এন-আই-পি-ইউ-এল্‌" 'নিপুল'। এর পরপরই একইভাবে তিনবার বললো, "ডব্লিউ-এ-আর-এন্‌"। 'ওয়ার্ন্‌' আমরা এর কোনো অর্থই বুঝতে পারলাম না যতোক্ষণ না কামিংস্‌ সবার মনোযোগ আকর্ষণ করে বললো, 'এন্‌-আই-পি-ইউ-এল্‌'কে উল্টোদিকে বানান করে পড়লে হয় 'লুপিন' ব্যাপারটা দারুণ রোমাঞ্চকর বলে মনে হলো। বিশেষ্‌ করে ক্যারী খুবই উত্তেজিত হয়ে পড়লো। সে বললো, নিশ্চয়ই ভয়ানক কোনোকিছু ঘটবেনা

মিসেস জেমস জানতে চাইলেন, আত্মাটির নাম 'লীনা' কিনা টেবিল দৃঢ়ভাবে জবাব দিলো, "না আত্মাটি কিছুতেই তার নাম বলবেনা। আমরা এরপর একটি বার্তা পেলাম, "এন্‌-আই-পি-ইউ-এল্‌ খুব ধনী হবে।"

ক্যারী বললো, সে পুরোপুরি দুশ্চিন্তামুক্ত বোধ করছে কিন্তু টেবিল থেকে তখনই আবার উচ্চারিত হলো "ডব্লিউ-এ-আর-এন্‌" বা ওয়ার্ন্‌' শব্দটির ইংরেজি বানান, এবং সঙ্গে সঙ্গে টেবিলটি প্রচন্ডভাবে ঘড়ির দোলকের মতো দুলতে শুরু করলো। মিসেস জেম্‌স খুব নিচু গলায় টেবিলের সঙ্গে কথা বলছিলেন তাঁর কথার জবাবে আত্মাটি তার নিজের নাম ইংরেজিতে বানান করে বলতে শুরু করলো। প্রথমে সে বানান করলো, "ডি-আর-আই-এন্‌-কে"। 'ড্রিঙ্ক'

BanglaBook.org

ঠিক এই জায়গায় গোয়িং বললো, "বাহ্! এতো দেখছি আমার লাইনের কথাই বলছে।"

আমি তাকে চুপ করতে বললাম। কেননা, তার কথা বলার কারণে নামটি সম্পূর্ণ নাও হতে পারে।

টেবিলটি অতঃপর বানান করলো, "ডব্লিউ-এ-টি-ই-আর"। 'ওয়াটার'।

গোয়িং এই জায়গাটায় আবার বাধা দিয়ে বললো, "এটা কিন্তু আমার লাইনের *নয়*। তোমরা *বাইরে* যদিও-বা পছন্দ করো, ভেতরে কিন্তু করোনা।"

ক্যারী তাকে মিনতি করে বললো চুপ করতে।

এরপর টেবিলটি বানান করলো, "সি-এ-পি-টি-এ-আই-এন্"। 'ক্যাপ্টেইন্'। মিসেস জেম্‌স হঠাৎ কেঁদে উঠে আমাদের চমকিয়ে দিলেন, "ক্যাপ্টেইন ড্রিঙ্কওয়াটার আমার বাবার একজন খুব পুরনো বন্ধু। কয়েকবছর আগে তিনি মারা গেছেন।"

এটা আরো মজার ছিলো। এরপর আমি আর না ভেবে পারলাম না, সব সত্ত্বেও স্পিরিচুয়ালিজমের ভেতর নিশ্চয় কিছু একটা আছে।

মিসেস জেম্‌স আত্মাটিকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এন-আই-পি-ইউ-এল্' বা 'নিপুল' প্রসঙ্গে সে যে 'ওয়ার্ন্' শব্দটি ব্যবহার করেছে, তার অর্থ কী। আবার বর্ণমালা দেয়া হলো। আমরা "বি-ও-এস্-এইচ্" বা 'বশ্' শব্দটি পেলাম, যার মানে 'অর্থহীন বা মূর্খতাপূর্ণ কথা'।

গোয়িং এই জায়গাটায় বিড়বিড় করে বললো, "ও ঠিকই বলেছে।"

মিসেস জেম্‌স বললেন, তাঁর মনে হয়না আত্মাটি তা বোঝাতে চেয়েছে। কেননা, ক্যাপ্টেইন ড্রিঙ্কওয়াটার ছিলেন একজন সত্যিকারের ভদ্রলোক: একজন ভদ্রমহিলার প্রশ্নের জবাবে তিনি কখনোই ওকথা বলবেন না। সুতরাং আবার বর্ণমালা দেয়া হলো।

এবার টেবিলটি স্পষ্টভাবে ইংরেজিতে বানান করলো, "পি-ও-এস্-এইচ্"। 'পশ্' আমরা সবাই ধারণা করলাম, মিসেস মারে পশ্ ও লুপিনের কথা বলছে বোধহয়। ক্যারীর মনটা হঠাৎ খারাপ হয়ে গেল। রাত বেশি হয়ে যাচ্ছে দেখে আমরা উঠে পড়লাম।

আগামীকাল আমরা আরেকটি অধ্যাত্ম-বৈঠকে বসবো বলে ঠিক করা হলো। কেননা, মিসেস জেম্‌সের জন্যে ওটাই হবে এখানে শেষ রাত। আমরা আরো সিদ্ধান্ত নিলাম, গোয়িংকে আমাদের সঙ্গে রাখবোনা।

কামিংস্ যাওয়ার আগে বললো, ব্যাপারটা নিঃসন্দেহে মজার: তবে তার ভালো লাগতো যদি আত্মারা তার সম্পর্কে কিছু বলতো।

৪ঠা জুন। আজকের সন্ধ্যের অধ্যাত্ম-বৈঠকের জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলাম। অফিসে সারাটা দিন আজ শুধু এই কথাই ভেবেছি।

BanglaBook.org

আমরা যেই টেবিলে গিয়ে বসেছি, আর অমনি দরজায় টোকা না দিয়ে গোয়িংয়ের ঘরে ঢুকে পড়ায় আমরা খুবই বিরক্ত হলাম।

সে বললো, "আমি বেশিক্ষণ দাঁড়াবোনা। আজ আমি সঙ্গে করে মুখ বন্ধ-করা একটি খাম নিয়ে এসেছি। এ ব্যাপারে মিসেস পুটারকে আমি অবশ্যই বিশ্বাস করতে পারি। এই মুখ বন্ধ-করা খামের ভেতর এক চিলতে কাগজ রয়েছে, যার ওপর আমি একটি সাধারণ প্রশ্ন লিখে রেখেছি। আত্মা যদি সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে, তাহলে আমি স্পিরিচুয়ালিজমে বিশ্বাস করবো।"

আমি সাহস করে বললাম, এটা সম্ভব নাও হতে পারে।

মিসেস জেম্‌স বললেন, "আরে না! এ অবস্থায় প্রশ্নের জবাব দেঁয়া আত্মাদের জন্যে তো মামুলি ব্যাপার। এমনকি তালা দিয়ে বন্ধ করে রাখা স্লেটের ওপর লেখাও তাদের জন্যে কোনো ব্যাপার নয়। এটা অবশ্যই চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে 'লীনা' যদি ভালো মেজাজে থাকে, তাহলে সে অবশ্যই এটা পারবে।"

গোয়িং বললো, "ঠিক আছে: তাহলে আমি স্পিরিচুয়ালিজমে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করবো। আমি এখন যাচ্ছি। সম্ভবত সাড়ে ন'টা কি দশটা নাগাদ ফিরে এসে এর ফলাফল শুনবো।"

অতঃপর সে চলে গেল। আমরা আজ অনেকক্ষণ টেবিলে বসেছিলাম। কামিংস্ তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি অঙ্গীকারনামা সম্পর্কে কিছু জানতে চাইলো। কিন্তু এর কোনো জবাব সে পেলোনা। এতে স্পিরিচুয়ালিজম্ সম্পর্কে হতাশ হয়ে সে বললো, সব সত্ত্বেও টেবিল-উল্টানোর ভেতর আসলে তেমন কিছু নেই। তার কথাটা আমার কাছে কিছুটা স্বার্থপরের মতো বলে মনে হলো। আজকের অধ্যাত্ম-বৈঠকটি অনেকটা গতরাতের মতোই হয়েছে। আরো সঠিকভাবে বলতে গেলে বলতে হয়, দুটোর মধ্যে কোনো পার্থক্যই নেই। তাই আমরা গোয়িংয়ের চিঠিটির দিকে মনোযোগ দিলাম। 'লীনা' প্রশ্নটির উত্তর দিতে অনেকখানি সময় নিয়ে নিলো। অতঃপর ধীরে ধীরে, কষ্টের সাথে ইংরেজিতে বানান করে বললো, "রোজেস্, লিলিস্ এ্যান্ড কাউস্"। 'গোলাপফুল, লিলিফুল ও গাভী'। টেবিলটি এ সময় ভীষণ জোরে দুলে উঠলো। মিসেস জেম্‌স বললেন, "এটা যদি ক্যাপ্টেইন ড্রিঙ্কওয়াটার হয়ে থাকেন, তাহলে আমরা তাঁর কাছ থেকেও উত্তরটি জানার চেষ্টা করতে পারি।"

ওটা ক্যাপ্টেইন ড্রিঙ্কওয়াটারেরই আত্মা ছিলো। কিন্তু দারুণ অদ্ভুত ব্যাপার, তিনিও ঐ একই জবাব দিলেন, "রোজেস্, লিলিস্ এ্যান্ড কাউস্"।

আমি বর্ণনা করতে পারবোনা, কী পরিমাণ অস্থির হয়ে ক্যারী খামের বন্ধ-করা মুখটি ছিঁড়ে ফেললো, কিংবা কী পরিমাণ হতাশ যে আমাদেরকে হতে হলো খামের ভেতরকার প্রশ্নটি পড়ে, যার সঙ্গে উত্তরের কোনো মিলই ছিলোনা। প্রশ্নটি ছিলোঃ *"বুড়ো পুটারের বয়স কতো?"*

এ থেকে আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম।

BanglaBook.org

বহু বছর আগে স্পিরিচুয়ালিজমকে আমি একবার জোর করে বাধা দিয়েছিলাম। আমাকে আবারও তাই করতে হবে।

আমি সাধারণত কোনোকিছু যেমন চলে তাতেই সন্তুষ্ট। কিন্তু আমি আবার চরম কঠিনও হতে পারি, যদি সেই পর্যায়ে আমাকে যেতে বাধ্য করা হয়।

গ্যাস-বাতি জ্বালানোর সময় আমি ধীরে ধীরে বললাম, "এটাই সর্বশেষ বাজে কাজ, যা আমার বাসায় ঘটলো। আমি দুঃখিত, আমি নিজেকে এই নির্বোধ আচরণের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলেছিলাম। যদি এর ভেতর কিছু থেকে থাকে–যে ব্যাপারে আমার যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে–তা একেবারেই মূল্যহীন। *আমি আর কখনো এখানে এসব হতে দেবোনা* যা হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে।"

মিসেস জেম্‌স বললেন, "আমার মনে হচ্ছে, মিঃ পুটার, আপনি সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন–"

আমি বললাম, "চুপ্ করুন, ম্যাডাম। আমি এই বাড়ির কর্তা। দয়াকরে এটা জেনে রাখবেন।"

মিসেস জেম্‌স একটি মন্তব্য করলেন, যেটি আমি আন্তরিকভাবে ধারণা করছি, আমি ভুল শুনেছি। আমি ক্রোধে এমনই উন্মত্ত হয়ে উঠেছিলাম যে, আমি একেবারেই বুঝতে পারিনি তিনি কী বলেছেন। তবে তিনি যদি তাই বলে থাকেন যা আমার কানে লেগেছে, তাহলে তাঁর আর কোনোদিন এ বাড়িতে আসা উচিত নয়।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

লুপিন আমাদের কাছ থেকে চলে গেল। আমরা তার নতুন ফ্ল্যাটে লাঞ্চ্ করলাম এবং মিঃ মারে পশের সম্পদের ব্যাপারে অসাধারণ কিছু কথা শুনলাম। মিস্ লিলিয়ান্ পশের সাথে দেখা হলো। মিঃ হার্ড়ফার হাট্ল্ আমাকে ডেকে পাঠালেন। গুরুত্বপূর্ণ।

অধ্যায়-২৩

১লা জুলাই। আমার ডায়েরির দিকে তাকিয়ে আমি দেখতে পেলাম, গত মাসের ভেতর কোনোকিছুরই কোনো পরিণতি ঘটেনি। আজ আমরা লুপিনকে হারালাম। সে বেইজ্ওয়াটারে তার বন্ধু মিঃ ও মিসেস মারে পশের কাছাকাছি আসবাব-সজ্জিত একটি ফ্ল্যাট্ ভাড়া নিয়েছে। ভাড়া সপ্তাহে দুই গিনি। আমার ধারণা, এটা তার জন্যে অপচয় ছাড়া কিছু নয়। কেননা, এই ভাড়া তার বেতনের অর্ধেক। লুপিন বলে, একটি ভালো ঠিকানা যোগাড় করে কেউ কোনোদিন গরিব হয়না। আর তার নিজের ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয়, ব্রিক্ফিল্ড্ টেরেস্ কিছুটা 'দূরে'। এই 'দূরে' বলতে সে এটা 'বহু দূরে' বোঝায় কিনা, তা আমি জানিনা। আমি অনেকদিন থেকেই তার দুর্বোধ্য সব কথার মানে বোঝার চেষ্টা করা ছেড়ে দিয়েছি। তাকে বলেছি, তার মা-বাবা সবসময়েই খুব ভালো পাড়াপড়শি পেয়ে আসছেন। তার জবাব ছিলোঃ "এটা ভালো বা খারাপ হওয়ার প্রশ্ন নয়। এতে টাকা আসেনা। আমি এই শহরতলিতে থেকে আমার জীবনটাকে পচিয়ে ফেলতে চাইনা।"

আমরা তাকে হারিয়ে ব্যথিত। তবে সে একাকী হয়তো আরো অনেক ভালো থাকবে। সে বলতো, একটি বুড়ো ঘোড়া আর একটি কমবয়সী ঘোড়া একসাথে একই গাড়ি টানতে পারেনা। তার এই কথার ভেতর কিছু সত্যতা থাকতেও পারে।

গোয়িং এলো। সে বললো, বাড়িটা সেই পুরনো দিনের মতো একেবারে শান্ত মনে হচ্ছে। লুপিনকে সে খুব পছন্দ করতো। তবে মাঝে মধ্যে সে কষ্ট পেতো তারুণ্যের ব্যবধানের কারণে, যে ব্যাপারে তার কিছুই করার ছিলোনা।

২রা জুলাই। কামিংস্ এলো। তার মুখমন্ডল দেখে খুব ফ্যাকাশে মনে হলো। সে বললো, আবার সে অসুস্থ ছিলো এবং তার পাশে একজন বন্ধুও ছিলোনা। ক্যারী বললো, সে কোনোদিন শোনেইনি তার অসুস্থতার কথা। কামিংস্

BanglaBook.org

বাইসাইকেল নিউজ্ পত্রিকার একটি কপি টেবিলের ওপর ছুঁড়ে দিলো। তাতে লেখা ছিলোঃ "আমরা শুনে দুঃখিত যে, সবার প্রিয় রোড্স্টার মিঃ কামিংস্ ('লম্বা' কামিংস্) 'রাই লেন্'-এ একটি দুর্ঘটনায় পতিত হয়েছিলেন, যা অল্পের জন্যে মারাত্মক আকার ধারণ করতে পারেনি। জানা গেছে, তিনি তাঁর তিন-চাকাঅলা সাইকেলে চড়ে রাই লেনের ভেতর দিয়ে যাওয়ার সময় একটি দুষ্টু ছেলে তাঁর সাইকেলের পেছনের চাকাদু'টির স্পোকের ফাঁকে একটি লাঠি ঢুকিয়ে দিয়েছিলো। এতে ত্রিচক্রযানটি উল্টিয়ে যায় এবং এর ফলে আমাদের প্রিয় তিন-চাকাঅলা সাইকেল-আরোহী সজোরে মাটিতে পড়ে যান সৌভাগ্যক্রমে তিনি যতোখানি ভয় পেয়েছেন, তার চেয়ে অনেক কম আঘাত পেয়েছেন কিন্তু 'চিংফোর্ড্'-এ আয়োজিত ডিনার-পার্টিতে অনেক লোক সমাগম হওয়া সত্ত্বেও তাদের মাঝে তাঁর উৎফুল্ল চেহারাখানির অনুপস্থিতি আমরা দুঃখের সঙ্গে অনুভব করেছি। 'প্রিন্স অব বাইসাইক্লিস্ট্স্' এবং আমাদের জনপ্রিয় 'ভাইস্' মিঃ ওয়েস্ট্রপ্ 'লম্বা' কামিংসের স্বাস্থ্য কামনা করে সবাইকে মদ পানের আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি অত্যন্ত খোশমেজাজের সাথে দুর্ঘটনা সম্পর্কে রসিকতা করে বলেছেন, সৌভাগ্যক্রমে ওতে *দুর্দশার* চেয়ে *চাকাই* ছিলো বেশি। এতে সবাই প্রচন্ড শব্দ করে হেসেছে।"

আমরা সবাই কামিংস্কে বললাম, আমরা খুবই দুঃখিত। তাকে রাতের খাওয়া পর্যন্ত থেকে যেতে বললাম। কামিংস্ বললো, লুপিন ছাড়া সবকিছু সেই পুরনো দিনগুলোর মতো লাগছে; সে দূরে গিয়ে ভালোই করেছে।

ওরা জুলাই, রোববার। বিকেলে আমি যখন পার্লারের খোলা জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিলাম, তখন হঠাৎ একসময় আমার চোখে পড়লো চমৎকার একটি দুই চাকার ঘোড়ার গাড়ি। একজন ভদ্রমহিলা চালাচ্ছেন, আর তার পাশেই বসে রয়েছেন একজন ভদ্রলোক। গাড়িটি এসে আমাদের বাইরের দরজায় থামলো। যাতে ওরা আমাকে দেখতে না পায় সেজন্যে আমার মাথাটা দ্রুত ভেতরে ঢুকিয়ে নিলাম। অতঃপর মাথার পেছনটা দিয়ে জানালার শার্শির ধারালো প্রান্তের ওপর প্রচন্ডভাবে আঘাত করলাম। আমি প্রায়ই হতচেতন হয়ে পড়েছিলাম। সামনের দরজায় দু'বার জোরে ধাক্কা দেয়ার শব্দ শোনা গেল। ক্যারী পার্লার থেকে দ্রুত বের হয়ে ওপরের তলায় তার রুমে চলে গেল। তার ধারণা, মিঃ পার্কাপ্ এসেছেন। আমিও তার পিছু পিছু ঐ রুমে গিয়ে ঢুকলাম। আমার ধারণা, মিঃ ফ্রাঞ্চিং এসেছেন। আমি রেলিংয়ের ওপর দিয়ে সারাহ্কে ফিসফিস করে বললাম, "ওঁদেরকে ড্রয়িং রুমে নিয়ে যাও।" সারাহ্ বললো, জানালার শাটারগুলো খোলা হয়নি, কাজেই রুমের ভেতর বস্তাপচা গন্ধ করবে। আবার জোরে দরজায় ঠক ঠক শব্দ হলো। আমি ফিসফিস করে বললাম, "তাহলে ওঁদেরকে পার্লারে নিয়ে যাও; আর বলো, মিঃ পুটার সরাসরি নিচে নেমে আসবেন।" আমি আমার কোটটি পাল্টিয়ে নিলাম। কিন্তু ক্যারী আয়নাটা দখল করে রাখায় আমার মাথার চুল ঠিক করার সময় ওটাতে আর মুখ দেখা হলোনা।

BanglaBook.org

সারাহ্ ওপরে এসে বললো, ওরা মিসেস মারে পশ্ আর মিঃ লুপিন।

আমাদের কিছুটা স্বস্তি হলো। আমি ক্যারীর সাথে নিচে নেমে গেলাম। লুপিন আমাকে দেখেই বললো, "আমি বলছি, তুমি জানালা থেকে দৌড়ে পালিয়ে গেলে কেন? আমরা কি তোমাকে ভয় দেখিয়েছি?"

আমি বোকার মতো বললাম, "কোন্ জানালার কথা বলছো?"

লুপিন বললো, "আরে বাবা, তুমি জানো। তুমি বন্ধ করেছো। তোমাকে দেখে মনে হচ্ছিলো, যেন সেই ঐতিহ্যবাহী পুতুলনাচ 'পাঞ্চ এ্যান্ড জুডি'র কুঁজোর চরিত্রে তুমি অভিনয় করছো।"

ক্যারী জিজ্ঞেস করলো তাদেরকে সে কিছু খেতে দেবে কিনা। জবাবে লুপিন বললো, "আমার মনে হয়, ডেইজি এক-কাপ চা খাবে আর আমার শুধু একটা ব্র্যান্ডি-সোডা হলেই চলবে।"

আমি বললাম, "আমাদের ঘরে সোডা নেই।"

লুপিন বললো, "ও নিয়ে তুমি ভেবোনা একবার কেবল নেশা করে দ্যাখো, তারপর থেমে যাও, ব্যাস্। আমার মনে হয়না, আমার কথা সারাহ্ বুঝতে পারছে।"

তারা খুবই অল্পক্ষণ থাকলো। তারপর চলে যাওয়ার সময় লুপিন বললো, "আমি চাই, তোমরা দু'জনে আগামী বুধবার আমার ওখানে এসে আমার সঙ্গে রাত্রে খাও এবং আমার নতুন বাসাটা দ্যাখো। মিঃ ও মিসেস মারে পশ্, এবং মিস্ পশ্ (মারের বোন) আসবে কাঁটায় কাঁটায় আটটায়। আর কেউ থাকবেনা।"

আমি বললাম, আমরা নিজেদেরকে ফ্যাশনেবল্ লোক বলে ভান করিনা। কাজেই আমরা সকাল-সকাল খাওয়া সেরে ফেলতে চাই। কেননা, খাওয়ার কারণেই আমাদের বাসায় ফিরে আসতে সবসময় দেরি হয়ে যায়।

লুপিন বললো, "কী বাজে বকছো! তোমাদের তো এতে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়া উচিত। যদি দেরি হয়েই যায়, সেক্ষেত্রে ডেইজি আর আমি নাহয় তোমাদেরকে গাড়ি দিয়ে বাসায় পৌঁছে দেবো।"

আমরা যাবো বলে কথা দিলাম। কিন্তু আমি সরল মনে বলছি, মিসেস পশ্ ও লুপিন পরস্পর পরস্পরকে যেরকম অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে সম্বোধন করলো, তা নিঃসন্দেহে তিরস্কারযোগ্য। যে কেউ ভাববে, ওরা পিঠা-পিঠি ভাই-বোন। মাত্র ছয় মাসের পরিচয়ে *আমার* স্ত্রীকে কেউ 'ক্যারী' বলে ডাকবে, কিংবা তাকে সঙ্গে নিয়ে গাড়িতে করে বাইরে বেড়াতে যাবে, এ আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারিনা।

৪ঠা জুলাই। লুপিনের ফ্ল্যাটের রুমগুলো দেখতে খুব সুন্দর। তবে খাওয়ার আয়োজনটা দেখে আমার কাছে খুবই আড়ম্বরপূর্ণ বলে মনে হলো, বিশেষ করে প্রথমেই তার শ্যাম্পেইন্ দিয়ে শুরু করা দেখে। আমার মনে হচ্ছে, লুপিন সম্ভবত আমাদের বলে থাকবে যে, সে নিজে, মিঃ ও মিসেস মারে পশ্ এবং মিস্ পশ্ ঐ ডিনার পার্টিতে সান্ধ্যকালীন আনুষ্ঠানিক পোশাক পরবে। যেহেতু আমাদের ছয় জনের জন্যেই কেবল ঐ ডিনারের আয়োজন করা হয়েছিলো, তাই আমরা স্বপ্নেও

BanglaBook.org

ভাবিনি এতে আনুষ্ঠানিক পোশাক পরার কোনো ব্যাপার থাকবে। আমার ক্ষুধা একেবারেই ছিলোনা। ঘড়িতে আটটা বেজে বিশ মিনিট হওয়ার পরই আমরা খেতে বসলাম। সন্ধ্যে ছ'টায় আমি জবর একটি খাওয়া খেতে পারতাম। কেননা, ঐসময় আমার ভীষণ ক্ষুধা পেয়েছিলো। কিন্তু তখন এক টুকরো পাউরুটি মাখন লাগিয়ে খাওয়ায় আমার ক্ষুধা আংশিক নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো।

লিলি গার্ল

মিস্ পশের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেয়া হলো লুপিন তাকে 'লিলি গার্ল' বলে ডাকছিলো, যেন সারাটা জীবন ধরে সে তাকে চেনে মেয়েটা খুব লম্বা, খানিকটা সাদামাটা চেহারার, এবং আমার মনে হলো, চোখের চারপাশে সে রঙের প্রলেপ ব্যবহার করেছে। দেখতে আমার ভুল হতে পারে, তবে তার চুলের রং সোনালি বলে আমার কাছে মনে হলো, যদিও তার ভ্রু দুটো ছিলো কালো রঙের। বয়স প্রায় তিরিশের কাছাকাছি হবে যেভাবে সে ফিকফিক করে হাসছিলো এবং লুপিনকে মাঝে মধ্যে চড় মারছিলো আর চিমটি কাটছিলো, আমার কাছে তা মোটেও ভালো লাগেনি। তার হাসি যেন ছিলো রীতিমতো তীক্ষ্ণ চিৎকার। আমার কান একেবারে ফেটে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিলো। সেই সঙ্গে তার ঐ হাসির কোনো কারণ না থাকায় তা ছিলো আরো বিরক্তিকর। আসলে সে প্রথম দেখাতে ক্যারীর কিংবা আমার কারো মনই জয় করতে পারেনি। ডিনারের পর মিস্ পশ্‌সহ সবাই সিগারেট টানতে শুরু করলো। হঠাৎ ক্যারী তার একটি কথায় চমকে উঠলো, "আপনি কি ধূমপান করেননা, ডিয়ার?" ক্যারীর হয়ে আমিই জবাব দিলাম, "মিসেস চার্লস পুটার এখনো ঐ পর্যায়ে পৌঁছোননি।" আমার কথা শুনে মিস্ পশ্ আরেকটি কর্ণ-বিদারক হাসি হাসলো।

BanglaBook.org

মিসেস পশ্ কম করে হলেও ডজনখানেক গান গাইলো। এ প্রসঙ্গে আমি আবারও আমার সেই আগের কথার পুনরাবৃত্তি করতে পারি। আর তা হলোঃ সে বড্ডো *বেসুরো* গায়। কিন্তু লুপিন সারাক্ষণ শুধু পিয়ানোর পাশে বসে তার চোখের দিকে তাকিয়েই রইলো। আমি মিঃ পশ্ হলে এ ব্যাপারে আমার কিছু একটা বলার অবশ্যই থাকতো। মিঃ পশ্ আমাদের কাছে নিজেকে খুবই আকর্ষণীয় করে তুললো এবং একসময় সে তার নিজের গাড়ি দিয়ে আমাদেরকে বাসায় পাঠিয়ে দিলো। এতে নিঃসন্দেহে তার সদয় মনের পরিচয় পাওয়া গেল। তাকে দেখে স্পষ্টতই খুব ধনী বলেই মনে হলো। কারণ মিসেস পশ্ অত্যন্ত দামি কিছু অলঙ্কার পরে ছিলো। সে ক্যারীকে বলেছে, তার গলার হারটি তার স্বামী তাকে জন্মদিনের উপহার হিসেবে দিয়েছে এবং শুধু ঐ হারটির একার দামই ৩০০ পাউন্ড।

মিঃ পশ্ বললো, লুপিনের ওপর তার অগাধ বিশ্বাস রয়েছে এবং সে মনে করে, লুপিন খুব তাড়াতাড়ি জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে।

আমি না ভেবে পারলাম না, লুপিনের পরামর্শে *প্যারাচিক্কা ক্লোরেট্‌সে* টাকা খাটিয়ে মিঃ পশ্ একসময় ৬০০ পাউন্ড ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলো।

সন্ধ্যেয় লুপিনের সঙ্গে আমার কথা বলার একটু সুযোগ পাওয়া গেল। আমি তাকে বললাম, আমার ধারণা, মিঃ পশ্ তার আয় বুঝেই ব্যয় করে।

লুপিন বিদ্রূপের সাথে বললো, মিঃ পশের টাকার অভাব নেই। 'পশের একদর হ্যাট' বার্মিংহাম, ম্যাঞ্চেস্টার, লিভারপুল এবং ইংল্যান্ডের সব বড়ো বড়ো শহরে ঘরোয়াভাবে পরিচিত একটি নাম। লুপিন আমাকে আরো জানালো, মিঃ পশ্ নিউ ইয়র্ক, সিডনি ও মেলবোর্নে এর শাখা খুলছে এবং কিম্বারলী ও জোহান্সবার্গে এর শাখা খোলার ব্যাপারে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে।

আমি বললাম, শুনে খুব খুশি হলাম।

লুপিন বললো, "কেন, সে ডেইজির জন্যে ১০,০০০ পাউন্ডেরও বেশি জমা করে রেখেছে। 'লিলি গার্লের' জন্যেও সে একই পরিমান অর্থ জমা করে রেখেছে। যদি আমি কোনোসময় ওর কাছে সামান্য কিছু পুঁজি চাই, মাত্র একদিনের নোটিশে সে আমাকে হাজার দুয়েক পাউন্ড অনায়াসেই দিতে পারবে। তখন আমি যেকোনো মুহূর্তে পার্কাপের ঐ ফার্মকে এমনভাবে নগদ টাকা দিয়ে কিনে ফেলবো যে, পার্কাপ্ বুঝতেই পারবেনা কিভাবে আমার পক্ষে তা সম্ভব হলো

গাড়িতে চড়ে বাসায় ফিরে আসার সময় জীবনে প্রথমবারের মতো সেই মৌলিক বিষয়টি আমি সপ্রশ্রয়ে ভাবতে লাগলাম ঃ অর্থ সঠিকভাবে বন্টন করা *হয়নি*।

রাত সোয়া এগারোটায় বাসায় ফিরে এসে দেখতে পেলাম, একটি সুন্দর গাড়ি বাসার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। জানতে পারলাম, প্রায় দু'ঘন্টাযাবৎ গাড়িটি একটি চিঠি নিয়ে আমার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। সারাহ বললো, সে এতোক্ষণ ভেবেই পায়নি কী করবে। কেননা, আমরা কোথায় গিয়েছিলাম, তা তার জানা ছিলোনা। মিঃ পার্কাপ্ সম্পর্কে কোনো দুঃসংবাদ থাকতে পারে ভেবে চিঠিটি খুলতেই আমি শিউরে উঠলাম। চিঠিটিতে লেখা ছিলোঃ "প্রিয় মিঃ পুটার, –দেরি না করে

BanglaBook.org

ভিক্টোরিয়া হোটেলে এসে আমার সঙ্গে দেখা করুন। বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। একান্তই আপনার, হার্ড্‌ফার হাট্‌ল্।"

গাড়িচালককে আমি জিজ্ঞেস করলাম, খুব বেশি দেরি হয়ে গেছে কিনা। সে জবাব দিলো, দেরি *হয়নি*। কেননা, তাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো, আমি বাসায় না থাকলে আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত তাকে অপেক্ষা করতে হবে। আমি তখন খুবই ক্লান্ত বোধ করছিলাম এবং বিছানায় শোয়ার কথাই ভাবছিলাম। যখন হোটেলে পৌঁছুলাম, মাঝরাত হতে তখনো প্রায় পনেরো মিনিট বাকি। আমি এতো দেরি করে পৌঁছানোর অপরাধ সদুঃখে স্বীকার করতেই মিঃ হাট্‌ল্ বললেন, "মোটেও আপনি দেরি করেননি আসুন, কয়েকটা ঝিনুক খান এই কথাগুলো লিখতে আমার বুক রীতিমতো কাঁপছে তবুও সংক্ষেপে উল্লেখ করছিঃ মিঃ হাট্‌ল্ বললেন, তাঁর একজন আমেরিকান ধনী বন্ধু আছেন যিনি আমাদের ব্যবসার লাইনে বড়ো কিছু একটা করতে চান। মিঃ ফ্রাঞ্চিং তাঁকে আমার নাম দিয়েছেন। আমরা বিষয়টি নিয়ে আলাপ করলাম। যদি দৈবক্রমে এতে আমরা সফল হতে পারি, তাহলে মিঃ ক্রাউবিলনের ব্যবসা হারানোর কারণে আমার প্রিয় মণিবের যে ক্ষতি হয়েছে তা আমি ভালোভাবেই পূরণ করে দেবো। মিঃ হাট্‌ল্ এর আগে বলছিলেন, "মাসের গ্লোরিয়াস্ '৪ তারিখ' আমেরিকার জন্যে একটি 'লাকি ডে' যেহেতু ঘড়িতে এখনো বারোটা বাজেনি, আমরা এখানকার সবচেয়ে ভালো একগ্লাস মদ দিয়ে দিনটিকে সেলিব্রেট্ করবো এবং আমাদের নিজ নিজ ব্যবসার সৌভাগ্য কামনা করে পান করবো।"

আমি ঐকান্তিকভাবে আশা করছি, এটা আমাদের সবার জন্যে সৌভাগ্য বয়ে আনবে

যখন বাসায় ফিরে এলাম, রাত তখন দুটো যদিও আমি খুব ক্লান্ত ছিলাম, তথাপি বিছানায় শুয়ে একটানা ভালো ঘুম হলোনা কিছুক্ষণ পর পর ঘুম ভেঙ্গে গেল। এরই মধ্যে আমি স্বপ্নও দেখলাম।

মিঃ পার্কাপ্ ও মিঃ হাট্‌ল্কে নিয়ে আমি স্বপ্ন দেখলাম দেখলাম, মিঃ হাট্‌ল্ মাথায় মুকুট পরে চমৎকার একটি প্রাসাদে রয়েছেন আর মিঃ পার্কাপ্ রুমে বসে তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছেন মিঃ হাট্‌ল্ তাঁর মুকুটখানি মাথা থেকে খুলে আমার হাতে দিলেন এবং আমাকে 'প্রেসিডেন্ট' বলে ডাকলেন

তিনি মিঃ পার্কাপের দিকে কোনো ভ্রূক্ষেপই করলেন না বলে মনে হলো আমি মিঃ হাট্‌ল্কে বললাম, মুকুটটি পাওয়ার পূর্ণ গুণসম্পন্ন আমার মণিবকে সেটি দিয়ে দিতে। মিঃ হাট্‌ল্ বললেন, "না, এটা ওয়াশিংটনের 'হোয়াইট্ হাউস'। মিঃ প্রেসিডেন্ট, আপনাকেই এই মুকুট রাখতে হবে

আমরা সবাই অনেকক্ষণ ধরে উচ্চস্বরে হাসলাম। হাসতে হাসতে আমার গলা শুকিয়ে গেল। আর ঠিক তখনই আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। আবার আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। ঐ একই স্বপ্ন বার বার দেখলাম।

BanglaBook.org

আমার জীবনের সবচেয়ে সুখের
দিনগুলির একটি।

শেষ অধ্যায়

১০ই জুলাই। গত কয়েকদিনযাবৎ যে উত্তেজনা আর দুশ্চিন্তার ভেতর দিয়ে আমার দিন কেটেছে, তা আমার মাথার চুলকে সাদা করতে যথেষ্ট। সবকিছুই এখন নিষ্পত্তির অপেক্ষায়। হাতের পাশা কালই ছোঁড়া হবে। আমি আমার কর্তব্য ভেবে লুপিনকে দীর্ঘ একখানা চিঠি লিখলাম মিসেস পশের প্রতি তার মনোযোগের বিষয় নিয়ে। কারণ গতরাতেও তারা দু'জনে একসঙ্গে আমাদেরকে গাড়ি দিয়ে বাসায় পৌঁছে দিয়ে গেছে

১১ই জুলাই। আজ সকালে মিঃ পার্কাপের সঙ্গে আমার একটি সাক্ষাৎকার হয়ে গেল এ ব্যাপারে লিখতে গিয়ে আমার চোখদুটি ক্রমশই অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়ছে আমাকে সম্বোধন করে তিনি বললেন, "আমার বিশ্বস্ত সেবক, আমাদের ফার্মের জন্যে আপনি যে গুরুত্বপূর্ণ সেবা দিয়েছেন, তা নিয়ে আজ আমি কোনো আলোচনা করবোনা কোনো ধন্যবাদজ্ঞাপনই তার জন্যে যথেষ্ট নয় আমরা বরং অন্য প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলি। আপনি যে বাড়িটিতে বসবাস করছেন, সেটি কি আপনার পছন্দ হয়েছে? ওখানে থেকে কি আপনি সুখী?"

আমি জবাব দিলাম, "জ্বি স্যার আমি আমার বাসাকে ভালোবাসি, আমার প্রতিবেশীদেরকে ভালোবাসি। কখনো এই বাসা ছেড়ে যাওয়ার কথা আমি ভাবতেও পারিনা

মিঃ পার্কাপের কথা শুনে আমি অবাক হয়ে গেলাম। তিনি বললেন, "মিঃ পুটার, আমি ঐ বাড়িটির নিরঙ্কুশ মালিকানা কিনে আমার এযাবৎ দেখা সবচেয়ে সৎ ও উপযুক্ত ব্যক্তিটিকে আমি তা উপহার হিসেবে দিতে চাই।"

তিনি আমার সঙ্গে হ্যান্ড-শেক করলেন এবং বললেন তিনি আশা করছেন, আমার স্ত্রী ও আমি দু'জনে মিলে বহু বছর এই বাড়িটিতে থেকে জীবনকে উপভোগ করবো। আমার মন তখন আনন্দে এমনই পরিপূর্ণ যে, তাঁকে ধন্যবাদটুকুও জানাতে পারলাম না আমার বিব্রতকর অবস্থা দেখে মহান ব্যক্তিটি বললেন, "আপনাকে কিছুই বলতে হবেনা, মিঃ পুটার।" এই বলে তিনি অফিস ত্যাগ করলেন।

BanglaBook.org

আমি ক্যারী, গোয়িং ও কামিংসের কাছে টেলিগ্রাম পাঠালাম (যা আমি আগে কখনো করিনি), এবং গোয়িং ও কামিংস্‌কে রাত্রে আমাদের সঙ্গে খেতে বললাম।

বাসায় ফিরে এসে দেখলাম, ক্যারী খুশিতে কাঁদছে। আমি সারাহ্‌কে মুদি দোকানে পাঠালাম দু' বোতল 'জ্যাক্‌সন ফ্রেইরেস্‌' আনার জন্যে।

আমার দুই ঘনিষ্ঠ বন্ধু সন্ধ্যেয় বাসায় এলো। আজকের শেষ ডাকে লুপিনের কাছ থেকে আমার চিঠির জবাব এলো। সবাইকে শুনিয়ে চিঠিটি আমি জোরে জোরে পড়লাম। চিঠিতে লেখা ছিলো ঃ "প্রিয় বাবা, –তোমার মাথা ঠান্ডা রাখো। আবারও তুমি ভুল পথে পা বাড়িয়েছো আমি 'লিলি গার্ল্‌'কে বিয়ে করবো বলে এংগেজড্‌ হয়ে গেছি। গত বৃহস্পতিবার আমি তোমাদের এ ব্যাপারে কিছু বলিনি। কেননা, তখনো ব্যাপারটা নিশ্চিত ছিলোনা। আমরা আগষ্টে বিয়ে করবো এবং সেই বিয়ের অনুষ্ঠানে আমাদের আমন্ত্রিত অতিথিদের ভেতর তোমার পুরনো বন্ধু গোয়িং ও কামিংস্‌কেও দেখতে পাবো বলে আশা করছি। সবাইকে অনেক ভালোবাসা। -ইতি *তোমাদেরই লুপিন*।"

– সমাপ্ত –

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org